স্পেন, ১৯৩৬–১৯৩৭

গৃহযুদ্ধের পরিসরে নৈরাষ্ট্রবাদী গণউদ্যোগ

গাস্তঁ লেভাল অগস্তিন সোউচি

সাম ডলগফ আনতনি বিভর

সম্পাদনা ও অনুবাদ: বিপ্লব নায়ক

স্পেন, ১৯৩৬-১৯৩৭ গৃহযুদ্ধের পরিসরে নৈরাষ্ট্রবাদী গণউদ্যোগ

সম্পাদনা ও অনুবাদ: বিপ্লব নায়ক

স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সাধারণত ফ্যাসিবাদী ফ্রাঙ্কো বনাম সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লোরকার মৃত্যু, ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে গিয়ে বিভিন্ন নামী লেখক-বুদ্ধিজীবীর আত্মবলিদান, জার্মান বোমারু হানায় গুয়েরনিকার গুঁড়িয়ে যাওয়া— এমন নানাকিছু আমাদের মনে ভেসে ওঠে স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা হলে। কিন্তু স্পেনের রাষ্ট্রদখলের যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত দুই পক্ষের প্রচারিত ইতিহাসেই সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে বিস্মৃতিতে তলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তৎকালীন স্পেনের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তিসংগ্রামের কথা। গ্রামে ও শহরে যুদ্ধের কঠিন সময়ের মধ্যেই তাঁরা নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবনা নিয়ে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র, জনগণের স্বশাসন ও স্বব্যবস্থাপনার অভূতপূর্ব পরিসর গড়ে তুলেছিলেন। স্পেনের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের মেহনতী মানুষদের এই যৌথ উদ্যোগ মুক্ত সমাজ গঠনের নতুন পথ খুলে দিয়েছিল। ফ্যাসিবাদীরা তো বটেই, তাদের উপর আক্রমণ হেনেছিল সমাজতন্ত্রী-কম্যুনিস্টরাও, কারণ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য কায়েম করার জন্য মুক্ত সমাজের এই বীজতলাটিকে ধ্বংস করা ছাড়া তাদের পথ ছিলনা। সেই অন্তরালে থাকা ইতিহাস সামনে তুলে আনার জন্য এই বই। মুক্ত সমাজ গঠনের অসমাপ্ত যাত্রাপথে এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো কী কী আছে, বিচার করা হয়েছে তাও।

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

স্পেন, ১৯৩৬–১৯৩৭
গৃহযুদ্ধের পরিসরে নৈরাষ্ট্রবাদী গণউদ্যোগ

গাস্তঁ লেভাল
অগস্তিন সোউচি
সাম ডলগফ
আনতনি বিভর

সম্পাদনা ও অনুবাদ: বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রকাশকাল–
জুলাই ২০২০

প্রকাশক–
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড,
কলকাতা-৭০০০৪৭।
চলভাষ- ৯৮৩৬৩৬৪০৩৫।

মূদ্রণ-
ডার্ক হর্স
১৫২, এস পি মুখার্জি রোড,
কলকাতা- ৭০০০২৬।
চলভাষ- ৯৮৩১০৫০১৫৫।

বিনিময়-
১২৫ টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী-
পীযূষ মুখোপাধ্যায়

সূচী

লেখক পরিচিতি		৫
পাঠসহায়ক নির্দেশ: তৎকালীন স্পেনে রাজনৈতিক পার্টিগুলোর পরিচয় ও বিন্যাস		৮
উপস্থাপনা	বিপ্লব নায়ক	১৭
১। বিপ্লবের সূচনা	সাম ডলগফ	২৬
২। বিপ্লবের বিস্তার: শহর ও গ্রামের যৌথ সমবায়	আনতনি বিভর	৩৩
৩। কাতালোনিয়ার সমবায়িকরণ	অগস্তিন সোউচি	৫৬
৪। আরাগঁর মধ্য দিয়ে যাত্রার অভিজ্ঞতা	অগস্তিন সোউচি	৭২
৫। সমবায়িকরণ	গাস্তঁ লেভাল	৮০
৬। গ্রামাঞ্চলের মুক্তিকামী সমবায়	গাস্তঁ লেভাল	৮৮
৭। মুক্তিকামী সমবায়গুলোর চরিত্রবৈশিষ্ট্য	গাস্তঁ লেভাল	১১১
সন্নিবেশ: নানাচোখে সমবায়িকরণের পরিসংখ্যান		১১৮
৮। বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা	গাস্তঁ লেভাল	১১৯
৯। প্রতিবিপ্লব	সাম ডলগফ	১৩৪
১০। বার্সেলোনার মে ঘটনাবলী ও কম্যুনিস্টদের সরকারদখল	আনতনি বিভর	১৪৬
উপসংহার	বিপ্লব নায়ক	১৬৭
কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন		১৭৫

লেখক পরিচিতি

গাস্তঁ লেভাল

গাস্তঁ লেভাল ফরাসিদেশের একজন বিশিষ্ট নৈরাষ্ট্রবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর বাবা ছিলেন ১৮৭১-য়ের পারি কম্যুনের একজন কম্যুনার্ড। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণে নীতিগতভাবে বিরোধিতা করার জন্য ফ্রান্সের সরকার গাস্তঁ লেভালকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। তিনি স্পেনে আশ্রয় নেন। স্পেনে মুক্তিকামী শ্রমিক-আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে কাজ করেন এবং তার জন্য বহুবার তাঁকে স্পেনের জেলে আটক হতে হয়েছে। ১৯২১ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'রেড ইন্টারন্যাশনাল অফ ট্রেড ইউনিয়নস'-য়ের কংগ্রেসে তিনি স্পেনের নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সংগঠন সি এন টি-র প্রতিনিধিত্ব করেন। রাশিয়ার বলশেভিক সরকারকে শ্রমিক-বিপ্লব-বিরোধী আধিপত্যবাদী কাঠামোর জন্য সমালোচনা করে 'বলশেভিক একনায়কত্ব' আখ্যা দিয়েছিলেন। স্পেনে প্রিমো ডি রিভেরা-র একনায়কত্বের সময় তিনি স্পেন ছেড়ে আর্জেন্তিনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বেআইনিভাবে স্পেনে ফিরে এসে শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী লড়াইয়ে সামিল হন। গ্রাম ও শহরে মুক্তিকামী সমবায় গঠনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও বিশ্লেষণের জন্য তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর লেখাগুলো আমাদের জন্য রেখে গেছে স্পেন গৃহযুদ্ধের আড়ালে ঢাকা বিপ্লবী গঠনকাজের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন। স্পেনে প্রজাতন্ত্রীদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হওয়ার পর তিনি আবার স্পেন ছাড়তে বাধ্য হন, ফ্রান্সে ফিরে আসেন। সেখানে পারি-তে বাস করতেন, পেশাগতভাবে মুদ্রাকরের কাজ করতেন আর নৈরাষ্ট্রবাদী পত্রিকা 'কাহিয়ের ডি লা হিউমানিজমে লিবারতেয়ার' সম্পাদনা করতেন। এই সংকলনে তাঁর লেখাগুলো নেওয়া হয়েছে তাঁর লেখা দুটো বই থেকে— ১৯৫২ সালে মিলান থেকে প্রকাশিত 'নে ফ্রাঙ্কো নে স্তালিন' এবং ১৯৭১ সালে পারি-তে প্রকাশিত 'এসপ্যানে লিবারতেয়ার: ১৯৩৬–১৯৩৯'।

অগস্তিন সোউচি

অগস্তিন সোউচি জার্মান দেশের একজন নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রী (অ্যানার্কো-সিন্ডিকালিস্ট) সংগঠক। ১৯২১ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'রেড ইন্টারন্যাশনাল

অফ ট্রেড ইউনিয়নস'-য়ের কংগ্রেসে ইনিও অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯২২ সালে বার্লিনে নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসো-সিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। সোউচি ছিলেন ওই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সেক্রেটারি। স্পেনের নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সংগঠন সি এন টি এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯১২ থেকে গৃহযুদ্ধের শেষ অবধি সোউচি স্পেনের কাতালোনিয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলে শ্রমিক আন্দালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিকামী সমবায়গুলো গড়ে উঠতে শুরু করলে তিনি ঘুরে ঘুরে সেগুলোয় বাস করে তাদের কাজকর্ম খুঁটিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ তিনি স্পেনের নৈরাষ্ট্রবাদীদের পত্রিকায় লিখেছিলেন। ফ্রাঙ্কোর বাহিনী বার্সেলোনা দখল করার কয়েক ঘন্টা আগে তিনি স্পেন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি একজন শরণার্থী হিসেবে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। তার পরে তিনি লাতিন আমেরিকার বহু দেশ ও ইজরায়েল ঘুরে সমবায়গঠনের নানা পরীক্ষানিরীক্ষা নজর করেন ও বিশ্লেষণ-আলোচনা করেন। শেষ জীবনে তিনি জার্মানির মিউনিখ শহরে বাস করতেন। এই সংকলনে তাঁর লেখাগুলো নেওয়া হয়েছে ১৯৫৭ সালে ডামস্টাড থেকে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'নাখট্ উবের স্পানিয়েন' বই থেকে।

সাম ডলগফ

সাম ডলগফ নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে নৈরাষ্ট্রিক বহুত্ববাদী (অ্যানার্কো-প্লুরালিস্ট) হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। মার্কিন দেশে তাঁর জন্ম ১৯০২ সালে। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে গাছ কাটার শিবির, নির্মাণকাজ, ইস্পাত কারখানা, এমন বিভিন্ন জায়গায় তিনি কাজ করেছেন। শেষাবধি তিনি বাড়ি রঙ করার শ্রমিকের পেশা স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন। ১৯২০-র দশকের প্রথমদিকে রুশ নৈরাষ্ট্রবাদী গ্রেগরি পেত্রোভিচ ম্যাক্সিমফ-এর সান্নিধ্যে আসার পর তিনি নৈরাষ্ট্রবাদে আকৃষ্ট হন এবং নৈরাষ্ট্রবাদী তত্ত্বলেখা ভালোভাবে অধ্যয়ন করার জন্য তিনি রুশ, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ, এমন বহু ভাষা শেখেন। মুক্তিকামী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করতে করতে তাঁর লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ, ইস্তাহার, বই প্রকাশিত হয়েছে। বাকুনিনের বিভিন্ন প্রকাশিত রচনাসংগ্রহের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত সংকলনটিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বর্তমান বইটি তৈরির কাজে ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে ১৯৭৪ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত বই 'দি অ্যানার্কিস্ট কালেকটিভস: ওয়ার্কার্স সেলফ ম্যানেজমেন্ট ইন

দি স্প্যানিশ রিভোলুশন, ১৯৩৬–১৯৩৯'। সাম ডলগফের এখানে সংকলিত লেখাদুটো ওই বইয়ে আছে। তাছাড়া ওই বইয়ে গাস্তঁ লেভাল ও অগস্তিন সোউচির লেখার ইংরেজি অনুবাদ থেকেই এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

আনতনি বিভর

আনতনি বিভর সমকালের বিশিষ্ট একজন ইতিহাসবিদ এবং ইতিহাসলেখক। ফ্রান্সের 'রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচর' এবং 'শেভালিয়র ডি লা অর্ডরে ডেস আর্টস এট লেটরেস'-য়ের তিনি অন্যতম সদস্য। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিরকবেক কলেজের ইতিহাস, ধ্রুপদী সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগের একজন অতিথি-অধ্যাপক। ১৯৯০-য়ের দশকে প্রথম উন্মুক্ত হওয়া রাশিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার নথি চর্চা করে বিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাস-আখ্যান পুনর্নির্মাণ করার কাজে তাঁর গবেষণা ও লেখা নজর কেড়ে নিয়েছে। এই সংকলনে তাঁর লেখাগুলো ২০০৬ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর 'দি ব্যাটেল ফর স্পেন: দি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার, ১৯৩৬–১৯৩৯' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

পাঠসহায়ক নির্দেশ:

তৎকালীন স্পেনে
রাজনৈতিক পার্টিগুলোর পরিচয় ও বিন্যাস

১। জাতীয়তাবাদী পক্ষ

ক। রাজতন্ত্রবাদী (আলফঁসাঁই)

- অ্যাকসিয়ঁ এসপানোলা
- রিনোভাসিয়ঁ এসপানোলা

আলফঁসাঁই রাজতন্ত্রবাদীরা ফারদিনান্দ-৭-য়ের ভাই ডন কার্লোস-য়ের বিরুদ্ধে রাণী ইসাবেলা-২-য়ের বংশধরদের সমর্থন করে। রাজা আলফোনসো-১৩ এবং তাঁর পর তাঁর পুত্র বার্সেলোনার কাউন্ট ও বর্তমান রাজা হুয়ান কার্লোস-য়ের বাবা ডন জুয়ানকে যারা সমর্থন করে, তারা বিশ শতকের রাজতন্ত্রবাদী বলে পরিচিত ছিল। সেনাবাহিনীর রক্ষণশীল আধিকারিকদের মধ্যে রাজতন্ত্রবাদের প্রভাব ছিল শক্তিশালী। তারা নিজেদের 'সাবেক স্পেন'-য়ের স্বাভাবিক নেতৃত্ব হিসেবে গণ্য করত। এদের গণসমর্থন কিছু ছিল না বললেই চলে।

খ। কার্লপন্থী

- কম্যুনিয়ঁ ত্রাদিশিওনালিস্তা
- রিক্যুয়েটেজ (কার্লপন্থী যোদ্ধাবাহিনী)
- পেলায়োজ (কার্লপন্থী যুব আন্দোলন)
- মারগারিতাজ (কার্লপন্থী নারী সেবা)

কার্লপন্থীরা ডন কার্লোস-য়ের বোরবোঁ বংশকে সমর্থন করত। তারা মনে করত যে উনিশ শতকের উদারপন্থার সংক্রমণে আলফঁসাঁই রাজতন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারা পরম্পরাগতভাবে অতি গোঁড়া ক্যাথলিক রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল। রোডেজনো-র কাউন্টের মতো এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে আইনসভামুখী ঝোঁক ছিল।

গ। ফালাঞ্জ

- ফালাঞ্জ এসপানোলা দি লা জে ও এন এস
- ফ্লেচাস (ফালাঞ্জপন্থী যুব আন্দোলন)
- অক্সিলিও সোশাল (ফালাঞ্জপন্থী নারী সেবা)

১৯৩৩ সালে স্পেনের ভূতপূর্ব একনায়কতন্ত্রী শাসক প্রিমো ডি রিভেরা ফ্যাসিবাদী চরিত্রের একটি ছোট পার্টি গঠন করেন, তার নাম দেন 'ফালাঞ্জ'। ১৯৩৪ সালে তা অধিকত প্রলেতারিয় চরিত্রের জাতীয়তাবাদী পার্টি জে ও এন এস (জুনতাস ডি অফেনসিভা নাশিওনাল সিন্ডিকালিস্তা)-য়ের সঙ্গে মিলে যায়। মিলিত পার্টির মধ্যে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়। একদিকে ছিল হোসে আনতোনিও-কে অনুসরণকারী 'আধুনিক প্রতিক্রিয়াপন্থী'-দের দল যারা সাবেক স্পেনের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সর্বোচ্চ স্থান দিত। অন্যদিকে ছিল সমাজতন্ত্রীরা, যারা সবসময় আশঙ্কিত থাকত যে পার্টিতে ধনী শ্রেণির অভিজাতদের চাপে তাদের পুঁজিবাদ-বিরোধী মতাদর্শ চাপা পড়ে যাচ্ছে। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপোড়েন লেগেই থাকত। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে পার্টিতে বিপুল সংখ্যক সুযোগসন্ধানীদের অনুপ্রবেশ ঘটে, যার ফলে পার্টির 'বামপন্থী' গোষ্ঠী আরও কোণঠাসা হয়ে যায়। সেনানায়ক ফ্রাঙ্কো এই দলের দখল নিয়ে তাকে কার্লপন্থীদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে একটাই প্রতিষ্ঠানের আধারে বাঁধতে সচেষ্ট হওয়ার পর ফালাঞ্জ-এর প্রভাব হ্রাস পায়।

- ফালাঞ্জ এসপানোলা ত্রাদিশিওনালিস্তা ই দে লা জে ও এন এস

প্রধানত ফালাঞ্জ ও কার্লপন্থীদের একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই সংকর পার্টি ফ্রাঙ্কো-র নির্দেশে ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে গঠিত হয়েছিল। ফ্রাঙ্কো ছিলেন পার্টির প্রধান। ফালাঞ্জ-দের ঘন নীল জামার সঙ্গে কার্লপন্থীদের লাল টুপি মিশিয়ে এই দলের উর্দি নির্ধারিত হয়েছিল।

ঘ। প্রাক্-গৃহযুদ্ধ ডানপন্থী জোট:

অ। কনফেডেরাসিয়ঁ এসপানোলা ডি দেরেচাস অটোনোমাস (সি ই ডি এ)

- একসিয়ঁ পপুলার (এ পি)
- জুভেনতুদেস দেল একসিয়ঁ পপুলার (জে এ পি)
- পপুলার একশন এউথ
- পারতিদো অ্যাগরারিয়ো (মূলত কাস্তিলিয় ভূস্বামীদের পার্টি)

গিল রোবলেজ-য়ের নেতৃত্বে ডানপন্থী ক্যথলিক পার্টিগুলোর ঐক্যের মধ্য দিয়ে এই 'স্বাধীন ডানপন্থীদের স্পেনীয় জোট' (সি ই ডি এ) গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৩ সালে এই জোট নির্বাচনে জেতে। কিন্তু ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে এই জোট নির্বাচনে হেরে যায় এবং তারপরই এই জোট দ্রুত ছত্রখান হয়ে যায়। এই ভেঙে

পড়া জোটের যুব সংগঠন জে এ পি পুরোটাই ১৯৩৬-য়ের বসন্তে ফালাঞ্জ-য়ে যোগ দেয়।

আ। পারতিদো রিপাবলিকানো র‍্যাডিকাল (পি আর আর)
এই পার্টির নেতা প্রথমে বিপ্লবী ধর্মযাজক-বিরোধী অবস্থান থেকে শুরু করলেও পরে ডানদিকে ঝোঁকেন। তৎকালীন পার্টিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে এর দুর্নাম হয়েছিল। এর উদারপন্থী অংশ ১৯৩৪ সালে দিয়েগো মার্তিনেজ বাররিও-র নেতৃত্বে পার্টি ভেঙে বেরিয়ে 'ইউনিয়ঁ রিপাবলিকানা' পার্টি গঠন করে।

ই। দেরেচা লিবারাল রিপাবলিকানা (ডি এল আর)
এই উদার-প্রজাতন্ত্রী ডানপন্থী পার্টি রাজতন্ত্র-বিরোধী অবস্থানে থাকা মিগুয়েল মওরা এবং নিসেতো আলকালা জামোরা-র মতো রক্ষণশীলদের পার্টি ছিল।

ঈ। লিগা কাতালানা (এল সি)
লিগা কাতালানা ছিল কাতালোনিয়ার বড় বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী পার্টি। মাদ্রিদের সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও করের বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে বারসেলোনার শিল্পপতিদের অসন্তুষ্টি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত।

২। প্রজাতন্ত্রী পক্ষ

ক। পপুলার ফ্রন্ট-য়ের মধ্যের পার্টি ও তৎসম্পর্কিত সংগঠন:

অ। ইউনিয়ঁ রিপাবলিকানা (ইউ আর)
১৯৩৪-১৯৩৫ সালে সি ই ডি এ-র গড়া সরকারে লেরুহ-র চরমপন্থীরা অংশ নিয়েছিল। ওই চরমপন্থীদের থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসে মধ্য-ডানপন্থীরা মার্তিনেজ বাররিও-র নেতৃত্বে এই 'ইউনিয়ঁ রিপাবলিকানা' পার্টি তৈরি করেছিল। ১৯৩৬-য়ের নির্বাচনে তারা পপুলার ফ্রন্ট জোটে অংশ নেয়। উদারপন্থী পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের সমর্থন-ভিত্তিতে দাঁড়ানো এই পার্টি পপুলার ফ্রন্ট জোটের ডানপক্ষ হিসাবে কাজ করত।

আ। ইজকুয়েকদা রিপাবলিকানা (আই আর)
আজানা-র নেতৃত্বাধীন 'রিপাবলিকান একশন', কাসারেগ কুইরোগা-র নেতৃত্বাধীন 'গালিসিয়ান অটোনমি পার্টি' এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পার্টি— এই তিনের মিলনের মধ্য দিয়ে ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে এই পার্টি গড়ে ওঠে। মিলিত পার্টির নেতা ছিলেন আজানা।

ই। এসকুয়েরা রিপাবলিকানা ডি কাতালুনিয়া
লুই কোমপানিজ-য়ের নেতৃত্বাধীন এই পার্টিকে 'আই আর'-য়ের কাতালোনিয় সংস্করণ বলা চলে।

ঈ। পারতিদো সোশালিসতো ওবরেরো ডি এসপানা (পি এস ও ই)
স্পেনের সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের পার্টি। তৎসম্পর্কিত সাধারণ শ্রমিক সঙ্ঘের নাম ছিল 'ইউনিয়ঁ জেনারেল ডি ত্রাবাজাদোরেজ', বা সংক্ষেপে, 'ইউ জি টি'। যুবশাখার নাম ছিল জুভেনতুদেস সোশালিসতাস, বা সংক্ষেপে, জে জে এস এস। ১৯৩৬-য়ের বসন্তে এই সমাজতন্ত্রী যুব শাখা কম্যুনিস্ট যুব শাখার সঙ্গে মিশে যায় এবং সেই নতুন সংগঠনের নাম দেওয়া হয় 'ইউনাইটেড সোশালিস্ট ইয়ুথ'। গৃহযুদ্ধের প্রথম লগ্নে এই যুব সংগঠনের নেতা সানতিয়াগো কাররিলো গোটা সংগঠনকে কম্যুনিস্টদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসে।

উ। পারতিদো কমুনিস্তা ডি এসপানা (পি সি ই)
স্পেনের কম্যুনিস্ট পার্টি। ১৯৩৬ সালের বসন্তে বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলোকে একজোট করে 'পারতিদো সোশালিসতা ইউনিফিকাদো ডি কাতালুনা' (পি এস ইউ সি) গড়ে উঠেছিল। ক্রমে কম্যুনিস্টরা এই পার্টিকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে নিয়ে চলে আসে।

ঊ। পারতিদো ওবরেরো ডি ইউনিফিকাসিয়ঁ মার্কসিসতা (পি ও ইউ এম)
শ্রমিকদের মার্কসবাদী ঐক্যের পার্টি— এর নেতৃত্বে ছিলেন আনদ্রিউ নিন (যিনি একদা ট্রটস্কি-র সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছিলেন, কিন্তু পরে ট্রটস্কি-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়) ও জোয়াকুঁই মরিঁ। স্তালিনবাদী কম্যুনিস্টরা এই পার্টির গায়ে জোর করে 'ট্রটস্কিবাদী' তকমা আঁটতে চাইলেও এই পার্টি ট্রটস্কিবাদী ছিল না, বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী বাম (লেফ্ট অপোজিশন)-দের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল এর অবস্থান।

খ। 'পপুলার ফ্রন্ট'-য়ের মিত্রশক্তি:
মুক্তিকামী আন্দোলন
'লিবেরতারিয়ান মুভমেন্ট' অর্থাৎ 'মুক্তিকামী আন্দোলন' নামে সাধারণভাবে পরিচিত এই আন্দোলনের মধ্যে নৈরাষ্ট্রবাদী এবং নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রী (অ্যানার্কো-সিনডিকালিস্ট)-রা কাজ করতেন। তৎসম্পর্কিত সংগঠনগুলো ছিল:

- কনফেডারেসয়িঁ নাশিওনাল ডি ত্রাবাজো (সি এন টি)— নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রী শ্রমিক সঙ্ঘ

- ফেডারেসিয়ঁ অ্যানারকিস্তা ইবেরিকা (এফ এ আই)
- ফেডারেসিয়ঁ ইবেরিকা ডি জুভেনতুদেজ লিবেরতারিয়াস (এফ আই জে এল)
- মুজেরেজ লিবরেজ (নৈরাষ্ট্রবাদী নারীবাদী সংগঠন)

গ ।বাস্কদের সংগঠন:

- পারতিদো নাশিওনালিসতা ভাসকো (পি এন ভি)
- দি বাস্ক ন্যাশনালিস্ট পার্টি অফ কনজারভেটিভ খ্রিশ্চান ডেমোক্র্যাটস
- একসিয়ঁ নাশিওনালিসতা ভাসকা (এ এন ভি)— পি এন ভি ভেঙে বেরিয়ে আসা একটি ছোট গোষ্ঠী
- সলিদারিদাদ ডি ত্রাবাজাদোরেজ ভাসকোজ (এস টি ভি), বাস্ক শ্রমিকদের ঐক্য— শ্রমিক সঙ্ঘ যার মধ্যে বাস্ক জাতীয়তাবাদী ও ক্যাথলিক পরম্পরাবাদী ভাবনার প্রাধান্য ছিল।

[আনতনি বিভর, দি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার, পৃষ্ঠা: xxxiii-xxxvi]

স্পেন, ১৯৩৬–১৯৩৭

গৃহযুদ্ধের পরিসরে নৈরাষ্ট্রবাদী গণউদ্যোগ

আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে ?
আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধসত্য বলে গেছে
অর্ধমিথ্যার ? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায়; তবু ভয়— হয়তো বা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।
ঢের ছবি দেখা হল— ঢের দিন কেটে গেল— ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে রয়ে গেছে— জ্যোতির্গ্রন্থে;
জীবনের জন্যে আজও নেই।

—জীবনানন্দ দাশ
('ইতিহাসযান' কবিতার অংশ)

উপস্থাপনা: বিপ্লবের মুহূর্ত

> …the end of rebellion is liberation, while the end of revolution is the foundation of freedom.
>
> — হানা আর্‌ন্ট.
> অন রিভোলুশন (১৯৬৩), ১৯৭৩-য়ের পেঙ্গুইন সংস্করণের ১৪২ পৃষ্ঠা।

'liberation' এবং 'freedom' — এই দুটি শব্দকেই কখনও 'স্বাধীনতা', আবার কখনও 'মুক্তি' শব্দ দিয়ে ভাষান্তর করা হয়, যেনবা দুটো শব্দ একই অর্থ বহন করছে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি এই দুটি শব্দের ফারাকের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্রোহ (rebellion) ও বিপ্লব (revolution)-য়ের ফারাক টানা হয়েছে ওই ফারাক থেকেই। মাথার উপর চেপে বসা কোনও অত্যাচার বা শাসনের ভার নাকচ করা— এই নেতিবাচক ব্যঞ্জনায় হাজির হয়েছে 'liberation' শব্দটি। আর 'freedom' শব্দটি এসেছে ইতিবাচক ব্যঞ্জনায়, নব অস্তিত্ব সৃজনের মধ্য দিয়ে মুক্তিকে বাস্তবায়িত রূপ দেওয়ার অর্থ নিয়ে। এই ফারাক পরিস্ফুট করে রাখার জন্য আমরা 'liberation'-য়ের উপযুক্ত হিসেবে 'শৃঙ্খলমোচন' এবং 'freedom'-য়ের উপযুক্ত হিসেবে 'মুক্তি' শব্দ গ্রহণ করতে পারি। উদ্ধৃত উক্তিটির ভাষান্তর তাহলে এভাবে করা যায়: '…বিদ্রোহ চায় শৃঙ্খলমোচন, বিপ্লব চায় মুক্তি'। কারণ, 'end' শব্দটি 'শেষ' বা 'অন্তিমবিন্দু' হিসেবে না ধরে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা সমীচীন যেহেতু অন্তিমবিন্দু হিসেবে শৃঙ্খলমোচন বা মুক্তি-তে পৌঁছানোর আগেই যথাক্রমে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের অবসান ঘটে গেলেও তাদের কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের কোনও খেলাপ হয়না।

কিন্তু বিদ্রোহ ও বিপ্লবের এই ফারাক কতটা গুরুত্বপূর্ণ ? বিদ্রোহ কি বিপ্লবের পূর্বসূরী নয় ? শৃঙ্খলমোচনের মধ্য দিয়েই কি মুক্ত অস্তিত্বসৃজনের পথ খুলে যায়না ? না, আমাদের অভিজ্ঞতাই সাক্ষী যে সমস্ত বিদ্রোহ বিপ্লবে পৌঁছয় না। মাথার উপর চেপে বসা বা চামড়া কেটে কামড় বসানো শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতির জন্য বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সেই শৃঙ্খল ছিঁড়ে পড়তে পারে, কিন্তু সেই শৃঙ্খলমোচনের পরবর্তী মুহূর্তটি যে আবশ্যিকভাবে বিপ্লবের মুহূর্ত হবে এমনটা বলা যায়না। কত না দীর্ঘ অভ্যাস আমাদের রক্তে খেলা করে— শৃঙ্খল পরার দীর্ঘ অভ্যাস শৃঙ্খলমোচনের পরের মুহূর্তকে থিতিয়ে নিয়ে যেতে পারে নতুন কোনও শৃঙ্খলের পাক মাথায় ও দেহে তুলে নেওয়ার দিকে। তাই বিদ্রোহের মুহূর্তের তুলনায় বিপ্লবের মুহূর্ত অনেক বিরল। সময়ের পথে সার বেঁধে বহু বিদ্রোহ ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আশা-হতাশা, হিংসা-কুটিলতার চক্রে পাক খেতে পারে, বিপ্লব থাকতে পারে অধরা।

বিরল বিপ্লবের মুহূর্ত হাজির হয় অভাবিত অপরিকল্পিত ভাবে। আড়ালে থাকা মানুষরা (মানুষ নয়, মানুষরা। কোনও এক মন্ত্রে দীক্ষিত, একই স্বার্থকে সকলের স্বার্থ করা, একেরই প্রতিরূপ অনেকজন নয়। বিমূর্ত এক আদর্শ চরিত্রের খোলসে ঢুকে নিরক্ত নির্জীব হয়ে যাওয়া প্রেতকূল নয়। জীবন্ত বহু বিবিধ মানুষ। বহু ফারাক নিয়ে বহুবচনে মানুষ।) তাদের বৈচিত্র্য, বহুত্ব নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। এমন এক গণপরিসর এর মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় যেখানে এই বহু বিবিধ মানুষরা সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। তাদের স্বতক্রিয়া সমাজকাঠামোর ধাপবন্দি নির্মাণকে ভেঙে নতুন স্বব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়ে তোলে। এক অপূর্ব জায়মানতায় সমাজ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। একধারে ঐতিহ্য-পরম্পরা উৎসারিত অভিজ্ঞতা, অন্যধারে নবসৃজনের বাঁধনছাড়া উল্লাস— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সমাজজমি বোনা হতে থাকে। ইতিহাসের বোঝা বয়ে চলা ন্যুব্জ মানুষ ইতিহাস তৈরির রোমাঞ্চে শিউরে ওঠে। মুক্ত অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হয়।

যুদ্ধ, ভিতর ও বাইরে থেকে বিবিধ আধিপত্যকামী শক্তির আক্রমণ, হিংসার ঝঞ্ঝা— এই আবহে বিপ্লবের মুহূর্তটির প্রাণভোমরা নিহিত থাকে সেই গণপরিসরের মধ্যে, অগণিত বহু বিবিধ মানুষের স্বতক্রিয়ার যে গণপরিসর একান্তভাবেই সেই বিপ্লবের মুহূর্তের নিজ সৃষ্টি। ১৮৭১ সালে পারি কম্যুন ছিল একটি বিপ্লবের মুহূর্ত, যুদ্ধর মধ্য দিয়ে তার অবসান হয়েছিল। ১৯১৭-র রাশিয়ায় পেত্রোগ্রাদ ও মস্কোতে জন্ম নেওয়া ফ্যাক্টরি কমিটি ও সোভিয়েত ছিল আরেকটি বিপ্লবের মুহূর্ত যার অবসান হয়েছিল বলশেভিকদের ক্ষমতাদখলের

মধ্য দিয়ে। এমনই আরেকটি বিপ্লবের মুহূর্ত দেখা গিয়েছিল স্পেন-য়ে ১৯৩৬-১৯৩৭ সালে কাতালোনিয়া ও আরাগঁ-য় শ্রমিক ও কৃষকদের যৌথ সমবায় গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৮৭১ বা ১৯১৭-র তুলনায় অনেকটাই অজানা ও আড়ালে থাকা এই ১৯৩৬-১৯৩৭–য়ের বিপ্লবের মুহূর্তটিই এই বইয়ে আমাদের আলোচনার বিষয়।

কাতালোনিয়া ও আরাগঁ ছাড়াও স্পেনের লেভান্ত, কাস্তিল ও এস্ত্রেমাদুরা প্রদেশেও এই মুক্তিকামী সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল। এই মুক্তিকামী সমবায়গুলো ছিল শহর ও গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও সাধারণ মেহনতী মানুষের সৃষ্টি। স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরে ও উপকূল অংশে প্রায় মধ্যযুগ থেকে চলে আসা কৃষক, পশুপালক, কারিগর ও জেলেদের মধ্যে প্রবহমান সমবায় সংগঠনের ঐতিহ্য এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। নৈরাষ্ট্রবাদী মতাদর্শের বাহক রাজনৈতিক কর্মীদের প্রচার ও সংগঠনের দীর্ঘকালীন প্রভাবও ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু আরাগঁ-য় মাত্র ২০ শতাংশ আর কাতালোনিয়ায় মাত্র ১২ শতাংশ যৌথ সমবায় নৈরাষ্ট্রবাদী সংগঠন সি এন টি একা বা সমাজতন্ত্রী ইউ জি টি-র সঙ্গে যৌথভাবে সরাসরি নিজেদের উদ্যোগে তৈরি করেছিল (এই সংকলনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ নম্বর টীকা)। তাই সবার উপরে, এ ছিল কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও সাধারণ মেহনতী মানুষের নিজেদের উদ্যোগ, নিজেদের সৃষ্টি। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতে গড়ে ওঠা যৌথ জীবনাচরণের সঙ্গে কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের কাজকে স্বতঃস্ফূর্ত বুননে অবিচ্ছেদ্যভাবে বুনে নিয়ে তারা নতুন সমাজ-সংগঠন ও অর্থনৈতিক সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল। গণ অংশগ্রহণের জোরে খাড়া বিভিন্ন গ্রামীণ সমিতি, আঞ্চলিক সমিতি ও শিল্পোদ্যোগ সমিতির মধ্য দিয়ে তারা রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক শাসন পরিসরের বাইরে নিজেদের স্বব্যবস্থাপনার পরিসর গড়ে তুলেছিল। ফসল ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও বন্টন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনপরিষেবা সংগঠিত করা, শিক্ষাপ্রসার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, চারুশিল্প অবধি সবকিছু পরিচালনার জন্য নতুন ব্যবস্থা, নতুন বিন্যাস গড়ে তুলেছিল। আবার একই সাথে গণযোদ্ধাবাহিনী গড়ে তুলে ও বজায় রেখে একদিকে যেমন ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিল, অন্যদিকে তেমনই রাষ্ট্রবাদী (প্রজাতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট) শক্তিদের আক্রমণ-অন্তর্ঘাতেরও মোকাবিলা করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল।

মুক্তিকামী সমবায়গুলো যে মেহনতী মানুষদের স্বতক্রিয়ার সৃষ্টি, কোনও রাজনৈতিক পার্টি/গোষ্ঠীর মতবাদ-নির্ণীত ছকে বাঁধা নির্মাণ নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যৌথ সমবায়গুলোর নিজেদের মধ্যের বিপুল বৈচিত্র্য ও বহুত্ব থেকে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্য ও বহুত্বের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়:

১। জমি ও উৎপাদনের উপকরণ, কর্মশালা, কারখানা ইত্যাদি সাধারণভাবে সমবায়ের যৌথ মালিকানায় আনা হয়েছিল। কোনও কোনও গ্রামে বা শিল্পোৎপাদনক্ষেত্রে এই মালিকানার সমবায়িকরণ ছিল সর্বব্যাপী, আবার কোথাও কোথাও তা নয়। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রগুলোতে সমবায়ী যৌথ মালিকানা ও ব্যক্তিমালিকানার মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল কারণ যে ব্যক্তিমালিকানাপন্থীরা সমবায়ে যোগ দিতে অনিচ্ছুক, তারা মালিকানা নিজেদের হাতেই রেখেছিল। সমবায়ে যোগ দিতে তাদের কাউকে জোর করা হয়নি, একঘরে বা আলাদা করে দিয়ে তাদের উপর সামাজিক চাপও তৈরি করা হয়নি। সমবায়ের সভায় আলাপ-আলোচনা-পরিকল্পনার কাজে এই ব্যক্তিমালিকানাপন্থীরাও যোগ দিতে পারত, সমবায় পরিচালিত বিভিন্ন পৌর পরিষেবাও অন্যান্যদের মতোই তারা পেত। সমবায়ের কাজের মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্তস্থাপন এবং আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই অপর-মতাবলম্বীদের সমবায়ের মধ্যে আনার উপায়ের উপর ভরসা ছিল। মালিকানার মতো মৌল প্রশ্নে অপর মতকে এমন সম্মানের সঙ্গে জায়গা করে দেওয়া ও বন্ধুত্বপূর্ণ আদানপ্রদানের সম্পর্ক তৈরি করা দেখায় যে সমবায়গুলোর পরিবেশে বহুত্বমুখী ঝোঁক ছিল, মতবাদিক সমসত্ত্বতায় সবকিছু চেঁছেছুলে এক করে দেওয়ার তাড়না ছিল না। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়— নৈরাষ্ট্রবাদী নেতা দুরুতি পরিচালিত বাহিনী আরাগঁর কিছু গ্রামে সমবায় গঠনের সময় অনিচ্ছুকদের উপর জোর খাটিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যতিক্রমও দেখায় যে সমবায়ের সংগঠকদের মধ্যে মতবাদিক দৃঢ়বদ্ধতা যত বেশি, বহুত্বমুখী ঝোঁক তত কম। দুরুতির বাহিনীর তুলনায় সাধারণ কৃষক-শ্রমিক-কারিগররা অনেক বহুত্বমুখী ছিল।

২। বিনিময় মাধ্যমের ক্ষেত্রেও সমবায়গুলোর মধ্যে বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিছু কিছু সমবায়ে অর্থের বিলোপ ঘটানো হয়েছিল। আবার কোথাও সমবায় সমিতি অভ্যন্তরীণ বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য নিজস্ব মুদ্রা চালু করেছিল। কোথাও আবার জাতীয় মুদ্রাই চলত। এর জন্য সমবায়গুলোর

মধ্যে একে অপরকে 'কম বিপ্লবী'–'বেশি বিপ্লবী' বা 'বিপ্লবী'–'সংশোধনবাদী' গালাগাল দিয়ে 'মতবাদিক সংগ্রাম' করতে দেখা যায়নি। একে অপরের বিভিন্নরকম অভিজ্ঞতা দেখে, ভেবে, বদল করে চলার উদারতা বহাল ছিল।

৩। কোনও কোনও সমবায় সব উৎপাদন এক জায়গায় জড়ো করে একটি সাধারণ বন্টনকেন্দ্র থেকে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করত, মজুরি-ব্যবস্থা প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছিল। আবার অন্যত্র বাজার চালু ছিল, মজুরি-ব্যবস্থা চালু ছিল। মজুরি–ব্যবস্থাও ছিল নানারকম। কোথাও ব্যক্তি পিছু মজুরি দেওয়া হত, আবার কোথাও পরিবার পিছু পরিবার-মজুরি চালু হয়েছিল। কোনও একটা ছক বা আদর্শ মেনে যে সমবায়গুলো গঠিত হয়নি, তা এর থেকেও বোঝা যায়।

৪। লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নটিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে চর্চিত হয়েছিল। কোনও কোনও সমবায় লিঙ্গসাম্যের সূচক হিসেবে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের সমান মজুরি চালু করেছিল। কোথাও আবার মহিলাদের মজুরি কম রাখা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উপার্জনের উপর কম সংখ্যক পরিবার-সদস্য নির্ভরশীল থাকে। যুদ্ধের সময় কাজের লোকের টান পড়ায় মহিলাদের বাছবিচারহীনভাবে সমস্তরকম কাজে যোগ দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছিল, যদিও সেলাই ও পোষাক তৈরির মতো কিছু কাজে মহিলাদের বেশি নিয়োগের প্রবণতা বহাল ছিল। গণযোদ্ধাবাহিনীতেও মেয়েরা যোগ দিত, তবে ছেলেদের তুলনায় সংখ্যায় কম। লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নটি পরিস্থিতির টানাপোড়েনেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল, মতবাদিক নির্ণয়ের টানাপোড়েনে নয়।

৫। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমবায়গুলো বিস্তৃত ছিল, পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন ছিল একে অপরের মধ্যে। কোনও কোনও অঞ্চল ধরে আঞ্চলিক সমিতি গড়ে উঠেছিল, তার সভা-সম্মেলনও হয়েছিল। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতিগুলোর মাথার উপর ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে এমন কোনও উচ্চ কমিটি গড়ে ওঠেনি, যার নির্দেশ অনুযায়ী সবাইকে চলতে হবে। অর্থাৎ, কোনও উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামোর মধ্যে কখনওই এই সমিতিগুলো বাঁধা পড়েনি। সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যকরী করার ক্ষেত্র ছিল

ছোট ছোট এলাকাভিত্তিক, এলাকার মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও স্বতক্রিয়াই এই বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার শক্তির উৎস ছিল।

মুক্তিকামী সমবায় গঠনের এই আন্দোলন এভাবে জন্ম দিয়েছিল মেহনতী মানুষের স্বব্যবস্থাপনা, যা রাজনৈতিক পার্টি, সরকার-প্রশাসন, আমলা ও আধিকারিকদের নিয়ন্ত্রণের গণ্ডির বাইরে সংসার পেতেছিল।

এই মুক্তির পরিসরকে ধ্বংস করে পার্টি-প্রশাসন-আমলা-আধিকারিকদের শাসনের বৃত্ত ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায় নিয়েই প্রতিবিপ্লব আত্মপ্রকাশ করল। প্রতিবিপ্লব দানা বাঁধে রাজনৈতিক পার্টিগুলোকে কেন্দ্র করে। জাতীয়তাবাদী জোটের মধ্যে ফ্যাসিবাদী ফালানজ পার্টি ও অন্যান্য রাজতন্ত্রী পার্টিগুলো শাসনরূপের দিক থেকে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার রাজতন্ত্রের ধাঁচায় একপ্রকার একনায়কতন্ত্রের পক্ষে ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে স্পেনকে তার 'ধ্রুপদী' গৌরবের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন এক একনায়কের শাসন দরকার যে শক্ত হাতে দমন করে 'শৃঙ্খলা' প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এই পার্টিগুলো ছিল বড় ভূস্বামীদের পক্ষে, (কাতালোনিয়ার ক্ষেত্রে) বড় পুঁজিপতিদের পক্ষে— এই অভিজাত বর্গের 'অভিভাবকত্বে' (বা আধিপত্যাধীনে) আদর্শ সমাজরূপ সম্ভব বলে তারা মনে করত। সুতরাং এই জাতিয়তাবাদী জোটের পার্টিগুলোর মতবাদিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিপ্লবের মুহূর্তজাত স্বশাসন ও স্বব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীভূত পরিসরকে বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতনের উৎস ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না এবং সবার আগে তাকে নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন বলে বোধ হবে। তাই জাতীয়তাবাদী সেনারা যে চরম হিংসার মধ্য দিয়ে মুক্তিকামী সমবায়গুলোকে চূর্ণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইবে তা স্বাভাবিক এবং যেখানে যখন সম্ভব হয়েছে তা তারা করেছে। কিন্তু মুক্তিকামী সমবায়গুলো গড়ে উঠেছিল মূলত প্রজাতন্ত্রী সরকারের এলাকায় এবং প্রজাতন্ত্রী জোটের রাজনৈতিক পার্টি ও সরকারি বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী আক্রমণই তাদের ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে উঠেছিল। প্রাথমিকভাবে একে অবাক করার মতো ঘটনা বলে মনে হতে পারে কারণ প্রজাতন্ত্রী জোটের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের পার্টিগুলো তাদের সাধারণ মতবাদিক পরিচয়ের দিক থেকে সবাই সমাজবিপ্লবের পক্ষাবলম্বী। কিন্তু সমাজবিপ্লবের পক্ষে হলেও তারা কেউই এমন বিপ্লবের পক্ষে নয় যা মতবাদে দৃঢ় অগ্রণীবাহিনী (অর্থাৎ, পার্টি)-র 'নেতৃত্ব' ছাড়াই জনতার স্বতক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছতে চায়। তাদের মতবাদ অনুযায়ী, বিপ্লবের পথ পার্টির প্রজ্ঞা

দিয়ে নির্ধারিত হবে, জনগণের সে প্রজ্ঞা নেই। পার্টি-নির্ধারিত পথে সংগঠিত সেনানীর মতো চলে জনগণ ক্ষমতাদখল সফল করবে। তারপর পার্টি ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়ে বিপ্লবী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার দৃঢ়বদ্ধ ধাঁচায় বাঁধা রাষ্ট্রের সর্বময় নির্দেশনা ছাড়া বিপ্লব বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের চোরাবালিতে ডুবে যেতে বাধ্য। এমনটাই ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের পার্টিগুলোর মতবাদের সাধারণ আদল। মতবাদিক বিশদীকরণে নানা ফারাক থাকলেও এটা ছিল তাদের সাধারণ মিলের জায়গা। সমাজতন্ত্রী পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি, পি ও ইউ এম (শ্রমিকদের মার্কসবাদী ঐক্যের পার্টি)— ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের এই পার্টিগুলো তাদের সাধারণ মতবাদিক বিশ্বাস থেকে প্রত্যেকেই একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে ছিল। মুক্তিকামী সমবায়গুলোর স্বশাসন ও স্বব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীভূত পরিসরকে ধ্বংস করে কেন্দ্রীভূত ধাপবন্দি কাঠামো বাঁধার দিকে তাদের ঝোঁক ছিল। এই ঝোঁককে কার্যকরী পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকরী করতে প্রধান ভূমিকা নেয় কম্যুনিস্টরা।

প্রথমে কম্যুনিস্টরা জোর সওয়াল শুরু করে যে গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে সামরিক লড়াইকে আরও কার্যকরী করার জন্য সেনাবাহিনীকে দৃঢ় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে বাঁধা দরকার। প্রজাতন্ত্রী অঞ্চলে জাতিয়তাবাদী সেনার অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা প্রথম দফায় প্রতিহত করেছিল শ্রমিক ও কৃষকদের বিভিন্ন গণবাহিনী, প্রজাতন্ত্রী অঞ্চলের সীমানায় ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের ফ্রন্টেও এই গণবাহিনীগুলো মোতায়েন ছিল। কম্যুনিস্টদের কৌশল অনুযায়ী এই গণবাহিনীগুলোর কাছে অস্ত্রের যোগান বন্ধ করে বা নিয়ন্ত্রিত করে চাপ দেওয়া হয় যাতে তারা সরকারের বশ্যতা মেনে নেয়। কম্যুনিস্টরা এসময়ে সংখ্যায় অল্প ছিল, কিন্তু তাদের প্রভাবের মূল উৎস ছিল কম্যুনিস্ট রাশিয়া থেকে আসা অস্ত্রের যোগান। জাতীয়তাবাদীদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ফ্যাসিবাদী ইতালিয় ও জার্মান সরকারের পাঠানো সেনা, বিমানবহর, সাঁজোয়া গাড়ি ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রে প্রতিনিয়ত পুষ্ট হলেও তার বিপরীতে প্রজাতন্ত্রীদের একমাত্র ভরসা ছিল কম্যুনিস্ট রাশিয়ার পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র। কম্যুনিস্টরা বিরূপ হলে এই অস্ত্রের যোগানও বন্ধ হয়ে যাবে— এই ভয় প্রজাতন্ত্রী জোটে কম্যুনিস্টদের আধিপত্য বিস্তারের পথ করে দিয়েছিল। সেই পথ ধরে কম্যুনিস্টরা প্রথমে প্রজাতন্ত্রী সরকারের যুদ্ধমন্ত্রক ও সেনাবাহিনীর উচ্চ আধিকারিকের পদগুলো বেশিরভাগ নিজেদের দখলে নিয়ে আসে, তারপর সরকারের উপর নিজেদের দখল বাড়াতে থাকে। পাশাপাশি,

সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে স্তালিনিয় ঘরানায় গুপ্ত পুলিশের মাধ্যমে অন্যমতাবলম্বীদের উপর সন্ত্রাস জারি করা, গুপ্ত কারাগার ও লেবার ক্যাম্প তৈরি করে অন্যমতাবলম্বীদের আটকে রাখা চালু করে কম্যুনিস্টরা। কম্যুনিস্টদের পরিচালিত এই বিরোধী শূন্য করার প্রক্রিয়ার প্রথম বলি হয়েছিল নৈরাষ্ট্রবাদী ও পি ও ইউ এম পার্টির কর্মীরা। ক্রমে এই দাপটের মুখে সমাজতন্ত্রী পার্টিও তার পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেই মিশে যায়। সমস্ত অন্য মতকে ধ্বংস করে সরকার-প্রশাসনের উপর কম্যুনিস্ট মত ও পন্থার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্ব যখন চলছে, তখন এর পাশাপাশি সরকারি সেনা ও আধা-সেনা বাহিনী ব্যবহার করে মুক্তিকামী সমবায়গুলোর উপর পরিকল্পিত আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। সমবায়ী শ্রমিক-কৃষকদের হত্যা করে, কারারুদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মদমত্ত আস্ফালনের ছোবলে মেহনতী মানুষের স্বশাসন ও স্বব্যবস্থাপনার পরিসরকে চূর্ণ করে শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থাকে আবার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত করা হয়।

বিপ্লবের মুহূর্তের অপরূপ উদ্ভাস ও প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার নির্বাপিত হওয়ার এই ইতিহাস আমরা এখানে ফিরে দেখতে চলেছি। ইতিহাসের ভাষ্যকার হিসেবে এখানে হাজির চারজন। তাঁদের মধ্যে দুজন এই ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও অংশগ্রহণকারী। এঁরা হলেন গাস্তঁ লেভাল ও অগস্তিন সোউচি। মুক্তিকামী সমবায় আন্দোলনকে ভিতর থেকে দেখার আখ্যান তাঁদের লেখায় উঠে এসেছে। নৈরাষ্ট্রবাদী রাজনীতি চর্চায় তাঁদেরই অনুজ সাম ডলগফ হলেন তৃতীয় ভাষ্যকার যিনি স্থান-কালের দূরত্ব থেকে বিপ্লবের মুহূর্তটির আদল হাজির করতে চেয়েছেন। আর চতুর্থ ভাষ্যকার হলেন আজকের সমসাময়িক এক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আনতনি বিভর। ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তিনি মুহূর্তটির প্রতিরূপ নির্মাণে এগোতে চেয়েছেন। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিকোণের অভিঘাত আমাদের ইতিহাসপাঠ-কে হয়ত একমাত্রিক ও একরৈখিক হয়ে ওঠার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করতে পারে। এক একটি ঘটনাকে এঁদের বিভিন্ন জনের লেখায় বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা হয়েছে, যা একদিকে যেমন সেই মুহূর্তে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন সামাজিক বলের পরিচয় তুলে এনেছে, তেমনই বহুসম্ভাব্যতার টানাপোড়েনকেও প্রকাশ করেছে। ঘটনাবলী কখনও ফিরে ফিরে এলেও তাই এখানে পুনরাবৃত্তি হয়নি, নতুন আবর্তে নতুন ভাবে দেখার জন্য ফিরে আসা হয়েছে। লেখাগুলোকে এমন

ক্রমে হাজির করার চেষ্টা করেছি যাতে বিচ্ছিন্ন কিছু লেখার সমষ্টি হিসেবে নয়, একই আখ্যানের পরস্পর-সংযুক্ত অধ্যায় হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে।

গাস্তঁ লেভাল ও অগস্তিন সোউচি-র লেখাগুলোর সাম ডলগফ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। সাম ডলগফ ও আনতনি বিভর-য়ের লেখা সরাসরি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ভাষান্তর প্রসঙ্গে কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। 'Anarchist' শব্দের ভাষান্তর এখানে করা হয়েছে 'নৈরাষ্ট্রবাদী', যদিও এই শব্দের বাংলা রূপ হিসেবে 'নৈরাজ্যবাদী' কথাটাই বহুল প্রচলিত। 'নৈরাজ্য' কথাটার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অপশাসনের বোধ আছে। সেই বোধকে 'Anarchist' শব্দে সংযুক্ত করে দেওয়া সমীচীন নয়। 'Anarchist' ভাবনা এমন এক রাষ্ট্রহীন পরিসরের আকাঙ্খা প্রকাশ করে যেখানে মানুষ ছোট ছোট অঞ্চলবৃত্তে স্বশাসন ও স্বব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারবে, তার সঙ্গে বিশৃঙ্খলা বা অপশাসনের কোনও যোগ নেই। বরিষ্ঠ প্রাবন্ধিক গৌতম ভদ্র তাঁর লেখায় 'Anarchism'-য়ের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নৈরাষ্ট্রবাদ' ব্যবহার করেছেন, যা আমার কাছে অনেক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে কারণ শব্দের মূলভাবে উপস্থিত রাষ্ট্রহীনতার আকাঙ্খা এর মধ্য দিয়ে ধরা পড়ছে। তাই আমি গৌতম ভদ্র-কে অনুসরণ করে 'নৈরাষ্ট্রবাদ' শব্দটিই ব্যবহার করেছি। আরেকটি ক্ষেত্রে, 'libertarian' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'মুক্তিকামী' ব্যবহার করা হয়েছে। 'libertarian' কথাটা সাধারণ ব্যবহারে 'উদারপন্থী' বা 'উদারচেতা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমান আলোচনার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ১৯৩৬-১৯৩৭ সালের স্পেনের পটভূমিতে নৈরাষ্ট্রবাদী ও শ্রমিকতন্ত্রী মতবাদের সঙ্গে যুক্ত গণআন্দোলন 'libertarian movement' হিসেবে পরিচিত ছিল। এই নির্দিষ্ট অর্থবৈশিষ্ট্য রক্ষা করার ভাবনা থেকেই 'libertarian' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'মুক্তিকামী' শব্দের ব্যবহার শ্রেয় বলে মনে হয়েছে।

উপস্থাপনায় এখানেই ইতি টানা যাক। আসুন এবার আমরা বিপ্লবের মুহূর্তের আখ্যানপথে প্রবেশ করি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের জাঁকজমকে ভরা ইতিহাসের আবরণ ভেদ করে একটি বিপ্লবের মুহূর্তের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করি।

বিপ্লব নায়ক
মে, ২০২০।

১
বিপ্লবের সূচনা

সাম ডলগফ

যে কোনও বড় আন্দোলনের মতোই কোনও বিপ্লবেরও আলোচনার পরিপ্রক্ষিত হিসেবে সেই বলগুলোকে ফিরে দেখা উচিত যে বলগুলোর দ্বন্দ্ব তার পথ তৈরি করে দিয়েছিল। স্পেনের বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাই ফিরে দেখা যাক ১৯৩১-য়ের এপ্রিলে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সময় থেকে ১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাই গৃহযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত সংকটকালে 'সি এন টি– এফ এ আই'-দের সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কের ওঠাপড়া কীভাবে ঘটেছিল।

রাজতন্ত্রের পতন ঘটেছিল শ্রমিক ধর্মঘটের উত্তাল ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে। বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের জোট তারপর প্রজাতন্ত্রের পত্তন করেছিল। কোর্তেজ (সংসদ)-য়ের সাধারণ নির্বাচনে বুর্জোয়া দলগুলোর সমর্থন নিয়ে সমাজতন্ত্রী দলের ১১৫ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্রী দলের নেতা লারজো কাবালেরো গুরুত্বপূর্ণ শ্রমমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রীত্বকালে (১৯৩১–১৯৩৩) সমাজতন্ত্রী পার্টির শ্রমিক সঙ্ঘ 'ইউ জি টি' অঘোষিতভাবে সরকারের শ্রমিক ফ্রন্ট হয়ে উঠেছিল। সরকারি পদে নবনিযুক্ত কয়েক হাজার সমাজতন্ত্রী কর্মী প্রজাতন্ত্রী সরকারের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকেই আরও শক্তপোক্ত করেছিল। রাজতন্ত্রের জমানায় প্রিমো ডি রিভেরা-র একনায়কতান্ত্রিক শাসনকালেও (১৯২৩–১৯২৯) যে এই কাবালেরো শ্রমমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলেন তা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, আর সেই সময়েও

‘ইউ জি টি’-কে সরকারের শ্রমিক ফ্রন্টে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে ‘সি এন টি’-কে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল।

বেআইনি তকমা ওঠার পর ‘সি এন টি’-র প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন হয় ১৯৩১ সালে। ওই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৬ লাখ সদস্য নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। বার্সেলোনায় ১ লাখ শ্রমিকদের একটি জনসভায় স্লোগান উঠেছিল: ‘ব্যালট বাক্সের পরিবর্তে চাই সামাজিক বিপ্লব’, একটা পোস্টারে লেখা হয়েছিল: কোর্তেজ হল পচা আপেলের পিপা, আমাদের ডেপুটিদের সেখানে পাঠালে তারাও পচে যাবে, তাই ভোট দিও না’।

শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে লারজো কাবালেরো একগুচ্ছ নতুন আইন নিয়ে এসেছিলেন। শ্রমিক-মালিক যে কোনও বিরোধে সরকারি মধ্যস্থতা বাধ্যতামূলক বলে আইন করে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারকে বড় মাত্রায় সংকুচিত করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে শ্রমিক ও তাদের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সমস্ত চুক্তি সরকারি আইন মেনে হতে হবে এবং সেই চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হয় তার দায়িত্ব সরকার নেবে। এসব আইনকানুন বলবৎ করার নামে সমাজতন্ত্রী দল থেকে নবনিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের একটা গোটা দঙ্গল ‘সি এন টি’-র বিরোধিতা করে ‘ইউ জি টি’-র পৃষ্ঠপোষণ করতে থাকে। এর ফলে ‘ইউ জি টি’-র সদস্যসংখ্যা ১৯৩১-য়ের ৩লাখ থেকে বেড়ে ১৯৩৩-য়ে ১২লাখ ৫০হাজারে পৌঁছয়। পৌর দপ্তরের আমলা, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের আমলা, ছোট মালিক, জমিমালিক, প্রতিক্রিয়াপন্থী ক্যাথলিক প্রজাতন্ত্রী ও বিচ্ছিন্নতাকামী, আশঙ্কাগ্রস্ত উদারপন্থী— এহেন নানা বিপ্লব-বিরোধী, বুর্জোয়া ও অ-প্রলেতারিয় অংশ থেকে বেশ কয়েক লাখ নতুন সদস্য সংগ্রহের মধ্য দিয়েই এই অভূতপূর্ব সদস্যসংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ‘সি এন টি– এফ এ আই’-য়ের উপর হামলা চালানোর জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি এই অংশদেরই নিজ সদস্য করে নিয়ে কাজে লাগিয়েছিল। কাবালেরো আরেকটি আইন এনেছিল ‘সামাজিক ভাবে বিপজ্জনক মানুষদের মোকাবিলা’ করার নামে। সেই আইন ব্যবহৃত হয়েছিল ‘সি এন টি’ কর্মীদের গ্রেফতার করে বন্দিশিবিরে আটকে রাখার জন্য। ‘সি এন টি’-র উপর এভাবে লাগাতার হামলা চলা ও মাঝেমধ্যেই সরকার বেআইনি সংগঠন বলে ঘোষণা করে দেওয়ায় ১৯৩৬ অবধি ‘সি এন টি’-র পক্ষে আর কোনও প্রকাশ্য সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

আবিদ ডি সাঁতিলাঁ লিখেছিলেন যে এককালে রাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে কাজ করা সামরিক ও অসামরিক আধিকারিকদের বিপুল বড় অংশ প্রজাতন্ত্রের আমলেও একই পদে থেকে একইভাবে সেনা, গির্জা ও ধনী জমিমালিকদের স্বার্থে কাজ চালিয়ে গেছে। যে কোনও প্রগতিশীল প্রস্তাবের বাস্তবায়ন আটকাতে তারা অন্তর্ঘাত চালাত। আর আরও দুঃখের বিষয় হল যে সমাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী মহল থেকে হওয়া নয়া আধিকারিকরাও অচিরেই পুরানো রাজতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের সব বদগুণগুলোই রপ্ত করে নিয়েছিল।

স্পেনের জনগণের কাছে নয়া প্রজাতন্ত্র যে মৌলিকভাবে নতুন কোনও অভিজ্ঞতা হাজির করছে না, তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রজাতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে এমন কোনও নতুন উৎকৃষ্টতর সমাজব্যবস্থার সূচনা হয়নি যা শহর ও গ্রামের শ্রমিকদের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে পারে। বরং প্রজাতন্ত্রী সরকার তার প্রথম লগ্ন থেকেই বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার দৃঢ় অভিপ্রায়ের পরিচয় দিয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতেই বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। লাখ লাখ শ্রমিকের উদ্যোগে আংশিক ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘট ও অভ্যুত্থানের ঘটনা নানা ওঠা-নামা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে গোটা স্পেনে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজবিপ্লবের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক মেহনতী মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় করে তোলে।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে কাসাস ভিজেয়াস গ্রামে এমন এক বিদ্রোহ ঘটে যা গোটা স্পেনে আলোড়ন তুলেছিল। এই ছোট্ট আন্দালুসিয় গ্রামটি স্বশাসন জারি করে 'মুক্তিকামী সাম্যবাদী' (কম্যুনিজমো লিবেরতারিয়ো) ব্যবস্থা কায়েম করার ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহকে রক্তে নিমজ্জিত করা হয়। প্রজাতন্ত্রী সরকার সেনা পাঠিয়েছিল সরাসরি খুন করার আদেশ দিয়ে যাতে আহত হিসেবে কাউকে ফেলে না আসা হয়, সেনাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল: 'বিদ্রোহীদের পেট লক্ষ্য করে গুলি চালাও'। সেনারা গ্রামে ঢুকে ২৫-টি বাড়ি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। আরো কিছু বাড়িকে ঘিরে ধরে সেনারা আগুন লাগিয়ে দেয় এবং আগুনে পুড়তে থাকা বাড়ি থেকে কাউকে তারা বের হতে দেয়নি— এভাবে ৩০ জন কৃষক জীবন্ত আগুনে পুড়ে মরেছিল। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা, 'ছয়-আঙুলে' (সেইসদেদোস) নামে পরিচিত ৭০ বছর বয়সের একজন নৈরাষ্ট্রবাদী কৃষক তাঁর পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতনি সমেত এভাবে পুড়ে মরেছিলেন। সরকারি বর্বরতার এমনই নানা নিদর্শন দেশে ও দেশের বাইরে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল এবং শেষাবধি সরকারের পতন ডেকে

এনেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসারেজ কুইরোগা ও রাষ্ট্রপতি মানুয়েল আজানা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কোর্তেজ(সংসদ) নির্বাচনের প্রাক্কালে কাতালোনিয়া, আরাগঁ, আন্দালুসিয়া ও কোরুনা-য় 'সি এন টি' সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। কাতালোনিয়ার হসপিতালেত ও ভিলানুয়েভা ডি লা সেরেনা এবং আরাগঁর একাধিক গ্রাম স্বশাসন ও 'মুক্তিকামী সাম্যবাদী' ব্যবস্থা কায়েমের ঘোষণা করে। সরকারি বাহিনীর হামলার সঙ্গে ৪ দিন যোঝার পর তাদের পতন ঘটে। সরকার সারাগোসার বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের এবং 'সি এন টি'-র জাতীয় সমিতির সদস্যদের গ্রেফতার করে কারাগারে পুরে দেয়। এই সময়ে বা তার আগে কারারুদ্ধ হওয়া বেশকিছু নৈরাষ্ট্রবাদী কর্মী বার্সেলোনার কারাগারের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে চাঞ্চল্যকরভাবে পালিয়ে যায়।

এছাড়াও, ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সি এন টি'-'এফ এ আই' একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। ডানপন্থীদের বলপূর্বক ক্ষমতাদখলের পরিকল্পনা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে সেই ইস্তাহারে বলা হয় যে ভোটদান বা অন্য কোনও সংসদীয় পথে সেই পরিকল্পনাকে রোখা যাবেনা। শ্রমিকদের প্রতি আর্জি জানানো হয় যে তারা যেন ভোটের চিন্তা ছেড়ে সমাজবিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তোলে। এই সময়ে সমাজতন্ত্রী দলের বাম অংশও ঘোষণা করে যে নির্বাচনে ডানপন্থীদের জয় হলে নির্ধারক লড়াইটা রাস্তায় নেমে সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই লড়তে হবে। এমন আশঙ্কার পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। ডানপন্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ফ্যাসিবাদপন্থী নেতা গিল রোবলেজ। রোবলেজ মধুচন্দ্রিমা কাটাতে জার্মানি গিয়েছিলেন। তখন জার্মানির হিটলার আর অস্ট্রিয়ার ফ্যাসিবাদী নেতা ডলফাস-য়ের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা আয়ত্ত করে এসেছিলেন। তিনি এবং অন্য ডানপন্থী নেতারা অনেক দিন ধরেই মুসোলিনির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৩৪ সালের নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াপন্থী লেরু-গিল রোবলেজ-দের জোট জিতে সরকার গঠন করার পর ধর্মঘট ও বিদ্রোহের নতুন ঢেউ ওঠে। এই সরকার পূর্ববর্তী উদারপন্থী প্রজাতন্ত্রী সরকারের আনা এমনকি ছিটেফোঁটা সংস্কারগুলোকেও বাতিল করে দেয়। স্পেনকে একটা পুরোদস্তুর ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর এই সরকার বিপুল সংখ্যায় নাগরিকদের নির্বিচার গ্রেফতার করা শুরু করে, যার অংশ হিসেবে 'সি এন টি'-র ৩০হাজার সদস্যও নতুন করে কারাবন্দি হয়। 'সি এন টি' সদস্যদের উপর প্রজাতন্ত্রী

সরকারের জারি করা উৎপীড়নের ব্যবস্থা এই কুখ্যাত 'বিয়েনো নেগরো' (গিল রোবলেজ সরকারের অভিশপ্ত দুই বছর স্পেনে যে নামে পরিচিত) 'সি এন টি' ছাড়াও অন্য সমস্ত ধরনের সমাজতন্ত্রীদের উপর বিস্তৃত করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আঙিনা থেকে ঘাড়ধাক্কা খাওয়া সমাজতন্ত্রীরাও এখন বিপ্লবের কথা বলতে শুরু করে। কাবালেরো-কে 'স্পেন বিপ্লবের নীলচক্ষু লেনিন' আখ্যা দিয়ে স্তুতিগান শুরু হয় এবং কাবালেরো পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্যায়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অতিআবশ্যকতা ঘোষণা করেন।

১৯৩৪ সালের শেষদিকে আসতুরিয়াস-য়ে 'ইউ জি টি' ও 'সি এন টি'-ভুক্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট খুব দ্রুতই পূর্ণমাত্রার সমাজবিদ্রোহের চেহারা নিয়ে নেয় এবং সমাজবিপ্লবের চূড়ান্ত মহড়া হয়ে ওঠে। গোটা প্রদেশ জুড়ে শ্রমিক সমিতি ও কৃষক সমিতি গঠনের বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা সুমা-য় অবস্থিত পুলিশ ছাউনির উপর আক্রমণ হেনে ৩০হাজারেরও বেশি রাইফেল, প্রচুর সংখ্যায় মেশিনগান, হ্যান্ডগ্রেনেড ও গোলাবারুদ দখল করে নেয়। 'সি এন টি'-র শক্তিকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত গিজোঁ ও লা ফিগুয়েরা-র মতো বন্দর-শহরগুলোর পাশাপাশি আরও অনেক শহর এবং আধাশহরে ধর্মঘটীরা মুক্তিকামী সাম্যবাদ কায়েমের কথা ঘোষণা করে। এমনকি ওভিয়েদো-র মতো বড় শহরও ধর্মঘটীদের দখলে চলে গিয়েছিল। আফ্রিকা উপকূলের স্পেনের উপনিবেশ থেকে আমদানি করা 'মুর'-দের বাহিনীকে ফরেন লিজিয়ন বাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে সেনাপ্রধান ফ্রানসিসকো ফ্রাঙ্কো-র সামগ্রিক পরিচালনায় এই বিদ্রোহী ও ধর্মঘটীদের উপর নৃশংস হামলা নামিয়ে আনা হয়। তিনদিনব্যাপী রক্তবন্যায় ৩হাজার মৃত ও ৭হাজার আহতের স্তূপের নিচে বিদ্রোহকে চাপা দেওয়া হয়। হাজার হাজার মানুষকে (যার মধ্যে এমনকি কাবালেরোও ছিলেন) কারাগারে পোরা হয়। স্পেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সামরিক শাসন(মার্শাল ল)-য়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। কোর্তেজ-য়ের সংসদকক্ষে হিটলার ও মুসোলিনির কায়দায় গিল রোবলেজ দাবি করেন যে বিপ্লবী আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁর হাতে 'সীমাহীন' ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার কোর্তেজ নির্বাচন হয় এবং ডানপন্থীরা পরাজিত হয়। এই নির্বাচনে 'সি এন টি' শ্রমিকদের কাছে ভোট বয়কটের ডাক দেয়নি। উদারপন্থী-বামপন্থী পার্টিগুলো রাজনৈতির বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পরোক্ষভাবে এই বোঝাবুঝি ছিল যে

'সি এন টি'-র সদস্য ও অনুগামীরা এই পার্টিগুলোকেই ভোট দেবে। সেই পরিস্থিতির সাক্ষী নৈরাষ্ট্রবাদী সাঁতিলাঁ তাঁর লেখায় বামপন্থীদের এই 'জয়'-য়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলেছিলেন:

> আমাদের সমর্থনের জোরে অতি কম ভোটে জিতে যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় ফিরছে, ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে তাদের অন্ধতা এখনও ঘোচেনি। বন্দিদের মুক্তি ছাড়া আর কোনও লাভ শ্রমিক বা কৃষকদের হয়নি। প্রকৃত ক্ষমতা এখনও গচ্ছিত আছে ফ্যাসিবাদের দিকে ঝোঁকা পুঁজিপতি, গির্জা ও কতিপয় সেনাপ্রধানদের কাছে এবং তারা খোলাখুলিভাবেই জরুরী ভিত্তিতে এমন এক 'ক্যু'–য়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে যার মধ্য দিয়ে ১৯৩৬-য়ের ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে জিতে আইনি পথে ক্ষমতায় আসা প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের হটিয়ে দেওয়া যায়। [সাঁতিলাঁ, পোর কুয়ে পেরদিমোস লা গুয়েরা, পৃষ্ঠা: ৩৮]

স্বাভাবিকভাবেই ফ্যাসিবাদীদের মধ্যে এই 'জনতার রায়' মেনে নেওয়ার মনোভাব ছিল না। এ কথা তারা জানত যে সমাজবিপ্লব এড়ানোর জন্য প্রজাতন্ত্রী সংস্কারকরাও তাদের মতোই সমপরিমাণে উদগ্রীব, কিন্তু সে কাজে 'বামপন্থী' সরকারের কর্মক্ষমতায় তাদের ভরসা ছিল না। আর সেইজন্যই দ্রুত 'বামপন্থী' সরকারের পতন ঘটাতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। নির্বাচনের বহু আগে ডানপন্থী সরকারের ক্ষমতাকালেই সম্ভাব্য প্রজাতন্ত্রী সরকারকে হটিয়ে সামরিক একনায়কতন্ত্র আরোপ করার জন্য বড়সড় সামরিক হানার ছক ও প্রস্তুতি ফ্যাসিবাদীরা নিয়ে রেখেছিল। ১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাই সেই হানারই সূচনা হয়।

প্রজাতন্ত্রী সরকার কেন এত দীর্ঘদিন ফ্যাসিবাদী বিপদকে উপেক্ষা করে গেল ? আর সেই বিপদ ভয়ঙ্কর বাস্তব হয়ে ওঠার পরও নিজের ও জনগণের রক্ষণ গড়ে তোলায় তার প্রচেষ্টা এত দুর্বল হল কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর সিজার এম লোরেনজো (একজন বিশিষ্ট 'সি এন টি' সংগঠকের পুত্র, এ বিষয়ে তাঁর লেখা বইটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের স্বর্ণখনি বিশেষ) দিয়েছিলেন এইভাবে:

> বাস্তব ঘটনাপরম্পরার স্রোত প্রজাতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করেছিল। একদিকে সমাজবিপ্লব, অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ— এই দুইয়ের ভয়ে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থেকে তা ওই দুইকেই ত্বরান্বিত করেছিল।... গোটা স্পেনে কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন প্রজাতন্ত্রীরাই জাতীয় বিপর্যয়ের আসন্নতাকে আঁচ করতে পারেনি, বা করতে চায়নি। সেনাপ্রধানদের আউড়ানো ধর্মোপদেশ তারা নিজেরাই নিজেদের বোকা বানিয়ে রেখেছিল। সরকারের বিরুদ্ধে সেনা অভ্যুত্থান ঘোষণা হওয়ার পরও

তারা শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে অস্বীকার করেছে এই ভরসায় যে ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা-বোঝাপড়া করেই সবকিছু সামাল দেওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পেত প্রলেতারিয় সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে, তাই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত চূড়ান্ত বাম ('সি এন টি–এফ এ আই') সংগঠনগুলোকে আর এই চূড়ান্ত বাম সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করার জন্যই সর্ব মনোযোগ ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাদখলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভীষণ শক্তিশালী প্রতিরোধ গোটা স্পেনের অর্ধেকেরও বেশি অংশ থেকে ফ্যাসিবাদীদের ধুয়ে সাফ করে দিয়েছিল এবং প্রজাতন্ত্রী ঠুঁটো জগন্নাথদের গ্রহণযোগ্যতাকেও ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিল। একদিকে উড়েছিল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের নিশান, আর অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের নিশান।... [সিজার এম লোরেনজো, লা অ্যানারকিসতেস এসপানোই এট লা প্যুভয়ের: ১৮৬৮–১৯৬৯, পারি, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা:২৪১]

১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাইয়ের বিপ্লব তাই একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বিন্দু। একদিকে ছিল স্পেনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অধোগতি। এই অধোগতি প্রথমে রাজতন্ত্র ও তারপরে প্রজাতন্ত্রের মৌল পরিবর্তন ঘটানোর অপারগতার জন্য ঘনিয়ে উঠেছিল কারণ মৌল পরিবর্তন ঘটাতে গেলে ওই দুটি ব্যবস্থাকেই তার সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করা অংশের সুযোগ-সুবিধার উপর আঘাত হানতে হত। আর অন্যদিকে ছিল শক্তিশালী নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রী আন্দোলনের নিরন্তর ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী কর্মকান্ড। 'সি এন টি '-র লেগে-পড়ে-থাকা প্রচারবিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গণ-অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে বিদ্রোহের ক্রমপ্রসারমান পরিসরে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং শোষণভিত্তিক সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল।

[সাম ডলগফ সম্পাদিত 'দি অ্যানার্কিস্ট কালেকটিভস: ওয়ার্কার্স সেলফ ম্যানেজমেন্ট ইন দি স্প্যানিশ রিভোলুশন, ১৯৩৬–১৯৩৯', পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৯]

২

বিপ্লবের বিস্তার: শহর ও গ্রামের যৌথ সমবায়

আনতনি বিভর

সেনাপ্রধানদের অভ্যুত্থান শুরু থেকেই স্পেনকে টুকরো টুকরো গৃহযুদ্ধের অঞ্চলে ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু এটাই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের পতনের মূল কারণ ছিল না। অন্যতম যে মূল কারণে বিপর্যয় আরও ঘনীভূত হয়েছিল তা হল সংকটের মুখে সরকারের বিমূঢ় অবস্থা। একদিকে ডানপন্থী বিদ্রোহ আর অন্যদিকে বামপন্থী বিপ্লব— এই দুইয়ের মাঝে পড়ে বাম-মধ্যপন্থী সরকারের পক্ষাঘাতগ্রস্ততা হয়ত কিছুটা অনিবার্যই ছিল। আর একটা বড় কারণ ছিল এই যে, সেনাবাহিনী তো বটেই, কূটনৈতিক কর্মী থেকে পুলিশ অবধি অতজন রাষ্ট্রীয় আধিকারিক জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনে চলে যাওয়ায় গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটাই বিকল হয়ে পড়েছিল।

টুকরো টুকরো আঞ্চলিক গৃহযুদ্ধগুলোর ঝড়ঝাপটা মূলত যারা সামলেছিল, সেই 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' প্রজাতন্ত্রী এলাকাগুলোয় বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই সংকটকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার শূন্যতাকে দ্রুত পূর্ণ করেছিল। কেবলমাত্র বাস্ক-দের অঞ্চলই ছিল এর ব্যতিক্রম, সেখানে দেখা গিয়েছিল যে 'বিপ্লবী পরিস্থিতি অনুপস্থিত, ব্যক্তি-মালিকানাও প্রশ্নের মুখে পড়ে নি।'[১] 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি'– এই দুই শ্রমিক সঙ্ঘের সদস্যসংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেউ সদস্য হয়েছিল তাদের কাজ ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থেকে। আবার অনেকে যোগ দিয়েছিল মূলত সুযোগসন্ধানী

মনোবৃত্তি থেকে যেহেতু আঞ্চলিক ক্ষমতার রাশ এই দুটো সংগঠনই হাতে তুলে নিয়েছিল। অচিরেই এই শ্রমিক সঙ্ঘ দুটোর এক একটার সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০লাখের কাছাকাছি— জাতীয়তাবাদীদের দখলে চলে যাওয়া অঞ্চলে তারা যে কাজের এলাকা হারিয়েছিল তা মাথায় রাখলে সদস্যসংখ্যার এই বিপুল স্ফীতি আরও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে 'পি ও ইউ এম' ও 'কম্যুনিস্ট পার্টি'-রও দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছিল। ৮ মাসের মধ্যে কম্যুনিস্টদের সদস্যসংখ্যা বেড়ে আড়াই লাখে পৌঁচেছিল, নতুন হওয়া সদস্যদের কেউ ছিল কম্যুনিস্টদের দৃঢ় শৃঙ্খলাপরায়নতা দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া মধ্যশ্রেণির মানুষ, কেউ ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাশার পিছনে ছোটা মানুষ, আবার কেউ ছিল গ্রেফতারির ভয়ে সাময়িক আড়াল খোঁজা ডানপন্থী (ঠিক যেমন জাতীয়তাবাদীদের দখলে যাওয়া এলাকায় কিছু বামপন্থী আত্মরক্ষার জন্য 'ফালাঞ্জ'-য়ে যোগ দিয়েছিল)।[২]

অভ্যুত্থানের পর প্রথম দিনগুলোয় মাদ্রিদের উপর দিয়ে যেন বিপ্লবী হাওয়া বইছিল। প্রায় প্রতিটি রাস্তায় 'ইউ জি টি' ও 'সি এন টি'-র কর্মীরা লোকজনের পরিচয় পরীক্ষা করছিল। তাদের পরনে গাঢ় নীল রঙের 'মোনোস' (কারখানার বয়লার-য়ে কাজ করা শ্রমিকদের পোষাকের মতো অনেকটা) আর নিজ রাজনৈতিক পরিচয় জানান দেওয়ার জন্য রঙিন গলবস্ত্র বা তকমা (নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রীদের জন্য তার রঙ লাল-কালো, সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের ক্ষেত্রে শুধুই লাল)। নিয়মিত দাড়ি কামানোর অবকাশের অভাব বা ইচ্ছার অভাব তাদের মুখকে যে চেহারা দিয়েছে তা অনেক বিদেশীর চোখে খলনায়কসুলভ ঠেকতে পারে। সবার কাঁধে একটা না একটা রাইফেল ঝোলানো থাকবেই। আজানা তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন:

> কুঁড়ে তরুণরা সব যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখায় না গিয়ে শহরের রাস্তায় কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে।[৩]

প্রথমে যে সরকার সাধারণ মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে নারাজ ছিল, তার ছাপ তখনও রয়েছে। শ্রমিকদের স্মৃতিতে তখনও তাজা সেনা-অভ্যুত্থানের সময়ের সেই হীনবল অবস্থার অনুভূতি। তার ফলে প্রথম বেশকিছু মাস সময়কালে প্রচুর সংখ্যক অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রর থেকে দূরে এলাকাগুলোতেও মজুত করে রাখা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদীদের নেওয়া কূটকৌশল সম্পর্কে ওভিয়েদো এবং সাঁ সেবাস্তিয়াঁ-র অভিজ্ঞতা থেকে সতর্ক হয়ে গিয়ে সব যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে

পাঠানোও হচ্ছিল না যাতে পিছনের এলাকাগুলোয় আবার না বেকায়দায় পড়তে হয়।

মাদ্রিদে তখনও সমাজতন্ত্রী 'ইউ জি টি'-ই ছিল সবথেকে শক্তিশালী সংগঠন, যদিও দ্রুত তার ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে 'সি এন টি'-র শক্তিবৃদ্ধি ঘটছিল। সমাজতন্ত্রী যুব সংগঠনের লাল-নীল রঙের তকমাধারী মেয়েরা সব জায়গায় ঘুরে বামপন্থী সেবাকাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিল। কারও সাথে খোলাখুলি কথা বললে যে এখন 'আলগা স্বভাবের মেয়ে' অপবাদ পেতে হচ্ছে না, এই নবলব্ধ স্বাধীনতায় মেয়েরা খুবই উজ্জীবিত। সোভিয়েত দেশের 'ইয়ঙ পায়োনিয়র্স'-এর অনুকরণ করে পোষাক পরে একদল ইস্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়ে একঘেয়ে সুরে নামতা আবৃত্তির ঢঙে তীক্ষ্ণ গলায় স্লোগান আউড়াতে আউড়াতে রাস্তা দিয়ে সার বেঁধে হাঁটছে। জ্যাকেট, কলার বা টাই-য়ের মতো মধ্যশ্রেণিদের অভ্যস্ত পোষাক রাস্তায় আর চোখেই পড়ছে না— তা নিয়ে বিদেশী সংবাদসংগ্রাহকরা বেশ উত্তেজিত। অবশ্য 'বুর্জোয়া পোষাক' পরিহিতদের রাস্তায় হেনস্থার শিকার হওয়ার কারণে যতটা এমন ঘটছে, ঠিক ততটাই ঘটছে ব্যতিক্রমী ধরনের গরম পড়ার কারণে আর সাজগোজের প্রতি অনীহা নয়া দস্তুর হয়ে ওঠার কারণে।

ক্রমে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যোদ্ধারা রওনা দিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রিদের বিপ্লবী মেজাজও ফিকে হতে থাকে। রাস্তার কোণে ভিখারীরা ফিরে আসে। দামি দোকান ও রেস্তোরাঁগুলো আবার ঝাঁপ খুলতে শুরু করে। মনে হতে পারে যে যুদ্ধটা বুঝি বিদেশে কোথাও হচ্ছে। গ্রাঁ ভিয়া-র হোটেল ও পানশালাগুলোয় ভিড় জমানো বিদেশী সংবাদসংগ্রাহকরাই একমাত্র কল্পনা করছিলেন যে রাজধানী মাদ্রিদ ঘটনাবর্তের কেন্দ্রে অবস্থিত। ইতিমধ্যেই আশার আলোগুলোকে নিভিয়ে অর্থনীতির দুরবস্থা ঘনিয়ে এসেছে। মুদ্রা ও ব্যাঙ্কনোটের আকাল পড়ায় সরকার 'কুপন' প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন পৌর দপ্তর সেইসব কুপন অধিগ্রহণ করছে ঘনায়মান সংকটে সাধারণ নাগরিকদের বেঁচেবর্তে থাকার উপায় করার দায় তো তাদের উপরেই বর্তেছে।

গৃহযুদ্ধের ধাক্কা শ্রমিকদের দৃষ্টি দুদিকে ঘুরিয়েছিল। একদিকে যেমন তারা বাইরের দিকে তাকিয়েছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন-সহায়তার আশায়, অন্যদিকে তেমন তারা ভিতর দিকে তাকিয়েছিল কারণ এলাকার জনগোষ্ঠীই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। প্রতিটি গ্রাম ও শহরের নিজস্ব বিপ্লবী সমিতি তৈরি হয়েছিল যেগুলো নিজ নিজ এলাকার

জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ভারসাম্যকে প্রতিফলিত করত। আগে সরকার-প্রশাসন যেসব কাজ করত, এখন সেগুলো করার দায়িত্ব এই সমিতিগুলো নিয়েছিল। পিরেনিজ সীমান্তে ধোপদুরস্ত উর্দি পরা 'ক্যারাবিনেরোস'-দের পাশে দাঁড়িয়ে নীল মোনোস পরা নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক বা কৃষকও পাসপোর্ট পরীক্ষা করত। সীমান্ত পেরিয়ে কোন বিদেশী ঢুকতে পারবে আর কে পারবে না তা কোনও কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে ঠিক হত না, ঠিক হত সেই সীমান্তবর্তী জনপদের সমিতিতে।

অঞ্চলভিত্তিক সমিতিগুলো এলাকার মানুষদের সমস্ত মৌলিক পরিষেবা দেওয়ার কাজ সংগঠিত করত। হোটেল, বাড়ির অতিরিক্ত অংশ ও বাজারচত্বর দখলে নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতাল, ইস্কুল, অনাথ-আশ্রম, যোদ্ধাদের সাময়িক আবাস বা পার্টি দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করত। গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকে মাদ্রিদ শহরের বিখ্যাত 'প্যালেস হোটেল' (ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম হোটেল) অনাথদের আবাস হিসেবে ব্যবহৃত হত, আর 'রিৎজ হোটেল'-কে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছিল। অঞ্চলভিত্তিক সমিতিগুলো নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করে নজরদারি চালু করেছিল যাতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কার্যক্রমের নামে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থে হত্যা বা অকারণ হত্যা বন্ধ করা যায়। বিচারপ্রক্রিয়া চালানোর জন্য বিপ্লবী বিচারসভা গড়া হয়েছিল। প্রথম কয়েক দিনের কপট বিচারবিধান জারির তুলনায় এই বিপ্লবী বিচারসভার কাজ অনেক উন্নত ছিল। অভিযুক্তদের আইনি সাহায্য নেওয়ার অধিকার ও সাক্ষী হাজির করার অধিকার মানা হত।অবশ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এই বিপ্লবী বিচারসভার কাজের মানে বিস্তর ফারাক ঘটে যেত এবং কোথাও হয়ত বিচারের নামে উদ্ভট প্রহসন অনুষ্ঠিত হত। প্রথম কয়েক সপ্তাহে চেপে বসা ভয়ের আবহ ধীরে ধীরে ফিকে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদন্ড বিরল হয়ে এসেছিল।

'সি এন টি' আস্তুরিয়াস-য়ে 'গিজোঁ যুদ্ধ সমিতি' গড়েছিল। বন্দর শ্রমিক, নাবিক, এবং তার থেকেও বেশি, জেলেরা ছিল 'সি এন টি'-র মূল শক্তি। তারা তাদের পেশার সবদিককে নিয়ে একটা যৌথ সমবায় তৈরি করেছিল। আভিলেস ও গিজোঁ-র জেলেরা তাদের সমস্ত নৌকা, বন্দরচত্বর ও টিন কারখানা-কে সমবায়ের মধ্যে এনেছিল।[৪] উপকূল থেকে দূরের এলাকায় খনির শ্রমিকদের মধ্যে 'ইউ জি টি'-র প্রভাব বেশি ছিল। ঘটনাবর্তে তাদের সমিতি নৈরাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং সেই মিলিত সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে একজন

সমাজতন্ত্রী নির্বাচিত হন। অপরদিকে, সানতানদের-য়ে গড়ে ওঠা যুদ্ধ সমিতিকে সমাজতন্ত্রীরা দখল করে নেয়, এই প্রভুত্ববাদী গাজোয়ারি নৈরাষ্ট্রবাদীদের রুষ্ট ও আক্রমণাত্মক করে তোলে।

বাস্কদের অঞ্চলে পরিস্থিতি ছিল অনেকটাই আলাদা। প্রথমে গড়ে উঠেছিল 'রক্ষণের জন্য জুনতা', তারপর তাকে প্রতিস্থাপিত করে পয়লা অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইউজকাদির স্বাধীন প্রজাতন্ত্র'। (স্পেন প্রজাতন্ত্রের তেরঙা পতাকার বদলে তোলা হয়েছিল 'ইকুররিনা' নামক লাল, সবুজ ও সাদা রঙের বাস্ক পতাকা।) ঠিক এক সপ্তাহ পরে গুয়েরনিকার পবিত্র ওক গাছের নিচে বাস্কদের পরম্পরা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় পৌর প্রতিনিধিদের এক সভা। সেই সভায় 'বাস্ক সরকার'-য়ের আনুষ্ঠানিক পত্তন হয় এবং হোসে আন্তনিও আগুয়ের 'লেহেনদাকারি' অর্থাৎ সরকার-প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো ছিল রক্ষণশীল মনোভাবের 'বাস্ক জাতীয়তাবাদী পার্টি'-র হাতে, অন্যান্য দপ্তরগুলো প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ভাগ হয়েছিল।[৫] নৈরাষ্ট্রবাদীরা শক্তিশালী ছিল সাঁ সেবাস্তিয়াঁ অঞ্চলে ও জেলেদের মধ্যে, কিন্তু তারা সরকার-প্রশাসনে অংশ নেওয়ার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি এবং তেমন কোনও প্রস্তাব তাদের কেউ দেয়নি। 'ইউজকো গোদারোসতিয়া' নামের আধাসামরিক যোদ্ধাবাহিনীর উপর বাস্ক জাতীয়তাবাদীরা কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল, সেই বাহিনীতে বামপন্থী বা অ-বাস্ক-দের নেওয়া হত না। 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' উভয়েই অবশ্য নিজস্ব যোদ্ধাবাহিনী সংগঠিত করেছিল এবং ইউজকো গোদারোসতিয়ার সঙ্গে একসাথে মিলে যুদ্ধে লড়েছিল। বাস্করা প্রজাতন্ত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল কারণ প্রজাতন্ত্রীরাই তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাবের নিরিখে রাজতন্ত্রী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাদের অনেক মিল ছিল। বাস্কদের এই মিশ্র অবস্থান বাস্ক-সরকারে আসীন জোটের মধ্যে তীব্র সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করেছিল।[৬]

স্বশাসন অভিমুখে বিভিন্ন অঞ্চলে এহেন বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ প্রচেষ্টাটি হয়েছিল কাতালোনিয়ায়। বার্সেলোনা শহরে সক্রিয় দ্বন্দ্বগুলোর বর্ণনা সাংবাদিক জন ল্যাংডন ডেভিস-য়ের প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল এভাবে:

(বার্সেলোনা) আজ পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত শহর যেখানে নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রীরা গণতন্ত্রকে সমর্থন করছে, নৈরাষ্ট্রবাদীরা নেমেছে শৃঙ্খলারক্ষায় আর রাজনীতি-বিরোধী দার্শনিকদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা শোভা পাচ্ছে।[৭]

কাতালোনিয়ার সরকার 'জেনেরালিতাত'-য়ের প্রাসাদকক্ষে ১৯৩৬-য়ের ২০শে জুলাই সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট কোম্পানিজ-য়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তিনজন। এই তিনজন হল হুয়ান গারসিয়া অলিভার, বুয়েনাভেনচুরা দুরুতি এবং দিয়েগো আবাদ ডি সাঁতিলাঁ। সেইদিন সকালেই আতারাজানাস সেনাছাউনির উপর আক্রমণ চালানোর সময় ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো তখনও তাঁদের কাঁধে ঝোলানো রয়েছে। সেইদিন দুপুরেই তাঁরা অংশ নিয়ে এসেছেন 'সি এন টি'-র সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকসঙ্ঘগুলোর তড়িঘড়ি করে ডাকা এক সম্মেলনে দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সঙ্গে। সেই সম্মেলনের আলোচনায় মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল একটি মৌলিক প্রশ্নকে ঘিরে— তখনই মুক্তিকামী সমাজ গঠনের কাজ শুরু করা হবে নাকি জাতীয়তাবাদী সেনানায়কদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা অবধি অপেক্ষা করা হবে।

পেশাগত জীবনের প্রথমদিকে একজন তরুণ আইনজীবী হিসেবে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোমপানিজ নৈরাষ্ট্রবাদীদের হয়ে বহু মামলা লড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সহানুভূতির মনোভাব কাতালান জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ব্যতিক্রমীই বলতে হবে কারণ তারা সাধারণত নৈরাষ্ট্রবাদীদের জাতিঅবজ্ঞাসূচক 'মুরিকানস' নামে ডাকত যেহেতু অ-কাতালান পরিযায়ী শ্রমিকরাই নৈরাষ্ট্রবাদীদের শক্তির মূল উৎস ছিল। পরে কিছু কাতালান রাজনীতিবিদ মানতে নারাজ হলেও জানা যায় যে সেই সন্ধ্যায় নৈরাষ্ট্রবাদী প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে কোমপানিজ বলেছিলেন:[৮]

প্রথমত, আমায় বলতেই হবে যে 'সি এন টি' ও 'এফ এ আই'-কে তাদের প্রাপ্য যথার্থ গুরুত্ব কখনওই দেওয়া হয়নি। সবসময়েই আপনাদের কঠোরভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। একদা আমি আপনাদের সঙ্গে থাকলেও, অনুতাপের বিষয় যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে আমাকেও আপনাদের বিরোধিতা করতে হয়েছে। আজ আপনারা নিজেদের শক্তিতেই ফ্যাসিবাদী সেনাকে পরাজিত করেছেন, তাই আজ এই গোটা শহর ও গোটা কাতালোনিয়ার মালিক আপনারাই।... আর আমার পার্টির কর্মীদেরও অকৃপণ সহায়তা যে আপনারা একাজে পেয়েছেন, তা নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না।... কিন্তু জিতেছেন আপনারাই এবং ক্ষমতা এখন আপনাদেরই হাতে। আপনারা যদি মনে করেন

যে কাতালোনিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাহলে তা নিঃসংকোচে বলতে পারেন। তাহলে আমি এখনই পদত্যাগ করব এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাধারণ একজন যোদ্ধা হিসেবে থেকে যাব। আর যদি আপনাদের মনে হয় যে আমাকে, আমার পার্টিকে, আমার পরিচিতি ও সম্মানকে কাজে লাগানো যেতে পারে তাহলে লজ্জার অতীতকে কবর দেওয়া একজন মানুষ হিসেবে আমার উপর, আমার আনুগত্যের উপর, ভরসা করতে পারেন।

কোমপানিজ ঠিক এই ভাষাতেই বলে থাকুন বা না থাকুন, প্রজাতন্ত্রী স্পেনের রাষ্ট্রপতি আজানা পরবর্তীকালে তাঁর এই বক্তব্যকে রাষ্ট্রবিলোপের চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আসলে, কাতালান প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাস্তববাদী। জাতীয়তাবাদী সেনাপ্রধানদের অভ্যুত্থানের পর বার্সেলোনায় সরকারি বাহিনী বলতে পড়ে ছিল মাত্র ৫হাজার জনের একটি আধাসামরিক বাহিনী। অন্যান্য জায়গার অভিজ্ঞতাও দেখিয়ে দিয়েছিল যে কেবলমাত্র সরকারি বাহিনীর উপর নির্ভর করা মোটেই নিরাপদ নয়। বার্সেলোনায় সরকারি সেনার আর কোনও অস্তিত্ব ছিলনা— অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়া সেনা আধিকারিকদের শ্রমিক-যোদ্ধারা গুলি করে মেরেছে, কিছু সেনা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেছে আর বাকিরা শ্রমিকদের যোদ্ধাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সাঁ আনদ্রিউ সেনা-অস্ত্রাগার ও অন্যত্র থেকে দখল করা রাইফেল সহ ৪০হাজার অস্ত্র নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাদের ৪লাখ কর্মীর মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছে। নৈরাষ্ট্রবাদীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তার সেই তুঙ্গ মুহূর্তে তাদের উপর আক্রমণ হানার পথ নেওয়া কোম্পানিজ-এর পক্ষে চরম নির্বুদ্ধিতা হত। মাদ্রিদের সরকারের আবার মাথার উপর চেপে বসার বিরুদ্ধেও কোমপানিজ-য়ের সেরা বাজি তখন নৈরাষ্ট্রবাদীরাই। কোম্পানিজ বেশ চাঁছাছোলাভাবেই বলেছিলেন:

আইনশৃঙ্খলার স্বাভাবিক অভিভাবকদের বিশ্বাসঘাতকতার পর বাঁচার জন্য আমরা প্রলেতারিয়েতের শরণাপন্ন হয়েছি।

কাতালান প্রেসিডেন্ট নৈরাষ্ট্রবাদীদের এক মৌলিক উভয়সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন। নৈরাষ্ট্রবাদীদের সামনে থাকা দুটি বিকল্পকে গারসিয়া অলিভার এভাবে বর্ণনা করেছিলেন:

নৈরাষ্ট্রবাদী একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে মুক্তিকামী সাম্যবাদ অথবা অপরাপরদের সঙ্গে সহযোগিতা-বোঝাপড়ার পথে গণতন্ত্র।[৯]

অভ্যন্তরীণ আলাপ-আলোচনায় সাব্যস্ত হয়েছিল যে অপরাপর রাজনৈতিক পার্টিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা-বোঝাপড়া নৈরাষ্ট্রবাদী নীতি-আদর্শের যতটা পরিপন্থী, সমাজ-অর্থনৈতিক স্বব্যবস্থাপনার উদ্যোগ জনগণের উপর জোর করে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি পরিপন্থী। আবাদ ডি সাঁতিলাঁ বলেছিলেন কোনও ধরনের একনায়কতন্ত্রেই তাঁরা বিশ্বাস করেন না, এমনকি নৈরাষ্ট্রবাদীর একনায়কতন্ত্রেও নয়।[১০]

মাত্র ৭ সপ্তাহ আগে সারাগোজা সম্মেলনে নৈরাষ্ট্রবাদীরা সজোরে ঘোষণা করেছিল যে রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিটা ধারাকেই নিজ ধারণা মতো সামাজিক যাপনের রূপ গড়ে তোলার স্বাধীনতা দিতে হবে। এর মানে দাঁড়ায় পরস্পরের পার্থক্যের প্রতি পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের সক্রিয় সহাবস্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা ছিল না, কিন্তু সরলীকরণ ছিল। কারণ, উদার-প্রজাতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট উভয় পার্টির কাছেই নৈরাষ্ট্রবাদীদের কাঙ্খিত শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ ও স্বব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য ছিল। শেষ অবধি এই উদার-প্রজাতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টরাই আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তাদের চাপে নৈরাষ্ট্রবাদীরা প্রথমে বাধ্য হয়েছিল নিজেদের বহু নীতি বিসর্জন দিতে এবং শেষে বিতাড়িত হয়েছিল সমস্ত ক্ষমতার পদ থেকে।[১১]

কাতালান প্রেসিডেন্টের সুসজ্জিত কক্ষে যে নৈরাষ্ট্রবাদী নেতাদের সামনে রাজত্বের চাবিকাঠি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা যদি তখন দূরদৃষ্টি মারফত এই ভবিষ্যতকে আন্দাজ করতে পারত, তা হলেও তাদের কাছে বিকল্প বেছে নেওয়া সহজতর হত না। নৈরাষ্ট্রবাদীদের তখন এমন শক্তি ও ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে তারা কাতালোনিয়া ও আরাগঁ-কে রাতারাতি স্বাধীন রাষ্ট্রহীন প্রদেশে পরিণত করতে পারে, কিন্তু তা করতে গেলেই সেই সংকটকালীন মুহূর্তে সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বড় ধরনের সরাসরি সংঘাত বেঁধে যেত। জাতীয় স্বর্ণভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ ছিল মাদ্রিদের সরকারের হাতে, তাই বাকি প্রজাতন্ত্রী অঞ্চল ও বিদেশী কোম্পানিরা বয়কট ঘোষণা করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাতালোনিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তবে এসবের থেকেও বুঝি নৈরাষ্ট্রবাদী নেতাদের ভাবনায় আরও আগে স্থান পেয়েছিল ফ্যাসিবাদী সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁদের অন্য কমরেডদের নিরাপত্তার চিন্তা। ঐক্যের চাহিদা সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। আর তাঁরা চাননি যে

কাতালোনিয়া ও আরাগঁ বাদে অন্যান্য অঞ্চলে তাঁদের কমরেডরা এমন একঘরে ও কোণঠাসা হয়ে পড়ুক যে মার্ক্সবাদীরা তাঁদের সহজেই নিকাশ করতে পারে।

তাই মুক্তিকামী নৈরাষ্ট্রবাদী নেতারা প্রজাতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রী-কম্যুনিস্ট সমস্ত পার্টির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কাতালোনিয়ায় যৌথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের উপর দাঁড়িয়ে ২১শে জুলাই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণসেনার কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি করা হয়। সেই কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নৈরাষ্ট্রবাদীরা বলে যে সংখ্যালঘুর অধিকারকে সম্মান দিয়ে তারা মোট ১৫টি পদের মধ্যে কেবলমাত্র ৫টিই নিজেদের জন্য নেবে। সরল অকপটতা নিয়ে তারা আশা করেছিল যে এর প্রতিদানে প্রজাতন্ত্রী স্পেনের যেখানে যেখানে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের অধিকারও মান্যতা পাবে।[১২]

প্রতিরক্ষা ও অত্যাবশ্যক পরিষেবা থেকে শুরু করে জনহিতের কাজ অবধি সমস্তকিছু ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণসেনার কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালনা করত। জেনেরালিতাত একটা ছায়া-সরকারের বেশি কিছু ছিল না, বা অন্যভাবে দেখলে তা ছিল 'পরিত্যক্ত ধাঁচা সম্বল করে পড়ে থাকা' এক অপেক্ষমান সরকার।[১৩] জেনেরালিতাতের পুরপ্রতিনিধিরা তাদের দপ্তরে বসে কোনও পরিকল্পনা তৈরি করত না এমনটা নয়, তবে মাঠে-ময়দানে প্রয়োগের সঙ্গে সেসবের সম্পর্ক ছিল অতি ক্ষীণ। হুয়ান গারসিয়া অলিভার এবং ইউজেনিও ভালেজো যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনগুলো থেকেই যুদ্ধকালীন শিল্পোৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরসাধনের সূচনা করেছিলেন। জেনেরালিতাতের বানানো 'যুদ্ধ-উৎপাদন আয়োগ' আগস্ট মাসের আগে তৈরি হয়নি এবং তৈরি হওয়ার পরও এই আয়োগের প্রভাব ছিল খুবই সীমিত।[১৪] অবশ্য, রাজনৈতিক উদ্যোগের রাশ হাতছাড়া হয়ে গেলেও জেনেরালিতাতের ক্ষমতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি। সামগ্রিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ জেনেরালিতাতের হাতেই ছিল, 'সি এন টি' তা নিজের হাতে নিতে পারেনি। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণও 'সি এন টি'-র হাতে ছিল না, তা গিয়েছিল 'ইউ জি টি'-র হাতে।

রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নানা চেহারায় নৈরাষ্ট্রবাদীদের সামনে হাজির হয়েছিল। ষাঁড়ের লড়াই (বুলফাইট) ও অশ্লীল ক্যাবারের মতো যে সমস্ত বিনোদন মানুষের ভিতরের নিষ্ঠুরতাকে ইন্ধন যোগায়, ১৯১৭ সালে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে নৈরাষ্ট্রবাদীরা সেসবের নিন্দা করেছিল। কিন্তু, তাদের মতে, আরও নিন্দার্হ হল নিষিদ্ধ করার নামে প্রভুত্ববাদী বিবাচকের মতো কাজ করা। যৌনকর্মীদের তাদের পেশা ছেড়ে বেরিয়ে এসে নতুন জীবন শুরু করার আহ্বান

জানিয়ে শহরের বেশ্যাপল্লীর দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সেঁটে প্রচার শুরু করেছিল 'মুজেরেজ লিবরেজ'। এই নৈরাষ্ট্রবাদী নারীবাদী সংগঠনের সদস্যসংখ্যা তখন ৫০হাজার ছুঁয়েছিল।[১৫] যৌনকর্মীদের জন্য বিভিন্ন উৎপাদনশীল শ্রমে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু করেছিল মুজেরেজ লিবরেজ। কিন্তু কিছু কিছু নৈরাষ্ট্রবাদী এত ধৈর্যশীল ছিলেন না। সহানুভূতিপ্রবণ ফরাসি পর্যবেক্ষক কামিনস্কির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে এই কতিপয় অসহিষ্ণু নৈরাষ্ট্রবাদী বেশ কিছু বেশ্যাপাড়ার দালাল ও ড্রাগচালানকারীকে গুলি করে মেরেছিল।

১৯৩৬ সালের নির্বাচনের পর যুদ্ধকালীন সময়ে নারী আন্দোলনের নজরকাড়া বৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছিল। বিদেশ থেকে আমদানি করা কোনও তত্ত্ব বা গ্রন্থরাজি (এম্মা গোল্ডম্যানের কিছু লেখার অনুবাদ বাদ দিলে) থেকে তা জন্ম নেয়নি, তা উৎসারিত হয়েছিল নারীদের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত বোধ থেকে যে শ্রেণিব্যবস্থার উৎপাটন মানে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থারও পরিসমাপ্তি। 'মুজেরেজ লিবরেজ' সজোরে সামনে এনেছিল যে নৈরাষ্ট্রবাদীরা সর্বদা সব মানুষের সমান হওয়ার কথা ঘোষণা করলেও সম্পর্কের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র রয়েই গেছে, 'সি এন টি' পরিচালিত প্রতিষ্ঠানেও পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মজুরি সমান না হওয়ার মধ্য দিয়েই ঘোষিত আদর্শের থেকে স্থূল বিচ্যুতি নজরে পড়ে। সমাজতন্ত্রী যুব সংগঠনও নারীবাদী ভাবনা ও চর্চার আরেকটা বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

শহরগুলোর বাইরে নারীবাদী আন্দোলন ততটা এগোতে পারেনি। তবু, ফ্যাসিবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল গণসেনায় নারীযোদ্ধাদের উপস্থিতি ছিল এই লিঙ্গসাম্যবাদী নয়া মনোভাবের সবচেয়ে বড় প্রতিফলন। নিখুঁত কোনও হিসাব না পাওয়া গেলেও আন্দাজ করা যায় যে খোদ যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল নারীযোদ্ধার সংখ্যা ১হাজারের মতো ছিল। আর পিছনের মজুদ-এলাকায় আরও বহু হাজার নারীযোদ্ধা মোতায়েন থাকত। মাদ্রিদের রক্ষণের কাজেও শুধু নারীযোদ্ধাদের নিয়ে গড়া একটি ব্যাটেলিয়ন ছিল। (একদিন ফ্রাঙ্কো-র সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক আহারে সামিল জার্মান রাষ্ট্রদূত বেশ ধাক্কা খেয়েছিলেন কারণ তাঁর সামনেই খাওয়া থামিয়ে বন্দি হওয়া নারীযোদ্ধাদের তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের নির্দেশ দিয়ে ফ্রাঙ্কো আবার স্বাভাবিকভাবে খেতে শুরু করেছিলেন।) প্রজাতন্ত্রীদের সাপেক্ষে যুদ্ধপরিস্থিতির অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী যুদ্ধপ্রচেষ্টার উপর প্রভুত্ববাদী আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসার ফলে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে

লিঙ্গসাম্য নষ্ট হয়েছিল। নারীদের আবার সরাসরি যোদ্ধার ভূমিকা থেকে ঠেলে সরিয়ে অপ্রধান সহায়ক ভূমিকায় ফিরিয়ে দেওয়ার উলটপুরাণ ১৯৩৮ সালের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১৬]

আবাসনের প্রতি মনোভাব নিয়ে বার্সেলোনায় উপস্থিত এক পর্যবেক্ষক আলোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ক্ষমতার বিভিন্ন প্রতীককে ধ্বংস করতে মানুষ উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় বলে সাব্যস্ত সবকিছুর প্রতি তাদের অকপট, হয়তো বা কিছুটা বাড়তি, যত্ন ছিল। ধর্মীয় ভবন, জাতীয়তাবাদী সৌধ এবং মেয়েদের কারাগার তারা ভেঙে বা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। অপরদিকে, জাতীয়তাবাদীরা যে চোখে গির্জাকে দেখে, প্রায় সেই ভক্তিশ্রদ্ধার চোখে তারা হাসপাতাল ও ইস্কুলগুলোকে দেখত।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রী সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এসেছিল ১৯৩১–১৯৩৩ সময়কালে। শিক্ষাক্ষেত্রে গির্জার ভূমিকা সীমাবদ্ধ করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপ শুরুতে বিরাট শূন্যতা তৈরি করেছিল। সেই শূন্যতা পূরণের জন্য পাল্লা দিয়ে নতুন ইস্কুলবাড়ি তৈরি ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রী সরকার দাবি করে যে তার আগের ২২ বছরে যেখানে ১হাজার ইস্কুল তৈরি হয়েছিল, সেখানে তার জমানার ৩ বছরে ৭হাজার ইস্কুল চালু হয়েছিল। বেশির ভাগ জায়গায় রাজতন্ত্রের আমলে বিরাজমান প্রায় ৫০শতাংশ নিরক্ষরতার হার অনেকটাই কমানো গিয়েছিল। ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা-র 'ভ্রাম্যমান থিয়েটার'-য়ের মতো নানা কল্পনাঋদ্ধ উদ্যোগ গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার বেড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করার কাজে সাহায্য করেছিল। সরকারি বা সরকার-পোষিত উদ্যোগের পাশাপাশি 'ইউ জি টি'-র 'কাসাস দেল পুয়েবলো' এবং নৈরাষ্ট্রবাদীদের 'অ্যাটেনেওস লিবেরতারিয়াস'-ও এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল।[১৭] সঁজুপেরি-র মতো বহু বিদেশি পর্যবেক্ষক সপ্রশংস বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখার মধ্যে বসেও সুযোগ পেলে অশিক্ষিত যোদ্ধারা আন্তরিক ভাবে পড়াশোনা করত।

শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতার বাহ্যিক চিহ্ন গোটা বার্সেলোনায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সরকারি ভবন বা পৌর ভবনের গায়ে ঝোলানো থাকত বিভিন্ন পার্টির ব্যানার, বিশেষ করে লাল ও কালো রঙে কোণাকুণি বিভাজিত 'সি এন টি'-র ব্যানার। মালিকদের সংগঠনের ভূতপূর্ব দপ্তর-ভবনে নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাদের প্রধান দপ্তর বসিয়েছিল। জোয়ান কোমোরেরা-র নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত 'পি এস ইউ

সি' 'হোটেল কোলোন'-য়ে তাদের সদর দপ্তর বসিয়েছিল। 'পি ও ইউ এম' 'হোটেল ফ্যালকন'-য়ের দখল নিয়েছিল, যদিও লেরিদা ছিল তাদের মূল শক্তিকেন্দ্র। নৈরাষ্ট্রবাদী ও কম্যুনিস্টদের মাঝামাঝি একটা পথ তারা হাজির করছে বলে মনে হওয়ায় 'পি ও ইউ এম'-য়ের সদস্য-সমর্থকের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছিল। অথচ 'পি ও ইউ এম'-য়ের নেতা আনদ্রিউ নিন একদা ট্রটস্কি-ঘনিষ্ঠ হওয়ায় স্তালিনপন্থী কম্যুনিস্টরা 'পি ও ইউ এম'-কে নৈরাষ্ট্রবাদীদের থেকেও বেশি ঘৃণার পাত্র বলে মনে করত। ট্রটস্কি ও চতুর্থ আন্তর্জাতিক যে প্রায়শই 'পি ও ইউ এম'-কে সমালেচনা-আক্রমণ করে, তা দিয়ে স্তালিনপন্থীদের কিছু যেত আসত না।

বার্সেলোনা চিরকালই একটা প্রাণোচ্ছল শহর এবং জুলাই বিপ্লব কোনওভাবেই সে প্রাণোচ্ছলতাকে ম্রিয়মান করেনি। ধনী গাড়িমালিকদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া গাড়িগুলো শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়াত এবং প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটাত। এতে রাশ টানতে কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকীয় যাত্রার জন্যই পেট্রল বরাদ্দ করার নিয়ম হয় এবং উন্মত্ত গতিবাজি বন্ধ হয়। শহর জুড়ে রাস্তার ধারে গাছের মাথায় বাঁধা মাইক থেকে কখনও সঙ্গীত, কখনও বা সংবাদ সম্প্রচারিত হত। কিছু কিছু সংবাদ প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছানো আশাবাদে নিষিক্ত। যেমন, সারাগোজার উপর আক্রমণ নিয়ে অতি-উত্তেজিতরা এই সম্প্রচার ব্যবস্থার দখল নিয়ে প্রতি মুহূর্তেই সারাগোজার পতন আসন্ন বলে ঘোষণা চালিয়ে যাচ্ছিল।

সেই সময়টা ছিল মুহূর্তে বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ার। সম্মান-সম্ভ্রমের দূরত্ব তৈরি করে এমন অভিবাদন আর কেউ ব্যবহার করত না। যে কোনও বিদেশীকে সাদরে গ্রহণ করা হত এবং তাদের কাছে বারবার বিভিন্ন ভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হত। শ্রমিকরা তখনও এই সরল বিশ্বাস আঁকড়ে ছিল যে বিদেশের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছে স্পষ্টভাবে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পৌঁছে দিতে পারলে ফ্রাঙ্কো-হিটলার-মুসোলিনির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা সাহায্য না করে পারেনা।

উত্তেজনা ও আশাবাদে টইটম্বুর ছিল চারপাশ। জেরাল্ড ব্রেনান বলেছিলেন, কোনও বহিরাগতর পক্ষেই বার্সেলোনায় সেই ১৯৩৬-য়ের বসন্তের আবেগঘন মন-ভালো-করে-দেওয়া অভিজ্ঞতা ভোলা সম্ভব নয়। হোটেলে বা পানশালায় কোনও বিদেশী বকশিশ বাড়িয়ে দিলে পরিচারকরা অমায়িকভাবে তা ফিরিয়ে দিত এবং ব্যাখ্যা করত কীভাবে বকশিশ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের চরিত্রকেই নষ্ট

করে। কীভাবে শহরের বড় হোটেলগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার মধ্য দিয়েই মনে হয় মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা এই দুটি শহরের মধ্যের পার্থক্য সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছিল। রাজধানী মাদ্রিদের 'গে লর্ডস' হোটেলের দখল নিয়ে কম্যুনিস্টরা সেখানে তাদের উচ্চ কর্তাব্যক্তি ও রুশ উপদেষ্টাদের বিলাসবহুল থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। অন্যদিকে বার্সেলোনার 'রিৎজ হোটেল'-য়ের দখল নিয়ে 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' সেখানে '১নম্বর বারোয়ারি খানাঘর' চালু করেছিল, যেখান শহরের অভাবী মানুষদের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি টিকিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে জোরালো সওয়াল করত কারা ? স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে উদার-প্রজাতন্ত্রীরাই করত বোধহয়। কিন্তু না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি টিকিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে জোরালো সওয়াল করত কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাদের কাতালান শাখা 'পি এস ইউ সি'। কম্যুনিস্টরা কমিন্টার্ন-প্রণীত 'বিপ্লবকে লুকিয়ে রাখা'-র পার্টিলাইন অনুসরণ করত। 'লা পাসিওনারিয়া' সহ কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সবাই সজোরে অস্বীকার করত যে স্পেনে বিপ্লবাত্মক কোনও ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে পারে এবং সর্বশক্তি দিয়ে ব্যবসায়ী ও ছোট জমিমালিকদের সম্পত্তিরক্ষার পক্ষে দাঁড়াত। ঠিক এই সময়েই স্তালিনের রাশিয়ায় 'কুলাক' উপাধিভূষিত ধনী কৃষকরা 'গুলাগ'-য়ের বন্দিশিবিরে দলে দলে মারা যাচ্ছিল। এহেন জাজ্বল্যমান স্ববিরোধকে তোয়াক্কা মাত্র না করে ভালেনসিয়ার গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রচার-স্লোগান হিসেবে কমিন্টার্ন ধার্য করেছিল: 'যৌথ সমবায় করে চাষে ইচ্ছুকদের আমরা সম্মান করি, কিন্তু যারা নিজেদের জমিতে ব্যক্তিমালিকানা রেখে চাষ করতে চায় তাদেরও সমান সম্মান প্রাপ্য' অথবা 'ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থ দমন করলে আমাদের যোদ্ধাদের বাবাদের উপরই দমন নামানো হবে'।[১৮]

মস্কো নির্দেশিত এহেন বিপ্লব-বিরোধী ব্যবস্থাপত্রের আকর্ষণে মধ্যশ্রেণির মানুষরা বড় সংখ্যায় কম্যুনিস্টদের দলে যোগ দিয়েছিল। 'লা ভ্যানগার্ডিয়া' ও 'নোটিসিয়েরো'-র মতো কাতালান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুখপত্র সংবাদপত্রগুলোও সোভিয়েত ধাঁচার শৃঙ্খলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। ইতিমধ্যে নৈরাষ্ট্রবাদীদের সমাজগঠনের আদর্শ গোটা প্রজাতন্ত্রী এলাকা জুড়ে মানুষের স্বতক্রিয়ায় বাস্তব রূপ নিতে শুরু করেছে, ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি।

শ্রমিকদের স্বব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার এই অসাধারণ গণ-আন্দোলন আজও তীব্র বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। প্রজাতন্ত্রী অঞ্চলের উদারপন্থী সরকার ও কম্যুনিস্ট

পার্টি এই গণ-আন্দোলনকে যুদ্ধপ্রচেষ্টা সংগঠিত করার কাজে অন্যতম বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। 'এখানে আঞ্চলিকতার মধ্যে মুখ গুঁজে থাকার প্রবণতা শক্তিশালী এবং ঘাড়ের উপর এসে না পড়া অবধি বিপদকে আমল দেওয়া হয়না'— এভাবে স্পেনের জাতীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে উদারপন্থী ও কম্যুনিস্টদের নিদান ছিল যে এই দেশে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা অত্যন্ত জরুরী। তাদের সমর্থনে এই নিদর্শন দাখিল করা যায় যে কাতালোনিয়ার নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে এমন মনোভাব চাউর হয়ে গিয়েছিল যে সারাগোজাকে পুনর্দখল করে নিতে পারলেই যুদ্ধ জেতা হয়ে যাবে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ফ্রাঙ্কো-র আফ্রিকী সেনাবাহিনীর অগ্রগতি যেনবা অন্য কোনও দেশে ঘটছে। অপরদিকে, স্বব্যবস্থাপনার প্রস্তাবকদের পাল্টা যুক্তি ছিল যে সমাজবিপ্লব জারি না থাকলে যুদ্ধে লড়ার উৎসাহও বজায় থাকবে না। জুলাই মাসে প্রজাতন্ত্রী সরকার তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়নি, নিজেদের জোরেই নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক-কৃষকরা অভ্যুত্থানকারী সেনার বিরুদ্ধে লড়েছিল, লড়াইয়ের পথে যেসমস্ত সুবিধাজনক অবস্থান অর্জিত হয়েছে সে সবই এখন বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রজাতন্ত্রী সরকার ওকালতি করায় নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ জমে উঠেছিল। মৌলিক অবস্থানগত এই দ্বন্দ্ব প্রজাতন্ত্রী জোটের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগঠনের পক্ষের মতামতই ১৯৩৭ সালে এসে জয়ী হয়, কিন্তু কেন্দ্রীভূতকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষীগত করার প্রচেষ্টায় কম্যুনিস্ট পার্টি যে হুকুমবরদারি রাজ কায়েম করেছিল তা জনগণের উদ্দীপনা ও মনোবলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল।

প্রজাতন্ত্রী স্পেনে গড়ে ওঠা যৌথ সমবায়গুলো কোনওভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সমবায়গুলোর মতো নয়। স্পেনের যৌথ সমবায়গুলো কৃষিজমি-উৎপাদনশালা-কারখানা-র যৌথ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে নয়। এর পাশে ছিল সামাজিকিকরণ করা উৎপাদনশিল্প— এর কিছু 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' পুনর্গঠন করে নিয়ে পরিচালনা করত, আর বাকি কিছু ছিল শ্রমিক ও মালিকের যৌথ নিয়ন্ত্রণের অধীনে 'প্রাইভেট কোম্পানি'। ক্ষুদ্র মালিক ব্যক্তিবিশেষ ও কারিগরদের উৎপাদন বাজারজাত করার জন্য গড়ে ওঠা সমবায় সংগঠনগুলোও ছিল, যদিও তাদের সবকটি নতুন গড়ে ওঠা নয়— দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন সমবায় সংগঠনের দীর্ঘ পরম্পরা ছিল, বিশেষ করে জেলেদের মধ্যে এই পরম্পরা ছিল জীবন্ত ও জোরালো। গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার

আগেই কেবল কাতালোনিয়াতে ১লাখ মানুষ বিভিন্ন যৌথ সমবায়ে যুক্ত ছিল। 'সি এন টি' এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিল, যদিও 'ইউ জি টি' সদস্যরাও এতে সামিল হয়েছিল।[১৯]

কাতালোনিয়া ও আরাগঁ-তে সবচেয়ে বেশি যৌথ সমবায় গড়ে উঠেছিল। এই দুই প্রদেশের মোট মেহনতী মানুষের ৭০শতাংশ যৌথ সমবায় আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। গোটা প্রজাতন্ত্রী এলাকা ধরে হিসেব করলে কৃষিক্ষেত্রে ৮লাখ ও শিল্পোৎপাদনে ১০লাখের কিছু বেশি মানুষ যৌথ সমবায়ে যুক্ত হয়েছিল। বার্সেলোনার শ্রমিক সমবায় সমিতিগুলো সমস্ত শিল্প পরিষেবাই নিজেদের হাতে নিয়ে এসেছিল, যার মধ্যে ছিল একচেটিয়া তেল উৎপাদন, জাহাজ কোম্পানি, ভলকানো ও ফোর্ড মোটর কোম্পানির মতো বিবিধ ভারীশিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক কোম্পানি, বস্ত্রবুনন শিল্প এবং আরো বহু মাঝারি ও ছোট শিল্পোদ্যোগ।

কোনও বিদেশী সাংবাদিক যদি একে মধ্যযুগের গ্রাম-কম্যুনে প্রত্যাবর্তনের অতীতবিলাসী আবেগ বলে মনে করেন, তাহলে তিনি খুবই ভুল করবেন। আধুনিকিকরণ নিয়ে কেউ ভীত ছিলনা, যেহেতু শ্রমিকরাই এখন তার গতিবিধি ও ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে ভরসা ছিল। কৃষি ও শিল্পোৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির প্রয়োগে যে মাত্রার উন্নতি ও যুক্তিনিষ্ঠ পরিবর্তন নির্বিরোধে সম্পন্ন হয়েছিল, আগের আমলে হয়ত তা বহু তিক্ত বিরোধ ও ধর্মঘটের জন্ম দিত। 'সি এন টি'-র ছুতার মিস্ত্রিদের সঙ্ঘ কয়েক শো অদক্ষ কাঠকল বন্ধ করে দিয়ে বড় দক্ষ উৎপাদনশালায় উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করার পদক্ষেপ নিয়েছিল। গাছ কাটা থেকে শুরু করে কাঠের জিনিস তৈরি অবধি গোটা উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে কয়েকটা উল্লম্ব স্তরে ভাগ করে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। একইভাবে চর্মশিল্প, হালকা যন্ত্রশিল্প, কাপড়বোনা ও রুটি তৈরির মতো বিভিন্ন উৎপাদনশিল্প ঢেলে সাজানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের মতো অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র বা কাঁচামালের অভাবে পুরোমাত্রায় কাজ না করা কাপড়বোনার কলের পরিবর্তনসাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন যন্ত্রপাতি জোগাড় করার ক্ষেত্রে অবশ্য গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যার মূলে ছিল মাদ্রিদের সরকারের অসহযোগিতা— মাদ্রিদের সরকার সমবায়িকৃত সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা আটকে রেখে চাপ তৈরি করছিল যাতে যৌথ সমবায় ভেঙে তারা সরকারের মুঠোর মধ্যে ফিরে আসে।

কাতালোনিয়ার উৎপাদনশিল্পে সমাজবিপ্লব অচিরেই নানা সমস্যার মুখে পড়েছিল। যুদ্ধের কারণে দেশীয় বাজারের একটা বড় অংশ নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মুদ্রা পেসেতা চড়া অবমূল্যায়নের কোপে পড়ায় ৫ মাসের কম সময়ের মধ্যেই কাঁচামাল আমদানির খরচ ৫০শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। তার উপরে ছিল আবার অঘোষিত বাণিজ্য অবরোধ, যা জাতীয়তাবাদীদের সমর্থক 'ব্যাঙ্ক অফ স্পেন'-য়ের 'গভর্নর'-দের প্ররোচনায় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় লাগু করেছিল। ইতিমধ্যে মাদ্রিদের প্রজাতন্ত্রী সরকারও ঋণ ও বিদেশী মুদ্রার যোগান আটকে রেখে চাপ তৈরি করছিল। নৈরাষ্ট্রবাদীদের ঘোর বিরোধী প্রধানমন্ত্রী কাবালেরো উর্দির জন্য সরকারি বরাত 'সি এন টি'-পরিচালিত কাপড়বোনার কারখানাকে না দেওয়ার জন্য বিদেশের কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছিলেন।[২০] ইতিহাস নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা নির্দেশ করে যে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন উৎপাদনহ্রাস মোটেই তথাকথিত 'বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা'-র কারণে ঘটেনি।[২১]

শ্রমিক সমিতিগুলোর সভায় আলাপ-আলোচনা মাঝেমধ্যেই দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক-বিতন্ডার মধ্যে গড়িয়ে যেত, কিন্তু স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলে আর কোনও সময় নষ্ট করা হতনা। আতারাজানাস সেনাছাউনি আক্রমণ করে দখল করে নেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শ্রমিক বাহিনী জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ শিল্পে নতুন শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা কায়েম করে পরিষেবা চালু করে দিয়েছিল। নৈরাষ্ট্রবাদীদের সারাগোজা সম্মেলনে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী উপযুক্ত কিছু কারখানাকে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ২২শে জুলাইয়ের মধ্যেই ধাতুশিল্পের কারখানায় সঁজোয়া গাড়ি তৈরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন না হলেও সেসব সাঁজোয়া গাড়ি মোটেই জোড়া-তাপ্পি-মারা কাজ ছিলনা। গোটা স্পেনের মধ্যে কাতালোনিয়ার শিল্পশ্রমিকরাই ছিলেন সবচেয়ে দক্ষও কুশলী। অস্ট্রিয়া-দেশী সমাজতাত্ত্বিক ফ্রানজ বোরকেনাউ দেখিয়েছেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে কাতালোনিয়ার অভিজ্ঞতার বড় পার্থক্য ঘটেছিল এই কারণে যে সোভিয়েত রাশিয়ার মতো এখানে প্রযুক্তিকুশলীদের বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়নি।[২২]

বার্সেলোনায় সেনা-অভ্যুত্থানের চেষ্টাকে পরাজিত করা ও অতি দ্রুত শিল্পোৎপাদন পুনর্সংগঠিত করার পর যখন নৈরাষ্ট্রবাদীরা দেখল যে মাদ্রিদের সরকার ঋণ আটকে রাখার মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে বাঁধতে চাইছে, তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মাদ্রিদের সরকারের বিদেশী মুদ্রার যোগান আটকে রাখার সমস্যা

অতিক্রম করার উপায় হিসেবে সরকারের হেফাজতে থাকা জাতীয় স্বর্ণভাণ্ডারের একাংশ দখল করার প্রস্তাব নিয়ে 'সি এন টি'-র আঞ্চলিক কমিটিতে আলোচনা হয়েছিল, যদিও সেই প্রস্তাব শেষাবধি পরিত্যক্ত হয়েছিল। অর্থসমস্যার পর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল এক একটি শিল্পশাখার অন্তর্গত সমস্ত যৌথ সমবায়ের মধ্যে সমন্বয়ের সমস্যা। অবশ্য শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মাদ্রিদের সরকারের কীর্তিকলাপ বলে দেয় যে সমবায়গুলোর চেয়ে ভালো কিছু করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা।

একদিকে যখন এই শিল্পোৎপাদনের রূপান্তর চলছে, তখনই তার পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রী অঞ্চলের দক্ষিণে কৃষিকাজের যৌথ সমবায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছিল। 'সি এন টি' সদস্যরা অথবা 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' সদস্যরা একযোগে এই সমবায়গুলোকে সংগঠিত করছিল। 'ইউ জি টি' যুক্ত হয়েছিল এই ধারণা থেকে যে সমবায়গঠনই হল তুলনায় কম উর্বর 'লাতিফুনদিয়া'-গুলোয় চাষের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত উপায়। অবশ্য এ কথাও মনে হয় সত্য যে সাধারণ মানুষের মনোভাবের আঁচ পেয়ে বহু জায়গায় নৈরাষ্ট্রবাদীদের কাছে নিজেদের প্রভাববলয় খোয়ানোর ভয়ে সমাজতন্ত্রীরা এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

নৈরাষ্ট্রবাদী গণসেনা, বিশেষ করে দুরুতি-র বাহিনী, আরাগঁর কিছু অঞ্চলে জোর খাটিয়ে যৌথ সমবায় তৈরি করেছিল। শহরবাসীদের খাদ্যযোগানের জন্য যথেষ্ট শস্য জোগাড় করার তাড়না এবং মতবাদিক বিশ্বাসের একরোখামি কখনও কখনও তাদের হিংসার পথেও ঠেলে দিয়েছিল। অতি-উৎসাহী কাতালান শিল্পশ্রমিকের গ্রামে এসে কৃষিকাজে কৃষকদের নির্দেশ দিতে চাওয়া আরাগঁ-র কৃষকদের বিরক্ত করেছিল। তাছাড়া, রুশ ধাঁচার গাজোয়ারি-নির্ভর সমবায় নিয়ে তাদের ভয়ও ছিল। এই জোর খাটানোর বদলে ভিন্ন পন্থা যে কতবেশি কার্যকর হতে পারে তার একটা উদাহরণ বোর্কেনাউ-য়ের লেখায় আমরা পাই। নৈরাষ্ট্রবাদী সংগঠকের দলটি সেখানে

> সমবায়ে যোগ দেওয়া কৃষকদের জন্য ভালো পরিমাণ উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল, তারপরও তারা সমবায়ে যোগ দিতে অনিচ্ছুকদের উপর কোনও জোর খাটাতে যায়নি, বরং বুদ্ধিমানের মতো অপেক্ষা করেছিল যাতে সমবায়ে যোগ দেওয়া মানুষদের উন্নতির উদাহরণই বাকিদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে।[২৩]

এই দ্বিতীয় উপায়ে তৈরি হওয়া সমবায়গুলোই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো কাজ করত। সব মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে 'আরাগঁর গরিব কৃষকদের জন্য

এই যৌথ সমবায় গঠনের পরীক্ষা অত্যন্ত সফল হয়েছিল'।[২৪] আরাগঁয় প্রায় ৬০০ যৌথ সমবায় গড়ে উঠেছিল। এমনটা নয় যে সব গ্রামের সম্পূর্ণটাই সমবায়িকরণের মধ্যে এসেছিল।[২৫] ব্যক্তিমালিকানা ধরে রেখেছিল মূলত কিছু ক্ষুদ্র জমিমালিক, যারা ভয় পেয়েছিল যে যেটুকু তাদের আছে তা ধরে রাখতে না পারলে নিঃস্ব হতে হবে। এই ব্যক্তিমালিকানাপন্থীদের সেই পরিমাণ জমি রাখতে দেওয়া হত যা ভাড়া করা মজদুর না লাগিয়ে নিজেদের পরিবারের শ্রমেই চাষ করা সম্ভব। যে সমস্ত অঞ্চলে দীর্ঘদিনের পরম্পরা হিসেবেই ক্ষুদ্র জোতের মালিকানা ব্যবস্থা ছিল, সেখানে পরিবর্তনের প্রবণতা ছিল খুবই কম। যৌথ সমবায় প্রথায় চাষ করার আকাঙ্খা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, বিশেষ করে সেই সমস্ত কম উর্বর অঞ্চলে যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে চাষ কোনওভাবেই লাভজনক ছিলনা।[২৬]

প্রজাতন্ত্রী অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখার জন্য এই স্বাধীন যৌথ সমবায় ব্যবস্থার দুটো বিকল্প ছিল: রাষ্ট্রীয় সমবায় গঠন অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে জমি ভাগ করে দেওয়া। পৌরসংস্থার দ্বারা সংগঠিত খামারগুলোকে রাষ্ট্রীয় খামারের সবচেয়ে কাছাকাছি রূপ বলে ধরা যায়। জাইন প্রদেশে 'সি এন টি'-র প্রায় কোনও অস্তিত্ব ছিলনা, 'ইউ জি টি'-ও ছিল খুব দুর্বল, সেখানে পৌরসংস্থা জমি অধিগ্রহণ করে নিয়ে চাষ সংগঠিত করেছিল। বোরকেনাউ নজর করেছিলেন যে ভূতপূর্ব জমিমালিকরা যেভাবে ক্ষেতমজুর (ব্রাসেরোস) নিয়োগ করত, পৌরসংস্থাও সেই একইভাবে একই ক্ষেতমজুরদের অর্ধভুক্ত-অনাহারে থাকার মজুরি দিয়ে অন্তহীন শ্রমঘন্টা নিঙড়ে নিত:

> যেহেতু এই ক্ষেতমজুরদের জীবনযাপনের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি, তাই তাদের মনোভাবও বদলায়নি। একই রকম মজুরিতে একই রকম হুকুমবরদারির জোয়াল টানতে হওয়ায় তারা আগের জমিমালিকদের বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করত, এখন খামারের নয়া প্রশাসকদের বিরুদ্ধেও তেমন লড়াই শুরু করল।[২৭]

এর বিপরীতে বোরকেনাউ বর্ণনা করেছেন কীভাবে কৃষকদের স্বব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যৌথ খামারগুলোয় জীবন ছিল অনেক আনন্দময়, এমনকি সেসব ক্ষেত্রেও যেখানে জীবনযাপনের বস্তুগত মানে আগের তুলনায় উন্নতি ঘটেনি। এই আনন্দময়তার উৎস ছিল স্বব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ নিজেদের সমবায় নিজেরাই চালানো। এখানেই পরিষ্কার তফাৎ তৈরি হয়ে যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সমবায় গঠনের সেই বিপর্যয়ের সঙ্গে যেখানে রাষ্ট্রীয় চাপে বাধ্য হওয়া কৃষকরা

এমনকি পালিত পশু হত্যা করে ও চাষের কাজে অন্তর্ঘাত করেও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

নৈরাষ্ট্রবাদীরা মনে করত যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিব্যবস্থা সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক হিসেবি মানসিকতার জন্ম দেয়, যে বুর্জোয়া মানসিকতাকে উৎখাত করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। তাই তারা 'রিপার্টো' প্রথার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে জমি ভাগ করার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু মতবাদিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্বিশেষে বাস্তব ফলাফলই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে কৃষকদের স্বব্যবস্থাপনাভুক্ত যৌথ সমবায়ই খাদ্যযোগানের সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। কম্যুনিস্টরা স্বব্যবস্থাপনাভুক্ত যৌথ সমবায়গুলোকে 'অদক্ষ' বলে আক্রমণ করলেও আরাগঁতেই কৃষি উৎপাদন এক-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২৮] যৌথ সমবায়ের বাইরে থাকা কৃষিতে উৎপাদনের হার অনেক কম ছিল। তাছাড়াও, ব্যক্তিমালিকানাপন্থীদের মধ্যেই সংকীর্ণ আত্মসর্বস্ব সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ক্ষুদ্র মালিকদের সবচেয়ে খারাপ চরিত্রবৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে বেরিয়েছিল। খাদ্যযোগানের টানাটানির সময়ে তারা খাদ্য মজুদ করে রেখে কালোবাজারির এমন বাড়বাড়ন্ত তৈরি করত যে খাদ্যবন্টন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি গোটা প্রজাতন্ত্রী শিবির জুড়ে হতোদ্যম মানসিকতা সঞ্চারিত হত। কুয়েনকা প্রদেশের কম্যুনিস্ট 'সিভিল গভর্নর' পরে স্বীকার করেছিলেন যে শহরগুলো অর্ধাহারে অনাহারে ধুঁকছে এমন সময় তাঁর প্রদেশে আধিপত্যকারী ক্ষুদ্র জমিমালিকরা শস্য মজুদ করে রেখেছিল।

যৌথ সমবায়গুলোর বিরুদ্ধে আরেক অভিযোগ তোলা হয় যে যুদ্ধক্ষেত্রের যোদ্ধাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। দক্ষতার অভাবের বহু জায়গা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু যৌথ সমবায়গুলোর শস্যবহনের গাড়ি ও ঠেলাগুলো প্রায় সবই যুদ্ধের প্রয়োজনে অধিগৃহীত হয়ে যাওয়ার কথা মাথায় রাখলে, ওই অভিযোগ তোলা নিতান্তই অন্যায় হবে। যখনই পরিবহনের গাড়ি বা ঠেলা এসে পৌঁছত, আবার কবে তা আসতে পারবে সেই অনিশ্চয়তা থেকে যৌথ সমবায়ের কৃষকরা যথাসম্ভব বেশি খাদ্যদ্রব্য তাতে চুড়ো করে ভরে দিত। সমস্যাটা আসলে ছিল গণযোদ্ধাবাহিনীর পক্ষ থেকেই, তাদের উচিত ছিল খাদ্য পরিবহনের ব্যাপারটা আলাদা গুরুত্ব দিয়ে সংগঠিত করা এবং তাদের প্রয়োজনগুলো সংশ্লিষ্ট যৌথ সমবায়গুলোকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখা। সরকারি সেনাবাহিনী ও আন্তর্জাতিক বাহিনীকেও

খারাপ খাদ্যবন্টনব্যবস্থার জন্য ভুগতে হত, এবং গণযোদ্ধাবাহিনীর চেয়ে বেশিই ভুগতে হত।

মাদ্রিদের সরকার আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল যে আরাগঁ তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যাবে। নৈরাষ্ট্রবাদী গণসেনাবাহিনীগুলোর হাতে আরাগঁর ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। গোটা আরাগঁতেই মুক্তিকামী ধ্যানধারণার প্রতি ঝোঁক ছিল অবিসংবাদী। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে আরাগঁর যৌথ সমবায়গুলো বুজারলোজ-য়ে একটা সম্মেলনে মিলিত হয়। এই বুজারলোজ-য়ের কাছেই তখন দুরুতির বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। আরাগঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য এই সম্মেলন একটা সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে জোয়াকুঁই আসকাসো নির্বাচিত হন। এই জোয়াকুঁই আসকাসো ছিলেন আতারাজানাস সেনাঘাঁটি আক্রমণে প্রাণ হারানো ফ্রানসিসকো আসকাসোর খুড়তুতো ভাই।

এর কিছুদিন আগে মাদ্রিদের সরকার মার্তিনেজ বাররিও-র নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ভালেনসিয়ার উপর তার নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মূলত 'ইউ জি টি' ও 'সি এন টি' সদস্যদের নিয়ে গঠিত 'জনগণের কার্যনির্বাহক সমিতি' সেই প্রতিনিধি দলকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি। সরকারি নির্দেশ মানা ও শৃঙ্খলাপ্রতিষ্ঠার জন্য কম্যুনিস্টরা যে আবেদন করেছিল তাতেও কেউ সাড়া দেয়নি। এতৎসত্ত্বেও কম্যুনিস্টরা স্বাধীন যৌথ সমবায়ের বিরোধিতাকে স্থানীয় বিশেষ পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু সদস্যসংগ্রহ করেছিল— 'লা হুয়েরতা' নামে ভালেনসিয়ার এক ধনী গ্রামে ক্ষুদ্র জোতের মালিক অত্যন্ত রক্ষণশীল কিছু কৃষক আর বেশকিছু আঙুরচাষি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিল।

স্বব্যবস্থাপনাভুক্ত যৌথ সমবায় নৈরাষ্ট্রবাদীদের যত উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল, তার ছিটেফোঁটাও মাদ্রিদের গিরাল সরকারের ছিলনা। আঞ্চলিক সমিতিগুলোর আধারে শ্রমিক-কৃষকের স্বব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়াও গিরাল সরকারের অনভিপ্রেত ছিল। সরকারের উদারপন্থী শিবিরের মন্ত্রীরা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সরকার এবং ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক প্রথাগত গণতন্ত্রের পক্ষে ছিল। সমাজতন্ত্রী পার্টির প্রিয়োতো-র অনুগামী এবং কম্যুনিস্টদের মতো তারাও মনে করত যে দৃঢ়বদ্ধ সংগঠন ও শৃঙ্খলাই হল শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ের চাবিকাঠি। সবার উপরে,কাতালোনিয়ার শিল্পক্ষেত্রের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়া তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু

ভালেনসিয়ায় মার্তিনেজ বাররিও-র নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের ব্যর্থতার পর যৌথ সমবায়গুলোর সঙ্গে সদ্ভাবের বহিরাবরণ বজায় রাখা ছাড়া আপাতত আর তাদের কিছু করার ছিলনা। ভবিষ্যতের কথা অবশ্য অন্য। সামগ্রিক যোগান-সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে সরকার বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে ক্রমশ বিভিন্ন সমঝোতায় বাধ্য করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ধাপবন্দি কাঠামোর অঙ্গীভূত করে নেওয়ার অবকাশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১। পিয়ের ভিলার, লা গুয়েরা সিভিল এসপানোলা, বার্সেলোনা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা: ১০৪।

২। স্পেনের কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৩৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি কমিন্টার্নে দাখিল করা প্রতিবেদনে দাবি করেছিল যে তার সদস্যসংখ্যা ২,৫০,০০০, যার মধ্যে ১,৩৫,০০০ জন যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল রয়েছে। (রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি, মস্কো, ৪৯৫/১২০/২৫৯, পৃষ্ঠা: ৩)

৩। মানুয়েল আজানা, 'ওবরাস কমপ্লিটাস' (মেহিকো, ১৯৬৭, খণ্ড:iii, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)– অন্তর্গত 'লা রেভোলুসিয়ঁ অ্যাবোরতাদা'।

৪। ফারনান্দো সোলানো, লা ত্রাজেদিয়া ডেল নর্তে, বার্সেলোনা, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা: ৭৩।

৫। 'পি এন ভি' থেকে ৪জন, 'পি এস ও ই" থেকে ৩জন, 'এ এন ভি' থেকে ১জন, 'ইজকুয়েরদা রিপাবলিকানা' থেকে ১জন এবং 'ইউনিয়ঁ রিপাবলিকানা' থেকে ১জন নিয়ে বাস্ক সরকার গঠিত হয়েছিল।

৬। দ্রষ্টব্য: সানতিয়াগো ডি পাবলো, লুডগার মিজ, হোসে এ রডরিগেজ রানজ, এল পেনডুলো প্যাট্রিয়োটিকো: হিসতোরিয়া দেল পারতিদো নাসিওনালিসতা ভাসকো, II, ১৯৩৬–১৯৭৯, বার্সেলোনা, ২০০১।

৭। জন ল্যাংডন-ডেভিস, বিহাইন্ড স্প্যানিশ ব্যারিকেডস, লন্ডন, ১৯৩৭, পৃষ্ঠা: ৬৩।

৮। উদাহরণ: ওয়াল্টার এল বেরনেকের, কালেক্তিভিদাদেস ই রেভোলুসিয়ঁ সোশাল, বার্সেলোনা, ১৯৮৩-র ৩৮৬n পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত জোসেপ তারাদেলাস-য়ের বক্তব্য।

৯। সলিদারিদাদ ওবরেরা, ১৮ই জুলাই, ১৯৩৭।

১০। দিয়েগো আবাদ ডি সাঁতিলাঁ, পোর কুই পেরদিমোস লা গুয়েরা. বুয়েনোস আয়েরস, ১৯৪০, পৃষ্ঠা: ১৬৯।

১১। ওয়াল্টার এল বেরনেকের, কালেক্তিভিদাদেস ই রেভোলুসিয়ঁ সোশাল, বার্সেলোনা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা: ৪৩৭-৪৩৮।

১২। কাতালান ভাষায় এই কমিটির নাম ছিল 'কমিতে সেনত্রাল ডি মিলিশিয়েজ অ্যান্টিফেইকসিসতেজ'। নৈরাষ্ট্রবাদীরা এর ৫টি পদের মধ্যে ৩টি বরাদ্দ করেছিল 'সি এন টি'-র প্রতিনিধিদের জন্য (দুরুতি, গারসিয়া অলিভার এবং আসেঞ্জ), আর ২টি 'এফ এ আই'-য়ের প্রতিনিধিদের জন্য (আবাদ ডি সাঁতিলাঁ এবং অরেলিও ফারনানদেজ)। ২৩শে জুলাই দুরুতি এবং অন্যান্য নৈরাষ্ট্রবাদী নেতারা যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল হওয়ার জন্য রওনা দেন, যার ফলে তাঁদের প্রভাব আরও কমেছিল। (জন ব্রাদেমাস, অ্যানার্কোসিন্ডিকালিসমো ই রেভলুসিয়ঁ এন এসপানা, ১৯৩০–১৯৩৭, বার্সেলোনা, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা: ১৭৫।)

১৩। ওসোরিয়ো, ভিদা ই স্যাকরিফিসিয়ো ডি কোমপানিজ, পৃষ্ঠা: ১৭২।

১৪। শিল্পোৎপাদন ও আর্থিক ক্ষেত্রে জেনেরালিতাত ও নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে দ্রষ্টব্য: ফ্রানসেস্ক বোনামুসা, লা গুয়েরা সিভিল আ কাতালুনিয়া, খণ্ড:ii, পৃষ্ঠা:৫৪ff।

১৫। ফ্রেসার, রেকুয়েরদালো তু ই রেকুয়েরদালো আ ওতরোজ: হিসতোরিয়া ওরাল ডি লা গুয়েরা সিভিল এসপানোলা, বার্সেলোনা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা: ৩৯৩।

১৬। দ্রষ্টব্য: মেরি ন্যাশ, মুজেরেজ লিবরেজ: এসপানা, ১৯৩৬-১৯৩৯, বার্সেলোনা, ১৯৭৫।

১৭। স্যানডি হোলগুঁই, রিপাবলিকা ডি সিউদাদানোজ, বার্সেলোনা, ২০০৩, পৃষ্ঠা: ২০৯ff।

১৮। রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি, মস্কো, ৪৯৫/ ১২০/ ২৫৯।

১৯। মোট যৌথ সমবায়ের যত শতাংশ 'সি এন টি' বা 'সি এন টি-ইউ জি টি' জোট তৈরি করেছিল: নিউ কাস্তিল ও লা মাঞ্চা-য় ১৫ শতাংশ, এস্ত্রেমাদুরার সিংহভাগ, আন্দালুসিয়ায় খুব অল্প, আরাগঁ-য় ২০ শতাংশ, কাতালোনিয়ায় ১২ শতাংশ।

২০। বাজার সংকোচন ও কাঁচামালের ঘাটতির কারণে বস্ত্র উৎপাদন ৪০ শতাংশ কমেছিল, কিন্তু পরবর্তী ৯মাসে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন ৬০ শতাংশ বেড়েছিল।

২১। আন্না সালেজ সম্পাদিত 'ডকুমেন্টস ১৯৩১-১৯৩৯' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত: জোসেপ মারিয়া ব্রিকল, লে কালেকটিভিটাজাসিয়ঁজ।

২২। ফ্রানজ বোরকেনাউ, দি স্প্যানিশ ককপিট, মিশিগান, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা: ৯০।

২৩। ফ্রানজ বোরকেনাউ, দি স্প্যানিশ ককপিট, মিশিগান, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা: ১০৩।

২৪। ব্রাডেমাস, অ্যানার্কোসিন্ডিকালিজমো, পৃষ্ঠা: ২০৪-২০৯।

২৫। হোসে বোররাস, আরাগঁ এন লা রেভলুসিয়ঁ এসপানোলা, ভিগুয়েরা, বার্সেলোনা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা: ১৭8ff।

২৬। মোট চাষজমির যত শতাংশ সমবায়ের মধ্যে এসেছিল: জাইন প্রদেশে ৬৫ শতাংশ, সিউদাদ রিয়াল-য়ে ৫৬.৯ শতাংশ, আলবসেটে-তে ৩৩ শতাংশ এবং গোটা ভালেনসিয়ায় মাত্র ১৩.১৮ শতাংশ। সূত্র: অরোরা বশ, উগেতিসতাস লিবেরতারিয়োজ গুয়েরা সিভিল ই রেভলুসিয়ঁ এন এল পাইস ভালেনসিয়ানো, ভালেনসিয়া, ১৯৮৩।

২৭। ফ্রানজ বোরকেনাউ, দি স্প্যানিশ ককপিট, মিশিগান, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা: ১৫৫-১৫৬।

২৮। ডি হেলসেই, অ্যানার্কোসিন্ডিকালিজমো ই এসতাদো এন আরাগঁ, ১৯৩০-১৯৩৮, মাদ্রিদ, ১৯৯৪।

[আনতনি বিভর, দি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার, পৃষ্ঠা: ১১৪-১২৭]

৩
কাতালোনিয়ার সমবায়িকরণ

অগস্তিন সোউচি

বার্সেলোনায় সমবায়িকরণের আওতায় এসেছিল নির্মাণশিল্প, ধাতুশিল্প, বেকারি, মাংস কারখানা, গণপরিষেবা (গ্যাস, জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি), পরিবহন, স্বাস্থ্যপরিষেবা ও চিকিৎসা, নাটক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীশালা, রূপচর্চা কেন্দ্র, হোটেল, আবাসিক নিবাস ইত্যাদি। মজুরির সমতা নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছিল। কম মজুরি প্রাপকদের মজুরি বাড়ানো হয়েছিল আর বেশি মজুরি প্রাপকদের মজুরি কমানো হয়েছিল।

অবাক করা দ্রুতগতিতে শ্রমিকরা শিল্পের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিয়েছিল। কোনও সন্দেহর অবকাশ না রেখে তা দেখিয়ে দিয়েছিল যে স্টক-বন্ড-ধারী মালিক ও উচ্চপদস্থ নির্বাহীকর্তাদের ছাড়াই আধুনিক শিল্প দক্ষভাবে চালানো সম্ভব। মজুরিশ্রমিক ও মাইনে-বাঁধা কর্মচারীরা (ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিকুশলী ইত্যাদি) নিজেরাই যেমন জটিল যন্ত্রপাতি চালাতে পারে, তেমনই গোটা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা করতে পারে। এমন উদাহরণের সারি অন্তহীন। তারই কিছু এখানে বলছি।

পৌর পরিবহন ও জ্ঞাপন ব্যবস্থার সমবায়িকরণ

অত্যধিক টাকায় পোষা সব 'ডিরেক্টর' আর কোম্পানির দালালদের ছাঁটাই করা ছিল 'বার্সেলোনা স্টেট রেলওয়েজ'-কে সমবায়িকরণ করার প্রথম পদক্ষেপ। এর ফলে প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হয়েছিল। একজন কন্ডাক্টর যেখানে প্রতি মাসে গড়ে ২৫০ থেকে ৩০০ পেসেতা পেত, সেখানে 'জেনেরাল ডিরেক্টর' (বা ম্যানেজার)

প্রতি মাসে পেত ৫,০০০ পেসেতা আর তার তিন সহকারীর মাইনে ছিল যথাক্রমে ৪,৪৪১ পেসেতা, ২,৩৮৪ পেসেতা এবং ২,০০০ পেসেতা। এই উচ্চবেতনধারীদের ছাঁটাই করে বাঁচা অর্থ দিয়ে মজুরির নিরিখে সবচেয়ে তলায় থাকা শ্রমিকদের মজুরি ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল এবং মাঝামাঝি ও ওপরদিকের শ্রমিকদের মজুরি ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। এর পরের পদক্ষেপ ছিল কাজের ঘন্টা কমিয়ে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টাতে নিয়ে আসা (যুদ্ধকালীন জরুরী পরিস্থিতি না হলে তা আরও কমিয়ে সপ্তাহে ৩৬ ঘন্টাতেও নামিয়ে আনা যেত)।

আরেকদিকে উন্নতি ঘটেছিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। বিপ্লবের আগে বাস, অন্যান্য পথযান, সাবওয়ে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কোম্পানির মালিকানাধীন ছিল। শ্রমিকসঙ্ঘ এই সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থাকে একসঙ্গে এনে এমন এক দক্ষ ব্যবস্থা চালু করেছিল যা আগের বহু অপব্যয় বন্ধ করেছিল। এর ফলে পরিবহন ব্যবহারকারীরা আরও ভালো পরিষেবা, আরও বেশি সুযোগসুবিধা এবং অধিকতর যাতায়াতের অধিকার ভোগ করেছিল। ১৫ থেকে ২০ সেন্তিমে অবধি যাত্রীভাড়া কমানো হয়েছিল। তাছাড়াও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ছাত্রছাত্রী, গণসেনাবাহিনীর আহত যোদ্ধা, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক, শারীরিক অসুবিধাসম্পন্ন মানুষ ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহন যান সারাই করার জন্য বা পুরানো হয়ে যাওয়া যানের সংস্কার করে নতুন চেহারা দেওয়ার জন্য মেরামতি বিভাগের শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত শিফট কাজ করত। সবদিক দিয়েই এই ব্যবস্থা আরো ভালো ফল দিয়েছিল: সাধারণ মানুষের জন্য আরও ভালো পরিষেবা এবং আরও কম যাত্রীভাড়া, আর শ্রমিকদের জন্য আরও ভালো মজুরি ও কাজের পরিবেশ। স্বাভাবিকভাবেই, এ নিয়ে অভিযোগ জানাত কেবল পুঁজিবিনিয়োগকারীরা ও উচ্চবেতনভূক আমলারা। পরিবহন ও যোগাযোগ শ্রমিকদের শ্রমিক সঙ্ঘ রূপান্তরিত হয়েছিল পরিবহন সমবায় সমিতিতে। কীভাবে এই রূপান্তর ঘটেছিল তা স্বত্বনিরসনকারী কমিটির এই প্রতিবেদনে দেখা যায়:

> ২৪শে জুলাইয়ের সকাল। বার্সেলোনার রাস্তায় সশস্ত্র জনতা তখনও ফ্যাসিবাদীদের সঙ্গে লড়ছে।... পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'সি এন টি'-র কয়েকজন সশস্ত্র কমরেড লড়াইয়ের ব্যারিকেড ছেড়ে সাঁজোয়া গাড়িতে চেপে স্ট্রিট 'রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি'-র সদর দপ্তরে হাজির হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পরিবহন ব্যবস্থার মালিকানার স্বত্বনিরসন করা এবং

সমবায়িকরণ লাগু করা। 'সিভিল গার্ড' সেই দপ্তরের ভিতরে-বাইরে টহল দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাচালির পর 'সিভিল গার্ড' নিজেরাই চলে গেল। 'সি এন টি' দপ্তরের দখল নিল। সংস্থার ভাণ্ডারে কোনও নগদ টাকা ছিলনা, ব্যাঙ্কেও কোনও জমা ছিলনা— সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে মালিকরা গোপনে পালিয়েছে। তাই কোনও নগদ পুঁজি ছাড়াই শ্রমিকদের আবার সবকিছু চালু করতে হল।...

[৬৯টা ট্রামপথ ছিল বার্সেলোনার শহর ও শহরতলির প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা। এছাড়া ছিল বাস ও ট্যাক্সি। ৭,০০০ ট্রামশ্রমিকের মধ্যে ৬,৫০০ জন 'সি এন টি পরিবহন শ্রমিক সঙ্ঘ'-য়ের সদস্য ছিল। ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাস্তা খুঁড়ে ব্যারিকেড গড়া হয়েছিল। এর ফলে হওয়া রাস্তার ক্ষতি হিসেব করে প্রয়োজনমতো মেরামতির জন্য এবং পরিবহন ব্যবস্থা আবার চালু করার জন্য একটা আয়োগ তৈরি করা হয়েছিল। বিদ্যুৎশক্তি, তার, যাননিয়ন্ত্রণ, নৈমিত্তিক ভাঁড়ার, নির্বাহ ইত্যাদি বিভিন্ন দফতরের শ্রমিক-প্রতিনিধিরা সেই আয়োগে ছিলেন। সমস্ত কর্মীদের আবার কাজে ফিরে আসার ডাক দেওয়া হয়েছিল। দিন-রাত এক করে কাজ করার মাধ্যমে রাস্তার যুদ্ধ থামার ৫ দিনের মধ্যেই পরিবহন ব্যবস্থা আবার চালু করা হয়েছিল। আগে কার্যকর ছিল ৬০০ ট্রামগাড়ি, এখন ৭০০ ট্রামগাড়ি সি এন টি-র প্রতীক লাল-কালো রঙে রঙ করে রাস্তায় নামানো হল। বিভিন্ন শাখার শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে একটা শ্রমিকসঙ্ঘের আধারে তাদের কাজ সংগঠিত করার কারণেই এই অভাবনীয় সাফল্য এসেছিল। প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত দুই জন নিয়ে গড়া একটা কমিটি— দুজনের মধ্যে একজন শ্রমিকসঙ্ঘ দ্বারা নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যজন সেই বিভাগের শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আবার বিভিন্ন বিভাগ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কমিটি বিভিন্ন বিভাগের কাজের এলাকাভিত্তিক সমন্বয়সাধনের কাজ করত। প্রতিটি বিভাগ নিজ বিশেষ কাজ নির্বাহের প্রয়োজনে আলাদা সভা করত, আবার সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সমস্ত সদস্যের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হত।

ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিকুশলীরা আলাদা সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চবর্গ হিসেবে গণ্য হত না (যেমনটা 'সমাজতন্ত্রী' ও পুঁজিবাদী দেশে হয়ে থাকে)। প্রযুক্তিকুশলী, ইঞ্জিনিয়ার ও দৈহিক শ্রমিকের কাজ স্থায়ী অন্তর্বুননের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকত। যেমন, অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মত না নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প শুরু করতে পারত না। তা কেবল সবাইকে সমানভাবে দায়ের ভাগিদার করার জন্য নয়, তা এইজন্যও যে বাস্তব সমস্যা সমাধানে দৈহিক শ্রমিকদের হাতে-নাতে অভিজ্ঞতার সম্পদ যে ভূমিকা নেয় তা

ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞান বা প্রযুক্তিকুশলতা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যায়না। বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবগ্রাহ্যতা নিয়ে বা অন্য যে কোনও বিষয়ে প্রযুক্তিকুশলীদের প্রস্তাব বা পরামর্শ দেওয়ার পথ দৈহিক শ্রমিকদের কমিটিগুলোর সামনে সর্বদা খোলা ছিল।

সমবায়ের অধীনে পরিবহন ব্যবস্থা আরও বেশি যাত্রীকে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এক বছরে মোট যাত্রার সংখ্যা ৫ কোটি বেড়েছিল। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ৯৮ শতাংশ সমবায়-পরিচালিত উৎপাদনশালাতেই তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। শ্রমিকসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। — সাম ডলগফ]

অর্ধেকের বেশি টেলিফোন লাইন ফ্যাসিবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মেরামত করে টেলিফোন যোগাযোগ পুনর্স্থাপিত করা ছিল জরুরী। কারও কোনও নির্দেশের অপেক্ষা না করেই শ্রমিকরা নিজেরাই সে কাজ শুরু করে দিয়েছিল এবং ৩ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক টেলিফোন পরিষেবা পুনর্বহাল করেছিল। এছাড়াও, শ্রমিকসঙ্ঘগুলোর আঞ্চলিক দপ্তর, গণসেনাবাহিনীর শিবির এবং প্রদেশের অন্যান্য বিভিন্ন সমবায় সমিতির দপ্তরে নতুন কয়েক হাজার টেলিফোন লাইন দেওয়া হয়েছিল। আশুভিত্তিতে এই জরুরী কাজ সমাধা করার পর টেলিফোন শ্রমিক সঙ্ঘের সব শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় টেলিফোন ব্যবস্থা সমবায়িকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রমিকদের মধ্য থেকে একটা পরিচালন সমিতি নির্বাচিত হয়। জেলাভিত্তিতে কাজ পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলার দায়িত্বে একজন করে পরিচালককে নির্বাচিত করা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল 'সি এন টি'-র সদস্য, খুব অল্প কিছুজন ছিল 'ইউ জি টি'-র সদস্য। সমবায়িকরণ অবশ্য 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি'-র যৌথ উদ্যোগেই হয়েছিল।

টেলিফোন গ্রাহকরা স্বীকার করেছিল যে প্রাইভেট কোম্পানির আমলের তুলনায় শ্রমিক সমবায় অনেক ভালো পরিষেবা দিতে পেরেছিল। পরিবহনব্যবস্থার মতো এখানেও সবচেয়ে কম মজুরির শ্রমিকদের মজুরি অনেকটাই বাড়ানো হয়েছিল।

রেলপথের সমবায়িকরণ

স্পেনে রেলপথ ব্যক্তিমালিকানার অধীনে ছিল। ফ্যাসিবাদী সামরিক অভ্যুত্থান ও সাধারণ ধর্মঘটের সময় রেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বার্সেলোনার

প্রধান রেলঘাঁটির কাছে ফ্যাসিবাদের পক্ষ নেওয়া সেনার সঙ্গে শ্রমিক বাহিনীর তুমুল লড়াই হয়েছিল বারবার। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রী শ্রমিকসঙ্ঘ নিজেদের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর (যদিও রাস্তার লড়াই তখনও পুরোপুরি থামেনি) 'বিপ্লবী রেলপথ সমিতি' গঠন করে। সেই সমিতির পরিচালনায় বিভিন্ন রেলস্টেশনের দখল নিয়ে ব্যক্তিমালিকানার স্বত্বনিরসন করা হয়, রেলপথের উপর জনগণের অধিকার ঘোষণা করা হয় এবং রেলের প্রশাসনিক দপ্তরগুলোকেও শ্রমিকদের দখলে নিয়ে আসা হয়। শ্রমিকদের পাহারাদার বাহিনী গড়ে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশনকে পাহারা দেওয়ার কাজ চালানো হয়েছিল। আগের সব কার্যনির্বাহী কর্তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকরা নিজস্ব প্রশাসনিক কমিটি গড়ে তুলেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রীরা ছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক কমিটি গঠনের সময় শ্রমিকতন্ত্রীরা তাদের ও সমাজতন্ত্রীদের উভয় সংগঠনের সমান প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করেছিল। উভয় সংগঠন থেকেই তিনজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল। স্পেনের নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রীরা কখনওই বলশেভিক ধাঁচার একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চায়নি।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কাতালোনিয়ার রেলপথের সমবায়িকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের যোগানের অভাব প্রকৌশলগত উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধপরিস্থিতি থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পরিচালন কমিটি আবার রেলপরিষেবা চালু করতে সফল হয়েছিল এবং তারপর থেকে তা ছেদহীনভাবেই চালু ছিল।

রেলে যাত্রীভাড়া ছিল অপরিবর্তিত। সবচেয়ে কম মজুরির শ্রমিকদের মজুরি ভালো পরিমাণে বাড়ানো হয়েছিল। উচ্চবেতনভূক কার্যনির্বাহক ও অপ্রয়োজনীয় আমলাদের পদগুলো তুলে দেওয়া হয়েছিল। রেলপথ ঘিরে পুঁজিবাদী মালিকদের ব্যবসার জাল ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুরানো প্রশাসনের চুক্তি করা স্টক, বন্ড ও ঋণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

বার্সেলোনার রেলের মেরামতি কারখানা যুদ্ধের সাঁজোয়া গাড়ি তৈরি শুরু করেছিল। নতুন ভাবে কাজ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই সেখানে রোগী পরিবহনের জন্য প্রথম নিশ্চয়যান তৈরি হয়েছিল, সেই যান চিকিৎসাজীবীদের কাছ থেকে অঢেল প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিল। জেনেরালিতাতের চিকিৎসা মন্ত্রকও রেলের ধাতুশিল্প শ্রমিকদের কর্মকুশলতাকে সরকারি বার্তায় অভিনন্দন জানিয়েছিল। নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রী শ্রমিকরাই ছিল এই সাফল্যের মূলে।

উৎপাদনশালায় শ্রমিকরা নিজেদের মধ্য থেকেই যোগ্যতা ও দক্ষতা বিচার করে প্রযুক্তিকুশলী ও প্রশাসক নিয়োগ করত। হুকুম দেওয়ার জন্য কোনও উচ্চপদস্থ কর্তা ছিলনা। আর এই সাফল্য মোটেই রুশ ধাঁচার 'স্ট্যাখানোভাইট' প্রতিযোগিতার ফলে আসেনি। একে অপরের সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতার উৎসাহ-বাড়ানো পরিবেশ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার ফলেই সাফল্য এসেছিল।

[গোটা স্পেনের রেলশ্রমিকদের দুটো বড় শ্রমিকসঙ্ঘ ছিল, একটি 'সি এন টি'-র ও অন্যটি 'ইউ জি টি'-র। কাতালোনিয়ার রেলশ্রমিকদের অধিকাংশ 'সি এন টি' শ্রমিকসঙ্ঘের মধ্যে ছিল। স্পেনের বাকি অঞ্চলে ১৯শে জুলাইয়ের আগে অবধি অধিকাংশ রেলশ্রমিক 'ইউ জি টি'-র মধ্যে ছিল। কিন্তু ১৯শে জুলাইয়ের বিপ্লবের পর দেশজুড়েই 'সি এন টি'-র সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তার ফলে দুটো ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা প্রায় সমান-সমান জায়গায় চলে এসেছিল।

নিজেদের মধ্য থেকে দক্ষ অভিজ্ঞ শ্রমিকদের বেছে নিয়ে শ্রমিকরাই ছেড়ে যাওয়া প্রযুক্তিবিদদের পদে বসিয়েছিল। প্রথাগত প্রকৌশল শিক্ষা কম থাকলেও এই শ্রমিকরা জানত কীভাবে যথাযথ উপায়ে কাজ হাসিল করা যায়। নিজ নিজ কাজের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত কাজ ও পারস্পরিক সহযোগিতা খুব দ্রুতই রেলপরিষেবা কেবলমাত্র পুনর্বহাল নয়, তার মানোন্নয়নও করেছিল।

রেলের দুর্বহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন-কাঠামোকে ভেঙে ফেলে নতুন বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছিল। আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও জাতীয়, সব স্তরেই তা তৃণমূল স্তরের শ্রমিকদের প্রকৃত স্বব্যবস্থাপনা চালু করেছিল। এই ব্যবস্থা দক্ষ ও কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগ তার নিজের প্রকৌশল সংক্রান্ত কমিটি ও প্রশাসনিক কমিটি বেছে নিত এবং প্রাদেশিক সমন্বয়সাধনকারী আয়োগের জন্য নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাত। বিভাগভিত্তিক সব শ্রমিকদের সাধারণ সভা মাসে দুবার অনুষ্ঠিত হত। সেখানে সমন্বয়সাধনকারী আয়োগের প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করে কাজের নতুন পরিকল্পনা করা হত। প্রতিটি অঞ্চলের কাজকে সমন্বিত করে গোটা প্রদেশের কাজকে এক সুরে বাঁধার মধ্য দিয়ে প্রাদেশিক আয়োগ ও আঞ্চলিক কমিটিগুলোর এই ভূমিকা কাতালোনিয়ার রেলব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। মূল বিভাগ ছিল তিনটি: যানচলাচল, প্রযুক্তি এবং প্রশাসন। প্রযুক্তি বিভাগকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছিল: ১। উপাদান ও ট্রাকসন, ২। শক্তি ও পথনিয়ন্ত্রণ, ৩। গঠন।

রেলগাড়ি, মালগাড়ি, সমস্ত ডিপোর রক্ষণাবেক্ষণ ছিল প্রথম উপবিভাগের কাজ। বিদ্যুৎ যোগান, জ্বালানি (কয়লা ও তেল) ভাঁড়ার রক্ষা, রেললাইনের দেখভাল এবং দূরজ্ঞাপন ব্যবস্থা (টেলিগ্রাফ, টেলিফোন সিগনাল ব্যবস্থা ইত্যাদি) রক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব ছিল দ্বিতীয় উপবিভাগের। শ্রমিকদের জন্য খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন-মূল্যে সরবরাহ করা, প্রকৌশলগত বা প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল তৃতীয় উপবিভাগের কাজ।

প্রশাসন বিভাগেরও তিনটি উপবিভাগ ছিল। নিরাপত্তা-নজরদারি, গাড়ি ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং কারখানায় ও গুমটিতে প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা প্রথম উপবিভাগের কাজ ছিল। দ্বিতীয় উপবিভাগ আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য সমবেত করত। তৃতীয় উপবিভাগের কাজ ছিল শ্রমিক ও তার পরিবারের সাধারণ কল্যাণের (অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, গৃহ শুশ্রূষা, হাসপাতালের ব্যবস্থা ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা।

১৯৩৬-য়ের ৫ই নভেম্বর শ্রমিকরা রেলব্যবস্থার দখল নেওয়ার অব্যবহিত পরেই শ্রমিকসঙ্ঘ প্রশ্নপত্র বিতরণ করেছিল, যার ভূমিকায় বলা হয়েছিল:

> দেশের গভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের কথা খেয়ালে রেখে রেলব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য নিত্যনতুন আরো ভালো উপায় আমাদের বের করতে হবে।... তাই সমস্ত কমরেড ও বিশেষ করে সবকটা স্টেশন কমিটির কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (সমন্বয় আরও ভালো করা, পরিষেবা উন্নত করা এবং সহায়ক পরিবহন বিষয়ে নির্ধারক তথ্য চেয়ে দশটি প্রশ্ন এরপর করা হয়েছিল।)

লেরিডা-র মতো কাতালোনিয়া প্রদেশের যেসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে আগে কোনও পরিবহন পরিষেবাই পৌঁছয়নি, সেখানে বাস ও ট্রাক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা এই শ্রমিক-প্রশাসনের সাফল্যগুলোর মধ্যে ছিল উজ্জ্বলতম। এক্ষেত্রে বহন করতে হওয়া বাড়তি খরচ অন্যান্য চালু যাত্রাপথের উপার্জন থেকে ভর্তুকি হিসেবে দেওয়া হত।— সাম ডলগফ]

জাহাজ-খালাসিদের সমবায় গঠন

কাতালোনিয়ার বন্দরগুলোয় একদিকে জাহাজ-খালাসিদের কম মজুরি ও খারাপ কাজের শর্ত এবং অন্যদিকে তোলাবাজদের আধিপত্য চলে আসছিল। অসৎ তোলা আদায়, অপচয় ও চুরির রমরমা চলছিল। জাহাজের এজেন্ট, বন্দরকর্তা ও তোলাবাজদের মধ্যে এক অসাধু চক্র গড়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে জাহাজখালাসিদের প্রায়ই ধর্মঘটে যেতে হত। সে ধর্মঘট শুধু নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে নয়, বন্দরের গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এসব ধর্মঘটকে ভাঙতে ভাড়াটে

গুন্ডা ও পুলিশের বেলাগাম হিংসা ও সন্ত্রাসও নামত অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মতো।

১৯শে জুলাইয়ের পর বন্দর ও জাহাজের শ্রমিকসঙ্ঘ একজোটে তোলাবাজ ও দালালদের বাধ্য করে বন্দর থেকে পাততাড়ি গোটাতে। শ্রমিকসঙ্ঘগুলো সিদ্ধান্ত নেয় জাহাজের ক্যাপ্টেন বা জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে শ্রমিকদের কাজের চুক্তিতে কোনও মধ্যস্থতাকারী বরদাস্ত করা হবে না, সরাসরি শ্রমিকদের সঙ্গেই সব চুক্তি করতে হবে। সরাসরি শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ লাগু করার এই পথ ধরেই বন্দর শ্রমিকদের নবগঠিত সমবায় সমিতি বন্দরের সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। বিদেশি জাহাজ কোম্পানি ও তাদের এজেন্টদের সঙ্গে আগেই হয়ে যাওয়া চুক্তি বাতিল করতে না পারলেও, শ্রমিকসঙ্ঘগুলো বিদেশি জাহাজ কোম্পানির দেশীয় এজেন্টদের আর্থিক লেনদেনের উপর কড়া তদারকি বহাল করেছিল।

এইসব পরিবর্তনের ফলে জাহাজ-খালাসিদের মজুরি অনেক বেড়েছিল এবং কাজের শর্তেরও উন্নতি ঘটেছিল। প্রতি টন জাহাজের মাল খালাস করার মজুরি থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে শ্রমিকরা একটা সাধারণ তহবিল গঠন করেছিল। সেই সাধারণ তহবিল থেকে বেকারভাতা, স্বাস্থ্যবীমা, দুর্ঘটনাবীমা এবং অন্যান্য নানা সংস্থান করা হয়েছিল। এভাবেই বার্সেলোনা বন্দর সমবায় গড়ে উঠেছিল।

গ্যাস, জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার সমবায়িকরণ

স্পেনের প্রায় সব শহরেই জল,গ্যাস ও বিদ্যুৎ উপযোগ পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার অধীনে ছিল। বার্সেলোনা ওয়াটারওয়ার্কস কোম্পানি ও তার শাখা ল্লোবেরগাট ওয়াটারওয়ার্কস স্পেনের বহু শহরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উপযোগের মালিক ছিল। এই অতিকায় করপোরেশনের ২৭.৫ কোটি পেসেতা পুঁজি ছিল এবং গড় বার্ষিক মুনাফা ছিল ১.১কোটি পেসেতার বেশি।

এই করপোরেশনের স্বত্বধারীরা ১৯শে জুলাইয়ের আগেই দেশ ছেড়ে চলে যায় ফ্যাসিবাদী সামরিক অভ্যুত্থানের নিষ্পত্তির জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে বসে অপেক্ষা করার জন্য। শ্রমিকতন্ত্রী শ্রমিকসঙ্ঘ সিদ্ধান্ত নেয় যে করপোরেশনের সব সম্পত্তির দখল নিয়ে সমবায়িকরণ করা হবে। শ্রমিকরা নিজেদের মধ্য থেকে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজ নির্বাহ করার জন্য কর্মীদের বেছে দেয়।

এর আগে শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সমবায়িকরণের পর শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময় ৩৬ ঘন্টায়

সীমাবদ্ধ করে ন্যূনতম দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ১৪ পেসেতা করা হয়। পরে অবশ্য যুদ্ধসংকটের পরিস্থিতিতে বহু শ্রমিক গণসেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগ দিলে লোকবলের অভাব তৈরি হয় এবং তা সামাল দিতে শ্রমিকরা তাদের সাপ্তাহিক কাজের সময় বাড়িয়ে প্রথমে ৪০ ঘন্টা ও তারপরে ৪৮ ঘন্টা করেছিল। এছাড়া, পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের সমান মজুরি, অসুস্থতাকালীন সাহায্য ও বৃদ্ধবয়সে অবসরকালীন ভাতা নতুন চালু করা হয়। মুনাফা/সুদ/লাভাংশ নিষ্কাশন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ও সুপরিচালনার গুণে যে সাশ্রয় ঘটানো গিয়েছিল, তার ফলে জলের দাম ৫০ শতাংশ কমানো গিয়েছিল। আর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, ১৯শে জুলাই পরবর্তী প্রথম কয়েক মাসে এই কারখানার সমিতি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সামরিক সমিতির তহবিলে ১ লাখ পেসেতা চাঁদা হিসেবে দিয়েছিল।

পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার পরিচালনব্যবস্থা থেকে সমবায় সমিতির শ্রমিক-স্বব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন যে দ্রুততা ও মসৃণতার সঙ্গে ঘটেছিল তা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অবাক করেছিল। এই বিস্ময়কর সাফল্যের পিছনে কারণ বোঝা অবশ্য কঠিন নয়। স্বব্যবস্থাপনার ভাবনা সামনে রেখে শ্রমিকতন্ত্রীদের দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল এই সাফল্যের পিছনে একটি বড় কারণ। 'দি বুলেটিন অফ দি ওয়াটার, গ্যাস অ্যান্ড ইলেন্ট্রিক কালেকটিভ' বলেছিল:

> আমরা বিপ্লবী পর্বে ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা-র প্রস্তুতির জন্য শ্রমিকসঙ্ঘের মধ্যে আয়োগ তৈরি করেছিলাম। প্রতিটা জেলার বিশেষ সমস্যাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা-র কাজের জন্য আয়োগগুলি নিজেদের তৈরি করত। উৎপাদনের দেখভাল করা, গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুবিশেষে জলের চাহিদা হিসেব করা, সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা, নিরাপত্তাব্যবস্থা বহাল রাখা, যথেষ্ট খাদ্যযোগান বজায় রাখা— এরকম নানা বিষয় নিয়ে আয়োগ চর্চা করত।

এহেন নানা প্রস্তুতির মধ্য দিয়েই শ্রমিকরা কঠিনতম সমস্যার মোকাবিলাতেও দক্ষ হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকরা নিজেরা যেসব ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল তা দেখায় যে শ্রমিকতন্ত্রী সংগঠনগুলোর চর্চার ফলে শ্রমিকদের দায়বদ্ধতার বোধ তুঙ্গে পৌঁচেছিল।

কারখানাভিত্তিক সমস্ত শ্রমিকদের সাধারণ সভায় খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হত, তা অনুসরণ করেই কারখানা সমিতি, পরিচালক ও প্রশাসক কমিটি কাজ করত। দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মী শ্রমিকসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা আয়োগের কাছে কৈফিয়ত-যোগ্য ছিল।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিচারে এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও সততার নিরিখে প্রশ্নের ঊর্ধে থাকা শ্রমিকরাই দায়িত্বশীল পদের জন্য বিবেচিত হত। শ্রমিকসঙ্ঘের সহ-সদস্যদের দ্বারা কোনও দায়িত্বগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হওয়া যে কোনও শ্রমিকের কাছেই পরম সম্মানের বিষয় ছিল।

[বিপ্লবের শুরু থেকে জল, গ্যাস ও বিদ্যুতের পর্যাপ্ত সরবরাহ বজায় রাখার মূল কারিগর 'ফেডারেটেড পাবলিক ইউটিলিটি ওয়ার্কার্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন অফ কাতালোনিয়া' গড়ে উঠেছিল ১৯২৭ সালে তৎকালীন স্পেনের একনায়কতন্ত্রী শাসক জেনেরাল প্রিমো ডি রিভেরার সর্বাত্মক বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে। এই শ্রমিকসঙ্ঘের পরিধি ছিল কাতালোনিয়া প্রদেশ। অন্যান্য প্রদেশের শ্রমিকদের ফেডারেশনের সঙ্গে যৌথভাবে দেশজোড়া 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ পাবলিক ইউটিলিটি ওয়ার্কার্স' গঠিত হয়েছিল, যার সদর দপ্তর ছিল মাদ্রিদে। কাতালোনিয়ায় প্রায় ৮ হাজার 'সি এন টি'-র সদস্য ছিল। গোটা স্পেনে এই শ্রমিকদের অর্ধেকের কিছু কম জন 'ইউ জি টি'-র সদস্য ছিল।

প্রযুক্তিবিদ কর্মী ও কিছু দক্ষ শ্রমিক 'ইউ জি টি' বা 'সি এন টি' কোনওটারই সদস্য ছিলনা, তাদের স্বাধীন শ্রমিকসঙ্ঘ ছিল। ভেঙে-পড়া পরিষেবাকে পুনর্গঠিত ও উন্নত করার তাগিদ থেকে বিপ্লবের নিয়ে আসা নতুন একাত্মতাবোধের পরিবেশে বাকি শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের নিবিড় ঐক্য তৈরি হয়েছিল। সমস্ত শ্রমিকদের এক সাধারণ সভায় প্রযুক্তিবিদ কর্মীরা তাদের পৃথক শ্রমিকসঙ্ঘ তুলে দিয়ে 'সি এন টি'-ভুক্ত বাকি শ্রমিকদের সঙ্গে একই শ্রমিকসঙ্ঘে যোগ দেয়। (৫০ জন প্রযুক্তিবিদ কেবল মতবাদিক পছন্দের জায়গা থেকে ইউ জি টি-তে যোগ দেয়)।

'সি এন টি ' ও 'ইউ জি টি '-র সংযুক্ত সাধারণ সভায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশলগত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। 'ইউ জি টি'-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিরোধিতা করলেও 'ইউ জি টি'-ভুক্ত শ্রমিকরা পূর্ণ একাত্মতাবোধের সঙ্গেই 'সি এন টি'-ভুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে সহায়তা-সহযোগিতা বজায় রাখত। এর জোরেই গৃহযুদ্ধের মধ্যে ফ্যাসিবাদী বাহিনীর বোমাবর্ষণের নিচেও জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ পরিষেবা বহাল রাখা গিয়েছিল।

প্রতিটি কারখানায় ৮ জনকে নিয়ে একটি কারখানা কমিটি বানানো হত। ৪ জন 'সি এন টি' থেকে ও ৪ জন 'ইউ জি টি' থেকে নির্বাচিত। আবার, এই ৮ জনের অর্ধেক বাছত শ্রমিকসঙ্ঘগুলোর সাধারণ সভা আর বাকি অর্ধেক বাছত প্রযুক্তিবিদদের সাধারণ সভা। সাধারণ সভাগুলোয় মতবাদিক ঝোঁকের কারণে ধূর্ত বক্তৃতাবাগিশদের ভাষণে প্রভাবিত হয়ে অযোগ্য-অদক্ষ-দের বাছাই করার

বিপদ যে থেকেই যায়, সে বিষয়ে সচেতন থেকে চেষ্টা করা হত যাতে যথার্থ যোগ্য ও দক্ষ শ্রমিককেই বাছাই করা যায়।

জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ তিনটি পরিষেবার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার দায়িত্বে ৮ জন শ্রমিক-নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি সাধারণ কাউন্সিল গড়া হয়েছিল। তিনটি পরিষেবার কাজে সমন্বয়সাধন করা, প্রয়োজনীয় রসদের যোগান বজায় রাখা, উৎপাদন ও বন্টন সুসমন্বিত করা, পরিষেবার দাম ঠিক করা, উপভোক্তাদের সুবিধার্থে ব্যবস্থা নেওয়া— এগুলো ছিল ওই সাধারণ কাউন্সিলের কাজ। এই সাধারণ কাউন্সিলও সমস্ত শ্রমিকদের সাধারণ সভায় গৃহীত নীতি ও সাধারণ দিশা অনুযায়ী কাজ করত এবং সাধারণ সভার কাছে কৈফিয়ত-যোগ্য ছিল।— সাম ডলগফ]

কেশপরিচর্যা সংস্থাগুলোর সমবায়িকরণ

ছোট কারখানা, কারিগরদের উৎপাদনশালা ও মেরামতিঘরের মতো ছোট প্রতিষ্ঠানেও সমবায়িকরণের ঢেউ পৌঁচেছিল। কারিগর ও ছোট উৎপাদনশালার মালিকরা তাদের শিক্ষানবিশ ও কর্মচারীদের দলকে সঙ্গে নিয়ে শিল্পভিত্তিক শ্রমিকসঙ্ঘগুলোয় যোগ দিত। এতদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে চালানো উৎপাদন ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে সংহত করার জন্য সবার উৎপাদনের উপায়কে একজায়গায় এনে যৌথ পরিকল্পনা ও স্বব্যবস্থাপনা লাগু করা হত। এভাবে তারা অনেক বড় মাপের প্রকল্প হাতে নিতে পেরেছিল। ছোট পরিষেবা-প্রদানকারীরাও একই পথে সমবায় সমিতি গড়েছিল। এর একটা চমৎকার উদাহরণ হিসেবে বার্সেলোনার কেশপরিচর্যা সংস্থাগুলোর সমবায়িকরণকে দেখা যেতে পারে।

বার্সেলোনা, মাদ্রিদ ও স্পেনের আরও কিছু শহরে কেশপরিচর্যাকারীরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিজেদের উদ্যোগে তাদের পেশা নতুনভাবে সংগঠিত করেছিল। এমনকি ১৯শে জুলাইয়ের আগেই মাদ্রিদে তাদের দোকানগুলোর সমবায়িকরণ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে ফারাক ঘোচানোই ছিল সমবায়িকরণের উদ্দেশ্য। স্পেনের শ্রমিকতন্ত্রীরা অবশ্য বলে আসছিল যে কেবলমাত্র বড় মাপের পুঁজিবাদের অবসান ঘটানোর মধ্যেই সমাজতন্ত্র-সমবায়তন্ত্র নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনা। মুক্ত অস্তিত্ব ও সহযোগিতার আদর্শ সামনে রেখে পুনর্সংগঠিত শ্রমপ্রক্রিয়ায় ছোট বা ব্রাত্য বলে কেউ ছিলনা। একা বা কয়েকজন মাত্র ব্যক্তি নিয়ে উৎপাদনরত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংস্থাগুলোরও সমাজ-রূপান্তরে সক্রিয় অংশ নেওয়ার হক ছিল।

১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাইয়ের আগে অবধি বার্সেলোনায় ১,১০০ কেশপরিচর্যার দোকান ছিল। দিন-আনা-দিন-খাওয়া গোছের কিছু গরিব দুর্ভাগা তাদের বেশিরভাগের মালিক ছিল। দোকানগুলো প্রায়শই হত নোংরা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পর্যুদস্ত। এসব দোকানে কাজ করা প্রায় ৫,০০০ কর্মচারী সবচেয়ে খারাপ মজুরির শ্রমিকদের সমগোত্রীয় ছিল, তাদের সাপ্তাহিক উপার্জন ছিল মাত্র ৪০ পেসেতা। তুলনার জন্য বলা যেতে পারে যে নির্মাণকাজের শ্রমিকরাও সপ্তাহে ৬০ থেকে ৮০ পেসেতা মজুরি পেত। ১৯শে জুলাইয়ের পর সাপ্তাহিক কাজের সময় ৪০ ঘন্টায় বেঁধে দেওয়া হয় এবং ১৫ শতাংশ মজুরিবৃদ্ধির নিয়ম করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ দোকানমালিকেরই তা সাধ্যের বাইরে ছিল। তাই দোকানগুলোর মালিক ও কর্মচারীরা নিজেরাই সমবায়িকরণের উদ্যোগ নেয়।

কীভাবে সম্পন্ন হল এই সমবায়িকরণ ? সমস্ত দোকানগুলোর মালিক ও কর্মচারীরা সরাসরি একটা শ্রমিকসঙ্ঘে যোগ দিল। শ্রমিকসঙ্ঘের সব সদস্যের সাধারণ সভায় তারা সিদ্ধান্ত নিল যে অলাভজনক দোকানগুলোকে তুলে দেওয়া হবে। ১,১০০ দোকান থেকে ঝাড়াইবাছাই করে ২৩৫টি সংস্থা তৈরি হল। এর ফলে ভাড়া, বিদ্যুতের দাম ও কর বাবদ প্রতি মাসে ১,৩৫,০০০ পেসেতা সাশ্রয় করা সম্ভব হল। ২৩৫টি সংস্থার আধুনিকিকরণ করে সুন্দরভাবে সাজানো হল। সাশ্রয় থেকে শুরুতেই শ্রমিকদের মজুরি ৪০ শতাংশ বাড়ানো গিয়েছিল। প্রত্যেকের কাজ করার অধিকার ছিল এবং প্রত্যেকের মজুরি সমান ছিল। আগে যারা মালিক ছিল, তাদেরও ক্ষতি হয়নি। তারাও কাজ পেয়েছিল এবং তাদের উপার্জন স্থিতিশীল হয়েছিল। সমশর্তে ও সমবেতনে পাশাপাশি কাজ করে সবাই সমান অধিকার সম্পন্ন শ্রমজীবী মানুষে পরিণত হয়েছিল— নিচের দিক থেকে গড়ে ওঠা সমাজতন্ত্রের ছবি ফুটে উঠেছিল।

তাঁতশিল্পের সমবায়িকরণ

অসংখ্য শহরে ছড়ানো অসংখ্য কারখানা বা তাঁতঘরে নিযুক্ত প্রায় আড়াই লাখ তাঁতিকে সংগঠিত করে যৌথ সমবায়কে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা কোনওভাবেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু বার্সেলোনার শ্রমিকতন্ত্রী তাঁতশিল্প শ্রমিকসঙ্ঘ খুব অল্প সময়েই একাজ সম্পন্ন করেছিল এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল। সর্দার(বস)-দের একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিকরা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে মজুরি, কাজের শর্ত ও উৎপাদনের খুঁটিনাটি নির্ধারণ করা শুরু করে। শ্রমিকসঙ্ঘের সাধারণ সভায়

বা কাজের পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিশেষ সভায় সমস্ত সাধারণ সদস্যের মধ্যে খোলামেলা বিশদ আলোচনার মধ্য দিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকরী করার দায়িত্ব নির্বাচিত শ্রমিক-প্রতিনিধি কার্যনির্বাহকরা পালন করত। সাধারণ সভায় তার বিশদ প্রতিবেদনও পেশ করতে হত কার্যনির্বাহকদের। 'বৃহদাকৃতি জটিল কোনও করপোরেশন পরিচালনা করার ক্ষমতা শ্রমিকদের নেই'— তাঁতশ্রমিকদের কাজ এ অতিকথাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল ।

যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠার পর শ্রমিক সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে ১৯ জনকে বেছে নিয়ে একটা ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরি করেছিল। দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই কমিটি প্রতি তিন মাস ব্যবধানে সমবায়ের অবস্থা ও অগ্রগতি বিষয়ে ফিরতি প্রতিবেদন সমস্ত শ্রমিকদের সাধারণ সভায় দাখিল করত। তার উপর আলোচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ সভা পুনর্বার কাজের সাধারণ দিশা নির্দিষ্ট করত।

[প্রসঙ্গত, 'তাঁতশিল্পের সমবায় সংগঠনের কাঠামো' নামক এক প্রতিবেদনের 'সেকশন বি' থেকে উদ্ধৃত করা যায়:

> যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠা করার পর্যায়ে কারখানা বা তাঁতঘর দখলে নেওয়ার সময় ভূতপূর্ব মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য যে 'নিয়ন্ত্রণ কমিটি' গড়ে তোলা হয়েছিল, তা থেকে ক্রমে আমাদের 'প্রযুক্তি উপদেষ্টা কমিটি' গড়ে তুলতে হবে।... 'ফ্যাক্টরি কাউনসিল' ও 'ইউনিয়ন লোকাল'-য়ের ডাকা সাধারণ সভায় কারখানার সমস্ত শ্রমিকরা প্রতিনিধি নির্বাচন করে এই কমিটি গড়ে তুলবে।...

দৈনিক কাজ পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লেখা হয়েছিল :

> কোনও শহর বা কাউন্টি-র সব কারখানা/তাঁতঘরের ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা ও সমন্বয়সাধনের জন্য ভারপ্রাপ্ত একটি কমিটি তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কারখানা/তাঁতঘরের 'প্রযুক্তি উপদেষ্টা কমিটি'-গুলো প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠিয়ে এই ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি গড়ে তুলবে। অবশ্য এই বাছাই ওই শহর/কাউন্টির তাঁতশিল্প শ্রমিকসঙ্ঘের সাধারণ সভায় অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। — সাম ডলগফ]

সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতাদখলের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বড় মালিকরা শিল্পের সমস্ত নগদ পুঁজি নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল। সমবায়িকরণের পর পুঁজিবিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ ও অন্যান্য বাড়তি পাওনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, উচ্চবেতনভুক ব্যবস্থাপক/নির্দেশকদের বাতিল করা হয়েছিল, আরো নানা অপচয়মূলক খরচ বন্ধ করা হয়েছিল। এভাবে হওয়া সাশ্রয়ের মাধ্যমে যৌথ সমবায় সমিতি কাঁচামালের বর্ধিত খরচের সংস্থান করতে

পেরেছিল। এমনকি কৃত্রিম রেশম তৈরির জন্য দুটো যন্ত্রও বিদেশ থেকে কিনতে পেরেছিল। এরজন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা জোগাড় করা হয়েছিল পূর্ণ-প্রস্তুত পোষাক বিদেশে বিক্রি করে।

প্রতিটি কারখানায় সবচেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকদের বাছাই করে ব্যবস্থাপক কমিটি গড়া হত। কারখানার অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাজ, হিসেবরক্ষার কাজ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কারখানা ও এলাকার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগরক্ষা ছিল এই ব্যবস্থাপক কমিটির কাজ। গোটা শিল্প থেকে প্রকৌশলকুশলতায় বিচক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজে দক্ষ শ্রমিক, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবসা-বিশেষজ্ঞদের বেছে নিয়ে উচ্চপর্যায়ের 'প্রযুক্তি আয়োগ' তৈরি করা হয়েছিল। তার কাজ ছিল উৎপাদনবৃদ্ধি, শ্রমবিভাজন ও নতুন যন্ত্রস্থাপনের পরিকল্পনা তৈরি করা। এসব ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী হয়েছিল। সমবায়িকরণের কয়েক মাসের মধ্যে বার্সেলোনার তাঁতশিল্প আগের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। নিচুতলা থেকে গড়ে ওঠা সমাজতন্ত্র যে গণউদ্যোগ বিকাশের পরিপন্থী নয় তা প্রমাণিত হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল যে মানবউদ্যোগ বিকাশের ক্ষেত্রে লোভই একমাত্র চালিকাশক্তি নয়।

সমবায়িকরণের ফলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। কিছু কিছু কারখানায় সাপ্তাহিক কাজের সময় ৬০ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৪০ ঘন্টা করা গিয়েছিল। মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা গিয়েছিল। অতিরিক্ত সময় কাজ বা ওভারটাইম বন্ধ হয়েছিল। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরি ৬৮ পেসেতা থেকে বাড়িয়ে ৭৮ পেসেতা করা গিয়েছিল। শ্রমিকসঙ্ঘের সাধারণ সভায় শ্রমিকরা নিজেরা আলোচনা করেই মজুরি নির্ধারণ করত।

বার্সেলোনার তাঁতশিল্পের বহু শ্রমিক স্বেচ্ছায় গণসেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল, তার মধ্যে 'সি এন টি'-র সদস্য ছিল ২০ হাজার জন। যারা সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেয়নি, তারা তাদের সাপ্তাহিক মজুরির ১০ থেকে ১৫ শতাংশ তুলে দিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধের তহবিলে। ১৯৩৭ সালের শেষ ৩ মাসের হিসেব থেকে দেখা যায় তাদের এই অনুদানের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫ লাখ পেসেতা।...

ধাতুশিল্প ও অস্ত্রশিল্পের সমবায়িকরণ

ধাতুশিল্পকে তার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা ছিল কাতালোনিয়ার ধাতুশিল্প শ্রমিকদের চমকপ্রদ সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে ধাতুশিল্পের ৮০ হাজার শ্রমিক ফ্যাসিবাদবিরোধী বাহিনীর জন্য

যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরির কাজ করেছিল। অথচ গৃহযুদ্ধের শুরুতে এই ধাতুশিল্প ছিল খুবই খারাপ অবস্থায়। সবচেয়ে বড় কোম্পানি 'হিসপানো-সুইজা অটোমোবাইল কোম্পানি'-তে মাত্র ১,১০০ শ্রমিক কাজ করত। ১৯শে জুলাইয়ের পর কয়েকদিনের মধ্যেই এই কারখানাকে পুনর্সংগঠিত করে হাতবোমা, সাঁজোয়া গাড়ি, মেশিনগান বাহক গাড়ি, নিশ্চয়যান ইত্যাদি তৈরির উপযোগী করা হয়েছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী যোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহের জন্য। প্রথম যে সাঁজোয়া গাড়িটি তৈরি হয়, তার গা 'সি এন টি-এফ এ আই' শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতীক লাল-কালো রঙে রঙ করেছিল শ্রমিকরা। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন বার্সেলোনায় শ্রমিকরা প্রায় ৪০০ নতুন ধাতু কারখানা চালু করেছিল, যার বেশিরভাগই যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরি করত।

যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরিতে রূপান্তরিত কারখানার শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই 'সি এন টি'-র সদস্য ছিল। রাজনৈতিক পার্টিগুলো যখন ক্ষমতার দখলদারি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোঁদল পাকাচ্ছে, শ্রমিকতন্ত্রীরা তখন তার থেকে দূরে ফ্যাসিবাদী হামলাকে পরাজিত করার জন্য উৎপাদনশিল্প পুনর্গঠনে ব্যস্ত। এই কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩৬-য়ের আগস্ট মাসেই। একাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দক্ষ প্রযুক্তিবিদ ইউজেনিও ভালেজো, যাঁর আরেকটি পরিচয় যে তিনি একজন নিবেদিত-প্রাণ নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন যন্ত্রপাতি নিজেরাই বানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও দক্ষতা বহু বিশেষজ্ঞকে অবাক করেছিল। খুব কম যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছিল। শ্রমিকরা দ্রুত তৈরি করে ফেলেছিল সর্বোচ্চ ২৫০ টন অবধি চাপ তৈরি করার ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের ২০০টি জলচাপযন্ত্র, ১৭৮টি ঘূর্ণি লেদমেশিন, এবং বেশ কয়েক শো গুঁড়ো করার, ছিদ্র করার ও কাটার যন্ত্র। এক বছরের মধ্যেই তারা ১০লাখ ১৫৫ মিলিমিটার ক্ষেপনাস্ত্র, ৫০ হাজার হাওয়াই বোমা ও বেশ কয়েক লক্ষ গোলা উৎপাদন করেছিল। কেবল ১৯৩৭ সালের শেষ তিন মাসেই ১৫০লক্ষ বারুদখোল, ১০ লাখ হাতবোমার ক্যাপ ও বিপুল পরিমাণ অন্যান্য অস্ত্রাদি তারা উৎপাদন করেছিল।

এই সমস্ত কারখানা চলছিল শ্রমিকদের স্বব্যবস্থাপনায়। এই স্বব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের জোর করে অবসান ঘটানো হয় যখন ১৯৩৭ সালের পরে কারখানাগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কিন্তু ততদিনে বার্সেলোনার ধাতুশিল্পের যৌথ সমবায়ে শ্রমিকদের বিস্ময়কর কীর্তি শ্রমিক-স্বব্যবস্থাপনার সম্ভাবনার উজ্জ্বল নিদর্শন ইতিহাসপটে এঁকে দিয়েছে।

নেত্রসরঞ্জামশিল্পের সমবায়িকরণ

১৯শে জুলাইয়ের আগে স্পেনের নেত্রসরঞ্জাম উৎপাদকরা কারখানার মতো কোনও কাঠামোয় সংগঠিত ছিলনা। ১৯শে জুলাই ফ্যাসিবাদী সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে এই নেত্রসরঞ্জাম উৎপাদকরাও অংশ নিয়েছিল। লড়াই থেমে আসতে নেত্রসরঞ্জাম উৎপাদকরা তাদের ছড়ানো-ছেটানো উৎপাদনশালাগুলোকে একত্রিত করে যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। তাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল উৎপাদনশালাগুলোয় কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করা যাতে কোনও মালিক অর্থ বা দ্রব্যের তহবিল নিয়ে গাঢাকা না দিতে পারে। যে মালিকরা সমবায়িকরণ মেনে নিয়েছিল, তাদের শ্রমিকদের সঙ্গে একই শর্তে ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমবায়ের সদস্য করা হয়েছিল।... উৎপাদনপদ্ধতির আধুনিকিকরণ ও উন্নয়নের উপায় আলোচনা করে কার্যকরী করা হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মজুরি-বৈষম্য দূর করা হয়েছিল এবং পরিবার-ভিত্তিক মজুরি চালু করা হয়েছিল। ২৪ বছর বা তার বেশি বয়সের যে কোনও শ্রমিকের মজুরি ছিল মাসিক ৪০০ পেসেতা এবং পরিবারে তার উপর নির্ভরশীল সদস্যদের মাথাপিছু আরও ৫০ পেসেতা। পরিবারের নির্ভরশীল যদি রক্তসম্পর্কে সম্বন্ধিত না হত বা একই শিল্পের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী না হত, তাতেও কোনও ব্যত্যয় হতনা। নেত্রসরঞ্জাম তৈরির একটি নতুন আধুনিক কারখানা শ্রমিকরা নিজেদের হাতে গড়ে তুলেছিল। এই কাজে তারা অসাধারণ সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়েছিল। শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় দেওয়া চাঁদার টাকায় এই কারখানা গড়ে উঠেছিল। খুব দ্রুতই এই কারখানায় অপেরা গ্লাস, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, সমীক্ষণ যন্ত্র, শিল্পোৎপাদনের সরঞ্জাম হিসেবে ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত নানা আকারের নানারঙা কাচের বাসন তৈরি শুরু হয়ে গিয়েছিল। (শ্রমিকরা নৈরাষ্ট্রবাদী যোদ্ধাবাহিনীর নেতা বুয়েনাভেনচুরা দুরুতি-কে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে উপহার দিয়েছিল।) একটি অত্যাধুনিক নেত্রসরঞ্জাম শিক্ষাশালা স্থাপন করা ছিল শ্রমিকদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি।... এর জন্য শ্রমিকরা যথার্থই গর্বিত বোধ করতে পারে। পুঁজিপতিরা যার নাগাল পায়নি, 'সি এন টি'-র নেত্রসরঞ্জাম শ্রমিকসংঘের শ্রমিকদের সৃজনীশক্তি তা করে দেখিয়েছিল।

[অগস্তিন সোউচি, নাখট্ উবের স্পানিয়েন, পৃষ্ঠা: ৯৮-১১০। সাম ডলগফের সংযোজনগুলো 'দি অ্যানার্কিস্ট কালেকটিভস...' বইয়ের অন্তর্গত]

৪
আরাগঁর মধ্য দিয়ে যাত্রার অভিজ্ঞতা

অগস্তিন সোউচি

কালান্দা

মুক্তিকামী যুবসম্প্রদায় ছিল কালান্দার বিপ্লবের চালিকাশক্তি। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই গ্রামের জীবন আমূল বদলে গিয়েছিল। ১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাইয়ের পর ঘটা এই সৃজনশীল বদলের কৃতিত্ব যুবসমাজের প্রাপ্য।

গ্রামের কেন্দ্রের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের কানে ভেসে আসছিল বিপ্লবের আবাহনীগান: 'চল ব্যারিকেডের দিকে! চল ব্যারিকেডের দিকে! কনফেডারেশন-য়ের জয়ের পক্ষে দাঁড়াও সবাই!' ('সি এন টি- এফ এ আই'-কে কখনও কখনও সদস্য-সমর্থকরা 'আমাদের কনফেডারেশন' বলে উল্লেখ করত।) ফেলে আসা শতাব্দীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে স্মরণ করে যুবরা মাইকে বাজাচ্ছিল পুরানো নৈরাষ্ট্রবাদী গান: 'হিজোস দেল পুয়েবলো' (জনগণের সন্তানরা)।

গ্রামের কেন্দ্রে গির্জার ঠিক উল্টোদিকে নতুন তৈরি একটা ফোয়ারা। গ্রানাইট পাথরে তৈরি ফোয়ারার বেদিমূলে বড় অক্ষরে খোদাই করা হয়েছে: 'সি এন টি — এফ এ আই— জে জে এল এল' ('জে জে এল এল' হল মুক্তিকামী যুব সংগঠনের নামের আদ্যক্ষর)। এই ফোয়ারা এখন গোটা গ্রামের গর্ব। কয়েকজন তরুণ নৈরাষ্ট্রবাদীর বানানো নকশা অনুযায়ী নির্মাণশ্রমিকরা এটা তৈরি করে দিয়েছে।

গ্রামের ৪,৫০০ অধিবাসীর মধ্যে ৩,৫০০ জন 'সি এন টি'-র সঙ্গে যুক্ত। নতুন মুক্ত সমাজ গঠনের আদর্শকে সামনে রেখে গ্রামের উৎপাদন ও বন্টন সংগঠিত হচ্ছে। ১৯শে জুলাইয়ের আগে এ গ্রামে প্রজাতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রীদের কোনও চিহ্ন ছিলনা, কিন্তু এখন নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাদেরও সাদরে গ্রহণ করেছে সহনশীলতা ও সহাবস্থান চর্চার অঙ্গ হিসেবে।

যৌথ সমবায়ের সদস্য ও ব্যক্তিমালিকানা রক্ষাকারী (ক্ষুদ্র কৃষক) উভয়ের মধ্যে আন্তরিক ও সহৃদয় সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামে দুটি পানশালা রয়েছে। সমবায়ীদের পানশালায় বিনামূল্যে কফি পান করা যায়। আর ব্যক্তিমালিকানাপন্থীদের জন্য নির্দিষ্ট অন্য পানশালায় মূল্য চুকিয়ে কফি পান করতে হয়। সমবায়ের অধীনে একটা নাপিতঘরও রয়েছে। সেখানে বিনামূল্যে চুল কাটা যায় ও চাইলে সপ্তাহে দুবার দাড়ি কাটা যায়।

টাকা-পয়সার বিলোপ ঘটিয়ে তার জায়গায় রসিদ চালু করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, মাংস ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সুপ্রচুর থাকলে যার যেমন চাহিদা তেমন দেওয়া হয়, আর প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলে সবাইকে সমপরিমাণে বন্টন করা হয়। সপ্তাহে মাথাপিছু প্রত্যেকের জন্য ৫ লিটার ওয়াইন বরাদ্দ করা হয়েছে যৌথ সমবায় থেকে। স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসা ও ওষুধপত্রও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এমনকি ডাকটিকিটও বিনামূল্যে। কোনও ভাড়ার কারবার নেই। সমবায়ী ও ব্যক্তিমালিকানাপন্থী উভয়ের জন্যই বাসস্থান, ঘর-মেরামতি, জল, গ্যাস ও বিদ্যুতের সংস্থান বিনামূল্যে করার দায়িত্ব যৌথ সমবায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কাছেই একটা জলপ্রপাত থেকে গ্রামের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নেওয়ার কাজ চালু করেছে সমবায়। পোষাক-পরিচ্ছদের কোনও অভাব নেই। তেলের বিনিময়ে প্রয়োজনমতো কাপড়চোপড় নিয়ে আসার জন্য বার্সেলোনার একটি তাঁত কারখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে ৪০ জন গ্রামবাসীকে নির্দিষ্ট করে তাদের পোষাক ও বস্ত্রাদির চাহিদা মেটানো হয়।

৬ জন সদস্যকে নিয়ে একটি পৌর কমিটি তৈরি করা হয়েছে— ৩ জন 'সি এন টি' থেকে এবং বাকি ৩ জন মুক্তিকামী যুব সংগঠন থেকে। এই পৌর বেশকিছু সাধারণের জন্য স্নানাগার তৈরি করেছে। তারা একটি গ্রন্থাগারও তৈরি করেছে এবং নিয়মিত নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আয়োজন করে। যৌথ সমবায়ের মধ্যে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনশালাও যুক্ত হয়েছে। কিছু ছোট দোকান তাদের পৃথক ব্যবসা বজায় রাখতে চায়। এই কয়েকটি দোকান ছাড়া গ্রামের

আর সব প্রতিষ্ঠানই সমবায়ের মধ্যে এসেছে। চাষের সময় এক-একটা জমি চাষ করার জন্য ১০ জনের এক-একটা দল তৈরি করা হয়। নিজেদের পছন্দ, সুবিধা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে সমবায়ীরা নিজেরাই নিজেদের চাষের দল তৈরি করে নেয়। প্রতিটি দল তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রয়োজনমতো মিলিত হয়ে সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ও সমন্বয় বজায় রাখে। ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ৭০ হাজার পেসেতা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে পৌর কমিটি তা সমবায়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু বাইরে থেকে কিনে আনার জন্য ব্যবহার করেছে।

মুক্তিকামী আদর্শে গড়ে তোলা একটা নতুন ইস্কুল সমবায়ীদের অত্যন্ত আদর ও গর্বের ধন। এখানে ইস্কুলটি 'ফেরের ইস্কুল' নামে পরিচিত। পুরানো একটি কনভেন্টের ভবনে ইস্কুলটি শুরু হয়েছে। গ্রামের যৌথ সমবায়ের অনুরোধে বার্সেলোনা থেকে ১০ জন শিক্ষক এসে এখানকার শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ইস্কুলের জন্য টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, লিখনসামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু যৌথ সমবায়ই জোগাড় করেছে। নতুন এই ইস্কুলে পশুপালন ও গাছের চারা পালন শিক্ষার অন্তর্গত করা হয়েছে। গুটিকয় তুলনামূলক সুবিধাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হওয়া এই ইস্কুলে এখন ১,২৩৩ জন ছাত্রছাত্রীর সংস্থান হয়েছে। প্রতিভার স্ফূরণ দেখানো ছাত্রছাত্রীদের এখান থেকে 'কাম্পে'-র হাইস্কুলে পাঠানো হয়। সবই পুরোপুরি যৌথ সমবায়ের খরচে। কালান্দা গ্রাম থেকে যারা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণসেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তারা তাদের খরচের জন্য পাওয়া অর্থ থেকে সাশ্রয় করে করা সঞ্চয় তাদের পরিবারের কাছে পাঠায় না, পাঠায় আরও বড় পরিবার যৌথ সমবায়ের খরচ চালানোর জন্য।

মুনিয়েসা

১৯৩৬ সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে অবধি মুনিয়েসা-র ১,৭০০ বাসিন্দা সমবায়িকরণের জন্য তেমন কোনও তাগিদ অনুভব করেনি। এই এলাকায় ফ্যাসিবাদীদের হামলার কোনও আশঙ্কা ছিলনা। যুদ্ধের আঁচ তেমন এসে পৌঁছয়নি। এই এলাকায় কোনও বড় ভূস্বামী ছিলনা, ফলে কোনও জমিদখলের আন্দোলনও হয়নি। এখানে ছিল কেবল নিজেদের ছোট জোত চাষ করে ক্ষুন্নিবৃত্তির সংগ্রামে নিরত গরিব কৃষকেরা।

কিন্তু ১৯শে জুলাইয়ের পর আলস্যের ঘোর কাটিয়ে মুনিয়েসা নতুন প্রাণোচ্ছাসে স্পন্দিত হয়ে উঠল। এই নতুন মেজাজের প্রতীক ছিলেন জোয়াকুয়িঁ ভালিয়েন্তে। ভালিয়েন্তে বার্সেলোনায় ১৭ বছর কাটিয়েছিলেন।

সেইসময় তিনি মুক্তিকামী ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি এখন মুনিয়েসায় ফিরে এলেন নৈরাষ্ট্রবাদে আস্থাশীল এক অগ্নিবর্ষী প্রচারক হিসেবে। তাঁর প্রচারিত যৌথ সমবায় গঠন করার ডাক উর্বর জমিতে পড়ল। কৃষকদের দিন ভালো যাচ্ছিল না এবং বদলের জন্য তারা উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কৃষকরা যৌথ সমবায় গঠনের সিদ্ধান্ত নিল এবং জোয়াকুয়িঁ ভালিয়েন্তেকে নগরপাল হিসেবে নির্বাচিত করল।

মুক্তিকামী সাম্যবাদী কমিউনের আদর্শে যৌথ সমবায় গড়ে তোলার কাজ শুরু হল সমস্ত গ্রামবাসীদের সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে। ভালিয়েন্তে সভা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর সামনে টেবিলে ক্রোপোটকিনের ধ্রুপদী গ্রন্থ 'রুটি বিজয়' (দি কঙকোয়েস্ট অফ ব্রেড) খোলা ছিল। একজন সভ্য বই থেকে একটা অংশ পড়ে শোনানোর পর বলছিল, 'এই হল নতুন ধর্মবার্তা! এখানেই সাদাকালোয় লেখা আছে কীভাবে সবার মঙ্গল সংগঠিত করা যায়।'

গ্রামের মধ্যে এক বারোয়ারি কেন্দ্রে সমস্ত কৃষক তাদের উৎপাদন নিয়ে এসে জমা দেওয়া শুরু করল আর সেখান থেকেই রুটি, মাংস, তেল, ওয়াইন ও অন্যান্য কিছু দ্রব্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। অবশ্য অনেক পণ্যদ্রব্যই বাইরে থেকে কিনে আনতে হত। গ্রামের নবগঠিত গণপরিষদ সবার প্রয়োজন মতো দ্রব্য একলপ্তে কিনে আনার ব্যবস্থা করত। ঠিক করা হয়েছিল যে কিছু কিছু দ্রব্য বিনামূল্যেই দেওয়া হবে। বাকি দ্রব্যগুলো উপভোক্তাদের মূল্য দিয়ে কিনতে হবে। এই বিনিময়কাজে ব্যবহারের জন্য গণপরিষদ ১ লাখ পেসেতা মূল্যের স্থানীয় 'নোট' ছেপেছিল, যা কেবলমাত্র গ্রামের মধ্যেই ব্যবহারযোগ্য ছিল। যৌথ সমবায়ের বারোয়ারি ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনমতো কেনাকাটা করার জন্য প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা নারীকে দৈনিক ১ পেসেতা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক ৫০ সেন্তিমে দেওয়া হত।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'বিনামূল্যে যতখুশি ওয়াইন দিলে অতিরিক্ত পানাভ্যাস তৈরির আশঙ্কা হয়না ?'

উত্তর পেয়েছিলাম: 'কখনোই না। এখানে কেউ অতিরিক্ত পান করে মাতলামি করেনা। এক বছর হল আমরা এই ব্যবস্থার মধ্যে আছি এবং আমাদের ব্যবস্থা নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট।...'

১ লাখ পেসেতা মূল্যের আঞ্চলিক মুদ্রার মধ্যে মাত্র ১১ হাজার পেসেতা মূল্যের মুদ্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলনের জন্য ছাড়া হয়েছিল, বাকি ৮৯ হাজার গণপরিষদের কাছে গচ্ছিত ছিল সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে। আঞ্চলিক মুদ্রা

কেবল বিনিময়ের প্রতীকী মাধ্যম হিসেবেই কাজ করত, তা নিয়ে কোনও সুদের কারবার চলত না। প্রত্যেককেই সমপরিমাণ মুদ্রা বরাদ্দ করা হত। কেউই তা জমিয়ে রেখে বাজারে খাটানোর স্বপ্ন দেখত না কারণ পুঁজি পুঞ্জীভবন অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল।

শিশুদের শিক্ষাই ছিল বয়স্কদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। না ছিল শিক্ষক, না ছিল যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষাসামগ্রী। বাইরে থেকে শিক্ষকদের আকর্ষণ করে আনার জন্য গণপরিষদ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বার্সেলোনার শিক্ষকদের সংগঠন শিক্ষক পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যতদিন না তারা আসছে, গ্রামেরই দুজন বয়স্ক মানুষ কিশোর-কিশোরীদের লিখতে-পড়তে শেখাচ্ছিলেন।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আমি ও আমার যাত্রাসঙ্গী আমাদের জন্য বন্দোবস্ত হওয়া রাত-কাটানোর আবাসে ফিরে এসেছি। পরের দিন ভোরেই আমরা এই গ্রাম ছেড়ে রওনা হয়ে যাব। হাত-পা ছড়িয়ে দুজনে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া ভাবনাগুলো মুখ ফুটে বেরিয়ে এল:

> এই শতকের গোড়ায় কিছু সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ ভেবেছিল সমাজতন্ত্র সম্ভব, আবার অন্য কিছুজন ভেবেছিল যে তা নেহাতই অলীক কল্পনায় গড়া সুখরাজ্য। আজ ওইসব বিদ্যায়তনিক আলোচনাকে নেহাতই বিমূর্ত বাস্তববিমুখ বলে মনে হচ্ছে যখন নিজের চোখে দেখছি এ গ্রামের কৃষকরা তাদের সহযোগিতা ও শ্রম দিয়ে বাইরের কোনও চাপান ছাড়াই নিজেদের গ্রামকে মুক্ত কম্যুনের রূপ দিয়ে নতুন সুন্দর জীবন গড়ে তুলছে। এই কৃষকরা তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানেনা। কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতার জোরে বলীয়ান তাদের সুপুষ্ট সাধারণ জ্ঞানই তাদের বলে দিয়েছে একা চেষ্টা করার চেয়ে একযোগে চেষ্টা করলেই ফল পাওয়া যায় বেশি। প্রজাতন্ত্রী স্পেনের সর্বত্র ছড়ানো শয়ে শয়ে গ্রামে আজ এমনটাই ঘটছে।...

আলবালাতে ডি সিনকা

আলবালাতে ডি সিনকা আরাগঁ প্রদেশের একটি গ্রাম। কাতালোনিয়ার সীমান্ত থেকে তা খুব দূরে নয়। মুনিয়েসার মতো এখানকার কৃষকরাও রাজনৈতিক তত্ত্ব বা সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব সম্পর্কে খুব কমই ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু আরও অনেক জায়গার মতো এখানেও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা একজোট হয়ে এলাকার ফ্যাসিবাদপন্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে যৌথ সমবায় সংগঠিত করেছিল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথমে বেশ কিছু ভুল করে ফেললেও, একবছরের মধ্যেই অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নতুন ব্যবস্থা গঠনে প্রচুর অগ্রগতি

ঘটাতে পেরেছিল। 'এখন অবস্থা আগের থেকে ভালো। আগে আমাদের অনাহারের কিনারায় বাস করতে হত, এখন খাদ্যের অভাব নেই। আর অন্যান্য জিনিষপত্রও পাচ্ছি বিনামূল্যে...', একজন বৃদ্ধ কৃষক বলছিলেন।

সকাল সাতটা বাজে। গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই কাজে লেগে গেছে। যৌথ সমবায়ের দপ্তর বারোয়ারি কেন্দ্রে বসে আছি। এক বয়স্ক মহিলা হাজির হলেন। বাতে ভুগে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। লেরিডা-য় গিয়ে এ রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে আসার খরচখরচা বরাদ্দের জন্য তিনি আবেদন করলেন। গ্রামের ভিতরের কাজকর্মে টাকার ব্যবহার অবলুপ্ত হলেও বারোয়ারি কেন্দ্র নিজ হেফাজতে একটা সংরক্ষিত তহবিল বজায় রেখেছে যার থেকে গ্রামের বাইরে প্রয়োজনীয় খরচ চালানো যায়। বারোয়ারি কেন্দ্রের দপ্তরি মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কাছে কি চিকিৎসকের সুপারিশ করা ব্যবস্থাপত্র আছে?' মহিলা বললেন, 'না।' দপ্তরি তখন বললেন, 'তাহলে তো আমি আপনাকে যাতায়াত ভাড়া দিতে পারব না। গ্রামের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের গ্রামের চিকিৎসকের সুপারিশ করা ব্যবস্থাপত্র থাকলে তবেই যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হবে।' মহিলা তখন গ্রামের চিকিৎসকের কাছে চললেন। মহিলা চলে যাওয়ার পর দপ্তরি আমায় ব্যাখ্যা করে বলতে লাগল: 'আগে তো প্রায় কেউই লেরিডা শহরে যেত না। এখন যেহেতু যাতায়াতের খরচ লাগেনা, সবারই হঠাৎ লেরিডায় যাওয়ার কোনও না কোনও প্রয়োজন এসে পড়েছে।' দপ্তরি কি একটু অতিরিক্ত কড়াকড়ি করতে অভ্যস্ত? যাই হোক না কেন এখন গ্রামের চিকিৎসকের উপরই নির্ভর করছে এ ব্যাপারে কী হবে।

গ্রামের চিকিৎসকের নাম হোসে মারিয়া পুয়েরো। মাঝামাঝি বয়স, সারাগোজা থেকে এখানে এসেছেন, এখন এই গ্রামেই থাকেন। ১২ বছর ধরে তিনি গ্রামের মানুষদের চিকিৎসা করছেন। এখানকার মানুষদের শরীরের অবস্থা ও স্বাস্থ্যপরিষেবা সংক্রান্ত প্রয়োজন তিনি নিবিড়ভাবে জানেন। তিনি মুক্তিকামী ধ্যানধারণাসম্পন্ন, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক পার্টি বা সংগঠনের সদস্য নন। গ্রামের সবাই তাঁকে পছন্দ করে। স্পেনের আরও বহু গ্রামের মতো আলবালাতে ডি সিনকা-তেও আগে রেওয়াজ ছিল চুক্তি অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রতি বছর গ্রামের চিকিৎসকের হাতে তাঁর দেওয়া পরিষেবার পারিতোষিক হিসেবে তুলে দেওয়া। এখন যৌথ সমবায় গঠনের পর তা বদলে গেছে। গ্রামের ভিতরে টাকার ব্যবহার তো এখন অবলুপ্ত। তাই চিকিৎসক পুয়েরোকে প্রশ্ন করলাম যে তাঁর পারিতোষিক এখন কীভাবে দেওয়া হয়।

পুয়েরো বললেন, 'সমবায়-ই আমার সমস্ত প্রয়োজন মেটায়।'

আমরা বললাম, 'খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও তো নিশ্চয়ই আপনার অন্য আরও প্রয়োজন আছে। চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, বইপত্র ও আরও বহু জিনিষ তো আপনার প্রয়োজন।'

পুয়েরো বললেন, 'সমবায়-ই সেসবের দায়িত্ব নেয়। শহরের কোনও হাসপাতালে যেমন হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট চিকিৎসকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত যোগান ও পরিষেবা বজায় রাখার দায়িত্ব নেয়, তেমনই আমাদের গ্রামে তা করে যৌথ সমবায়।...'

কথার মাঝে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন আনা বই তিনি আমাদের দেখালেন। বার্সেলোনায় দিনকয়েক কাটিয়ে সমবায়ের বরাদ্দ করা অর্থে তিনি এগুলো কিনে এনেছেন। গ্রামে কোনও ঔষধালয় নেই। চিকিৎসক তাই তাঁর নিজের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসাদ্রব্য নিজেই রোগীদের সরবরাহ করেন।

সমবায়িকরণ সম্পর্কে আমরা তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন:

> আমার মতে, পুঁজিবাদের তুলনায় সমবায়িকরণ নৈতিকভাবে শ্রেয়। সমবায়িকরণ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে পারে। এই নতুন ব্যবস্থা এখনও নিখুঁত হয়ে ওঠেনি।...এর প্রধান খামতিগুলো বিকাশের অসম হার থেকে জন্ম নেয়।...শহরগুলোয় যখন এখনও টাকার ব্যবস্থা বজায় আছে, বেশিরভাগ গ্রামীণ সমবায় টাকার ব্যবহার উঠিয়ে দিয়েছে। অনেক গ্রাম আবার তার নিজস্ব টাকা চালু করেছে। এভাবে হবেনা। টাকার বিলোপসাধন করতে হলে গোটা স্পেন জুড়ে সর্বত্র তা করতে হবে। আর টাকাকে যদি রাখতেই হয়, তাকে সর্বত্র নির্দিষ্ট হারে বিনিময়যোগ্য রূপে রাখতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক টাকা চালু করা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু আবারও বলি, সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে টাকার বিলোপসাধন করতেই হবে এবং সমস্ত অপূর্ণতা নিয়েও মুক্তিকামী সাম্যবাদী ব্যবস্থা পুঁজিবাদের তুলনায় অসীম পরিমাণে বেশি ভালো।...

এর কয়েক দিন পরে বারবাসত্রো-র শ্রমিকদের যৌথ সমবায় দেখতে যাওয়ার পথে যৌথ সমবায়ের অর্থনীতি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম। চিকিৎসক পুয়েরোর সঙ্গে কথোপকথন উল্লেখ করে আমি বলেছিলাম:

চিকিৎসক পুয়েরো যে মাত্রায় গোটা স্পেন জুড়ে এক বিনিময় মাধ্যমের কথা বলেছেন, সে মাত্রাতেই সমবায়িকরণ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা বাস্তবে প্রোথিত। কিন্তু উল্টোদিক থেকে বিচার করলে, একটি একরূপীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে অর্থনৈতিক সর্বাত্মকতাবাদের পথে ঠেলে নিয়ে যায়।... মজুরিশ্রম ছাড়া চালিত ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদনের সঙ্গে যৌথ সমবায়ের সহাবস্থানের মতো অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য অর্থনীতির উপর বিষম প্রভাব ফেলবে না, বরং তা হল মুক্ত সমাজ গড়ে ওঠার আবশ্যকীয় পূর্বপ্রয়োজন, একটা স্বাভাবিক প্রকাশ। অপরদিকে, রাষ্ট্র তার নিজের তাগিদে একরূপীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়, যা অবশ্যম্ভাবীভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব ডেকে আনে।...

[অগস্তিন সোউচি, নাখট্ উবের স্পানিয়েন,
পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৯, ১৪৫-১৪৭, ১৪৭-১৪৯, ১৫১।]

৫
সমবায়িকরণ

গাস্তঁ লেভাল

স্বাস্থ্য পরিষেবার সমবায়িকরণ

স্বাস্থ্য পরিষেবার সমবায়িকরণ ছিল কাতালোনিয়ার বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর অন্যতম। সঠিকভাবে এর কদর দিতে হলে খেয়ালে রাখতে হবে ১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাইয়ের পর কতনা অল্প সময়ের মধ্যে কমরেডরা কাতালোনিয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ভেঙে-পড়া অবস্থা থেকে আবার গড়ে তুলেছিল। সম্পদ সঞ্চয়কে ঘিরে যাদের কোনও উচ্চাশা নেই, দুর্গত মানুষকে সেবা করাই যাঁরা জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন, এমন কিছু চিকিৎসক এই পুনর্গঠনে আত্মনিবেদন করে ভরসা যুগিয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাস্থ্যকর্মীদের শ্রমিকসঙ্ঘ গড়া হয়েছিল। মালবাহক থেকে চিকিৎসক ও প্রশাসক অবধি বিভিন্ন বিভাগের সব স্বাস্থ্যকর্মী সংগঠিত হয়ে এই শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন।...

প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যে ৮ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী শ্রমিকসঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল (এই হিসেবের মধ্যে মালিশ করা ও ব্যায়াম অনুশীলন করানো কর্মীদের ধরা হয়নি, কারণ তাঁদের সংখ্যার কোনও হিসেব আমাদের কাছে ছিলনা।) 'ইউ জি টি' আর একটি স্বাস্থ্যকর্মীদের শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করেছিল। তবে তাদের তুলনায় আমাদের 'সি এন টি'-র সঙ্ঘে সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল, যেমন, চিকিৎসকদের মধ্যে ১,০২০ জন যোগ দিয়েছিল 'সি এন টি'-র সঙ্ঘে আর ১০০ জন যোগ দিয়েছিল 'ইউ জি টি'-র সঙ্ঘে। 'সি এন টি'-র সঙ্ঘের সদস্যদের

একটা আংশিক তালিকা দেওয়া যেতে পারে এরকম: ১,০২০ জন চিকিৎসক, ৩,২০৬ জন পরিষেবিকা, ১৩৩ জন দন্তবিশেষজ্ঞ, ৩৩০ জন ধাত্রী, ২০৩ জন শিক্ষানবিশ চিকিৎসক, ১৮০ জন ঔষধনির্মাতা, ৬৬ জন শিক্ষানবিশ ঔষধনির্মাতা, ১৫৩ জন ভেষজ বিশেষজ্ঞ, ৩৫৩ জন নির্বীজক, ৭১ জন রঞ্জনরশ্মি-প্রকৌশলী ও ২০০ জন পশু-চিকিৎসক।

শ্রমিকসঙ্ঘ কেবল নতুন সদস্য সংগ্রহে নিজেকে ব্যস্ত রাখেনি, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পুনর্গঠন করাই তার লক্ষ্য ছিল। বিপ্লবের আগে যারা এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি, তেমন চিকিৎসকদের মধ্যেই এই পুনর্গঠনকে ঘিরে উৎসাহ ও উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল। অস্বাভাবিক মনে হলেও সত্য যে এই চিকিৎসকরাই এব্যাপারে সবচেয়ে দুঃসাহসী বিপ্লবীর ভূমিকা নিয়েছিল।...

স্পেনের আবহাওয়া সাধারণভাবে শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। তবু গোটা ইউরোপের মধ্যে এই স্পেনেই শিশুমৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে বেশি। শুধু দারিদ্র আর স্বাস্থ্যপরিষেবার অভাব এর কারণ নয়, সরকারের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে নিজেদের ধনী করে তোলায় ব্যস্ত কিছু অসাধু মুনাফাবাজ চিকিৎসকদের চক্রও এর জন্য দায়ী ছিল।

আমাদের কমরেডরা একটা নতুন স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।...নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা গোটা কাতালোনিয়াকেই তার পরিসরে নিয়ে এসেছিল। একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে তা নিজেকে বিস্তৃত করেছিল। কাতালোনিয়া নয়টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল: বার্সেলোনা, তারাগোনা, লেরিদা, রেউস, বোরঘিডা, রিপোল এবং হ্যটে পিরেনিজ। নতুন স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাও এই নয়টি অঞ্চলের কেন্দ্রে নিজেকে সংগঠিত করেছিল যাতে চারপাশের সব গ্রাম ও ছোট শহরগুলোতেও পরিষেবা পৌঁছানো যায়। কাতালোনিয়া জুড়ে ২৭টি ছোটবড় শহরে মোট ৩৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এমন নিবিড়ভাবে কাজ করেছিল যে প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি ক্ষুদ্র পল্লীতে, পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন বসতির প্রতিটি কৃষকের কাছে, মহিলা ও শিশুর কাছে অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। নয়টি অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা একটি প্রতিনাধি-সভা নির্বাচিত করত। এছাড়া শাখাগুলো তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে গড়ে তুলেছিল একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি যা বার্সেলোনা থেকে কাজ করত। প্রতিটি বিভাগ তার নিজের কার্যবৃত্তে স্বাধিকারসম্পন্ন ছিল, কিন্তু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। বার্সেলোনার কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি সাধারণ

সমস্যাকে চিহ্নিত করে সাধারণ পরিকল্পনা গঠনের জন্য সপ্তাহে অন্তত একদিন প্রতিটি শাখার প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করত ।...

এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিসভাগুলোর পরিচালিত প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষের কাছে আশু সাহায্য পৌঁছে দিত। এলাকার সব হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিনিধিসভা পালন করত। বার্সেলোনায় ৬টি নতুন হাসপাতালও খোলা হয়েছিল।... পাইন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের উপর আদর্শ জায়গায় অবস্থিত ধনীদের বিলাসভবনের দখল নিয়ে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছিল। একাজ মোটেই সহজ ছিলনা। এদের মধ্যে অন্যতম যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালটি বিশ্বের যে কোনও দেশেই সর্বশ্রেষ্ঠ কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মতো ছিল।... বিভিন্ন শাখার চিকিৎসা পরিষেবা এক জায়গায় জড়ো করে বহুমুখী চিকিৎসার হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছিল যাতে অসুস্থ রোগীদের অত্যধিক যাতায়াতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া যায়।...

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চিকিৎসাব্যবস্থা যখন ধনবানদের পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল, তখন 'বাড়তি' চিকিৎসকের অস্বাভাবিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। পক্ষান্তরে এই সমবায়িকৃত চিকিৎসাব্যবস্থায় এতাবধি সুচিকিৎসা না পাওয়া সুবিধাহীন সাধারণ মানুষকে পরিষেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসকের অভাব দেখা দিল।...

কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে চিকিৎসকের দাবি এসে পৌঁছলে, সেই অঞ্চলের প্রতিনিধিসভা প্রথমে বিশ্লেষণ করত কী ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা তাদের প্রয়োজন, তারপর সেই প্রয়োজন সবচেয়ে ভালোভাবে মেটাতে সক্ষম চিকিৎসককে তাদের তালিকায় লভ্যজনেদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে সেখানে পাঠাত। সেই চিকিৎসক যেতে অস্বীকার করলে দেখা হত যে সত্যিই তার না যেতে পারার যথার্থ কারণ আছে কিনা। তা না থাকলে সেই চিকিৎসককে শাস্তিস্বরূপ সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত। হাসপাতালের সমস্ত খরচ দিত জেনেরালিতাত (কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সরকার) ও পুরসভা। বহুমুখী চিকিৎসার নতুন হাসপাতালগুলো এলাকার স্বাস্থ্য প্রতিনিধিসভা ও পুরসভার যৌথ তত্ত্বাবধানে চলত। সবরকম স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পুরোটাই সমবায়ের মধ্যে আনা যায়নি। তবে কাতালোনিয়ায় সবগুলো হাসপাতাল, সব স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র, সব স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধার কেন্দ্র এবং অধিকাংশ দন্তচিকিৎসাকেন্দ্রই সমবায়িকৃত হিসেবে স্বাস্থ্য প্রতিনিধিসভার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। চিকিৎসাকে ঘিরে ব্যক্তিগত ব্যবসার অবসান ঘটিয়ে তাকে

সমবায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করাই মূল লক্ষ্য ছিল। কিছু চিকিৎসক তখনও ব্যক্তিগত পেশাচর্চা বজায় রেখেছিল, কিন্তু চিকিৎসার নামে ব্যবসার সবচেয়ে ব্যাপ্ত কুচর্চাগুলোর অবসান ঘটানো গিয়েছিল। শল্যচিকিৎসার খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছিল। রোগীরা পরিষেবার মূল্য দিত স্বাস্থ্য প্রতিনিধি সভার কাছে, সরাসরি চিকিৎসকের কাছে নয়। সমবায় নতুন যে চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো তৈরি করেছিল, সেখানে শল্যোপচার ও দাঁত তোলা হত নিখরচায়। মনোচিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হওয়া মনোরোগীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছিল।

পুরোনোকালের সুবিধাভোগী চিকিৎসকরা এসব পরিবর্তনের বিরোধিতা করত। কিন্তু তরুণ ও কম সুবিধাপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা নতুন সমবায় সংগঠনের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করত। তরুণ চিকিৎসকরা ছিল উৎসাহে ভরপুর। পুরানো ব্যবস্থায় এই তরুণ চিকিৎসকদের নামমাত্র বা বিনা পারিশ্রমিকে বছরের পর বছর খাটতে হত এবং নিজের স্বাধীন পসার বানানোর জন্য বৃদ্ধ নামজাদা চিকিৎসকদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হত। সেই গ্লানির জীবন থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে।

হাসপাতালে প্রতিদিন ৩ ঘন্টা কাজের জন্য চিকিৎসকদের মাসিক ৫০০ পেসেতা পারিশ্রমিক দেওয়া হত। হাসপাতালের চিকিৎসকরা ব্যক্তিগতভাবে পেশাচর্চা করতে পারত না। একজন দৈহিক শ্রমদানকারী দৈনিক ৭ ঘন্টা কাজের জন্য মাসে ৩৫০ থেকে ৪০০ পেসেতা মজুরি পেত। বিভিন্ন ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে মজুরির বৈষম্য কতটা দূর করা গিয়েছিল পাঠক নিজেই বিচার করুন।

চিকিৎসাকর্মীদের মধ্যে মজুরি বৈষম্য কমিয়ে আনার মধ্য দিয়ে হওয়া সাশ্রয় থেকে অন্য নানা খরচা চালানো সম্ভব হয়েছিল। কিছু চিকিৎসক আকাশচুম্বী পারিতোষিক নিচ্ছে আর অন্যরা অভাবে ভুগছে— এ বৈষম্য আর ছিলনা। সরকারি বা সমবায় প্রতিষ্ঠানে কার্যরত কেউ তার বাইরে আর কোনও চাকরি করতে পারত না। প্রায় অর্ধেক চিকিৎসক তাদের নির্ধারিত সময়ের কাজ শেষ করার পরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পারিশ্রমিক ছাড়াই নানা কাজ করত। খুশি মনেই তারা নিজেদের সময় দিত, কোনও বাধ্যবাধকতা তাদের উপর ছিলনা।

একজন বাস্ক জাতির মানুষ স্বাস্থ্যদপ্তরে সেক্রেটারির পদে ছিলেন। ক্লান্তিহীনভাবে কাজে আত্মনিবেদন করাকে তিনি নৈতিক কর্তব্য মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন:

> এখন সবকিছু চমৎকারভাবে চলছে। আগে যে প্রথিতযশা চিকিৎসকরা দয়াদাক্ষিণ্য করে সপ্তাহে একবার বারোয়ারি চিকিৎসালয়ে আসতে রাজি হতেন

তাঁদের সিংহাসন খোওয়া গেছে। হাসপাতালে কোনও মহামহিম ব্যক্তির ক্ষমতার (যা ন্যায়ের পথে অর্জিত নয়) প্রদর্শনী স্বরূপ তাঁকে ঘিরে গদগদ ভঙ্গিতে তাঁর অধস্তন কয়েক গন্ডা লোক কেউ থালা-বাটি এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ থলি এগিয়ে দিচ্ছে— এ দৃশ্য এখন আর দেখা যায়না। আমরা এখন প্রত্যেকে সমান, একে অপরের কমরেড, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করছি, প্রত্যেকের প্রাপ্য ন্যায্য শ্রদ্ধা ও সম্মানও অকপটভাবে দিচ্ছি।

আলকোয় শহরে যৌথ সমবায় গঠন

আলিকান্তে প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হল আলকোয়। ৪৫,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই শহর শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বস্ত্রশিল্প: সাধারণ পোষাক, লিঙ্গেরি ও হোসিয়ারি তৈরি যার মধ্যে পড়ে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাগজ উৎপাদন শিল্প।

সেই প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৯)-য়ের সময় থেকেই আলকোয় শহরে মুক্তিকামী সাম্যবাদী আন্দোলনের পরম্পরা বহমান।... স্পেনের অন্য যে কোনও শহরের তুলনায় বেশি সংখ্যক নৈরাষ্ট্রবাদী এ শহরে আছে।...এই আন্দোলন ১৯১৯ সালে 'সিন্ডিকাটোস ইউনিকোস' (শ্রমিকতন্ত্রী শ্রমিকসঙ্ঘ। পেশাভিত্তিক সঙ্ঘের পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক সঙ্ঘের সূচনা করে।) সংগঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আরও উজ্জীবিত হয়।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি যখন প্রথমবার আলকোয় শহরে যাই, তখন 'ইউ জি টি'-র সদস্যসংখ্যা ছিল ৩ হাজার, যার মধ্যে ছিল সরকারি কর্মচারী (শ্রমিক-কৃষকের স্বব্যবস্থাপনার বিরোধী হিসেবে যারা বিপ্লবেরও বিরোধিতা করত), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (ইউ জি টি-র মধ্য দিয়ে যারা তাদের সামাজিক সুবিধাভোগী অবস্থান বজায় রাখার নিশ্চিতি পেত) এবং রাজনৈতিক পার্টির সদস্য (যারা স্বাভাবিকভাবেই নৈরাষ্ট্রবাদী সি এন টি-র বিরোধী ছিল)। কিন্তু সামাজিক জীবন পরিচালনার চাবিকাঠি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ 'সি এন টি'-র হাতে ছিল।

'সি এন টি' শ্রমিকসঙ্ঘ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বব্যবস্থাপনা কায়েম করেছিল শহরের প্রায় সব উৎপাদনশিল্পের উপর, যেমন: খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, কাগজ ও কার্ডবোর্ড তৈরি, স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশিল্প, সাফাইকাজ (কাপড় কাচা, রাস্তা পরিষ্কার), নাপিতঘর, মুচির কাজ ও জুতোপালিশ, পরিবহন, জনপরিষেবা, তাঁত ও পোষাক তৈরি, ধাতুশিল্প, বৌদ্ধিক পেশা (প্রকৌশলী, শিক্ষক, চিত্রকর, লেখক) এবং শহরতলীর ফুল-ফল-শাকসবজি উৎপাদন।

আমাদের কমরেডরা দ্রুততার সঙ্গে নির্ধারক ভূমিকা নিতে পেরেছিল কারণ তাদের ধারণা স্বচ্ছ ছিল। সমবায়িকরণের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় দেখা যায় যে ক্ষুদ্র দোকান বা ব্যক্তিপরিচালিত ক্ষুদ্র উৎপাদনশালার টুকরো টুকরো আংশিক সংহতকরণের দীর্ঘসূত্রী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আলকোয় শহরে সে পথ নিতে হয়নি। শুরু থেকেই শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিসভাগুলো ছোট বড় সমস্ত উৎপাদনশালাকে সংহত করার উদ্যোগ নিতে পেরেছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রমিকতন্ত্রীকরণের সবচেয়ে সম্পূর্ণ নিদর্শন তারা হাজির করেছিল।...

সবচেয়ে ভালো উদাহরণ তৈরি হয়েছিল বস্ত্রশিল্পে, যেখানে ৬,৫০০ শ্রমিক 'সি এন টি'-র সদস্য ছিল। প্রত্যাশা মতোই, বস্ত্রশিল্পে মালিকদের সঙ্গে সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী। 'শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ'-য়ের প্রস্তাবের মালিকরা যে ব্যাখ্যা খাড়া করেছিল, তার সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিনিধি সভার উদ্দিষ্ট অর্থের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। মালিকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ'-য়ের মানে সবচেয়ে বেশি যা হতে পারে তা হল শ্রমিকদের তৈরি করা একটা কমিটিকে কারখানার হিসাবনিকাশ পরীক্ষা করার অধিকার দেওয়া। কিন্তু 'শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ' বলতে শ্রমিকরা বোঝাতে চাইছিল আরও অনেক অনেক কিছু। তারা চাইছিল যে তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিসভা কারখানাটিকে অধিগ্রহণ করবে এবং এই প্রতিনিধিসভার মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা কারখানার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে উৎপাদন পরিকল্পনা ও পরিচালনা নিজেরাই করবে।... এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শ্রমিকরা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে একটি 'নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ কমিটি' গড়ে তোলে। এই কমিটি তার যাত্রা শুরু করেছিল কারখানার মালিক-প্রশাসক-ব্যবস্থাপকদের কাজের উপর নজরদারি দিয়ে। আর খুব দ্রুতই তা বস্ত্রশিল্পের সামগ্রিক প্রশাসন হিসেবে কাজ করতে থাকে এবং শ্রমিকরাও মালিকদের সরিয়ে কারখানার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ১৯৩৬ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধিসভা ৪১টি কাপড়কল, ১০টি তাঁতঘর, ৪টি রঙ কারখানা, ৫টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ২৪টি লিনেন কারখানা এবং ১১টি পশম কারখানা অধিগ্রহণ করল, আসলে আলকোয়া শহরের বস্ত্রশিল্প বলতে এই কারখানাগুলোর সমষ্টিকেই বোঝাত। শ্রমিকদের গড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের আকাঙ্খাই বস্ত্রশিল্পের চালক হয়ে উঠেছিল।

সার্বিক নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের প্রতিনিধি সভাগুলোর হাতে ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে শ্রমিকসঙ্ঘের সাধারণ সদস্যদের মতামত না নিয়ে গুটিকয় উচ্চতর

আমলাতান্ত্রিক কমিটি সব সিদ্ধান্ত নিত। এক্ষেত্রেও মুক্তিকামী সাম্যবাদের গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করা হত। 'সি এন টি'-র মধ্যে প্রভাবের চলনের দুটো পরস্পর সম্পূরক প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল— সঙ্ঘকর্মী, শ্রমিক সদস্য ও সক্রিয়কদের নিয়ে তৈরি তৃণমূলস্তরের ভিত্তি থেকে ক্রমে উপরদিকে একটি চলনপ্রক্রিয়া আর অপরটি সম্মিলিত সংযুক্ত প্রতিনিধিসভা থেকে ক্রমে নিচের ভিত্তির দিকে। উৎস থেকে এবং ফিরে আবার উৎস অভিমুখে। বাকুনিনের জোর ফেলা প্রুধোঁর সেই সূত্রায়নের মতো: 'পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে এবং কেন্দ্র থেকে পরিধি অভিমুখে'।

প্রতিটি কারখানায় প্রত্যেক রবিবার নকশাকার, প্রকৌশলী ও উৎপাদনের শ্রমিকরা যৌথসভায় মিলিত হত। কারখানার আর্থিক হিসাব, উৎপাদনের হিসাব, গুণমান ও সংশ্লিষ্ট আরও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তারা তাদের মত নির্ধারণ করত। তারপর সেই সমস্ত নির্ধারণ শ্রমিক প্রতিনিধিসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হত বিবেচনার জন্য, যার মধ্য দিয়ে প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত তৈরি হত। প্রতিটি কারখানায় ৫টি ভাগে ভাগ করে প্রযুক্তি-প্রশাসন তৈরি করা হত। প্রতিটি ভাগ তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে 'ফ্যাক্টরি কমিটি'-তে পাঠাত। ফ্যাক্টরি কমিটিগুলোকে নিয়ে তৈরি হত প্রতিনিধিসভার প্রশাসন কমিটি। এভাবে প্রতিটি কারখানার প্রতিটি বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুসমঞ্জস সংগঠনের মধ্য দিয়ে উৎপাদনশিল্পের অভ্যন্তরীণ কাঠামো প্রতিফলিত হত।...

পূর্বোক্ত প্রযুক্তি-প্রশাসনের ৫টি ভাগের প্রতিনিধিরা মিলে প্রশাসন কমিটির অর্ধেক তৈরি করত, বাকি অর্ধেক আসত 'নিয়ন্ত্রণ আয়োগ' থেকে। শ্রমিকদের সাধারণ সভা থেকে সরাসরি মনোনয়নের মাধ্যমে এই 'নিয়ন্ত্রণ আয়োগ' গঠিত হত। এভাবে নিশ্চিত করা হত যে শ্রমিকদের সঙ্গে সংস্পর্শ যেন সতেজ ও সবল থাকে। কারখানা বা উৎপাদনশালায় সমস্ত শ্রমিকরা একজায়গায় জড়ো হয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নির্বাচন করত।... সুতরাং এখানে কোনও সংগঠন বা কোনও কমিটির একনায়কত্ব চলছে না, এখানে এমন একটি কার্যকরী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে যেখানে সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে প্রতিটি শ্রমিকই তার বিশেষ দক্ষতা অনুযায়ী সক্রিয় হয়ে উঠতে পারছে।...

বস্ত্রশিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পশাখাগুলোকেও শ্রমিক প্রতিনিধিসভার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে সংগঠিত করা হয়েছিল। আমার দেখা ধাতুশিল্পগুলোতেও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সোৎসাহে সর্বশক্তিতে উৎপাদনের কাজ

চলছিল। প্রতিযোগিতা, মুনাফা নিষ্কাশন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনাপদ্ধতি—সবকিছুকে বাতিল করেও কয়েক মাসের মধ্যেই যুদ্ধাস্ত্র তৈরির মতো দক্ষতা অর্জন করা গিয়েছিল।... মুক্তিকামী নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলোর শ্রমিক-ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের জোরে মুদ্রণ ও কাগজ তৈরি শিল্পের মতো তুলনায় দুর্বল শিল্পগুলোও তাদের (আর্থিক ও অন্যান্য) সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। বিভিন্ন উৎপাদনশিল্পের শ্রমিকদের ১৬টি প্রতিনিধিসভা নিয়ে আলকোয় শহরের 'লোকাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন' তৈরি হয়েছিল যা যে কোনও শাখার যে কোনও কেন্দ্রের প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত।

'শ্রমিকতন্ত্রী প্রশাসনিক কমিটি' উৎপাদনশিল্পে প্রতিটি শাখার মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালন করত। এই কমিটি উৎপাদনশিল্প-ভিত্তিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। বিক্রয় বিভাগে কোনও চাহিদা পেশ হলে তা পাঠানো হত উৎপাদন বিভাগে। তখন উৎপাদন বিভাগ নির্ধারণ করত এই চাহিদামতো উৎপাদন করার জন্য কোন কোন উৎপাদনশালা সবচেয়ে ভালো জায়গায় আছে। পাশাপাশি তা কাঁচামালের বরাত দিত কাঁচামাল প্রস্তুতকারক শাখার বিভাগের কাছে। সেই বিভাগ সংশ্লিষ্ট কারখানা বা উৎপাদনশালায় নির্দেশ পাঠাত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সবশেষে, ক্রয়কারী বিভাগের কাছে সমস্ত আদানপ্রদানের হিসাব পৌঁছাত এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহৃত বস্তু পুনরায় মজুদ করা ছিল তার দায়িত্ব।

সেই ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আলকোয় শহরের ২০ হাজার শ্রমিক এক নজরকাড়া নিদর্শন তৈরি করেছিল: শ্রমিক প্রতিনিধিসভাগুলোর মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা স্বব্যবস্থাপনার এক সজীব রূপ বাস্তবায়িত করেছিল, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়সাধন করেছিল এবং প্রমাণ করে দিয়েছিল যে সবার জন্য মুক্তি ও ন্যায়ের সংস্থান করেও আধুনিক শিল্পোৎপাদনকে পুঁজিবাদের চেয়ে সবদিক থেকেই আরো ভালোভাবে চালানো যায়।...

[গাস্তঁ লেভাল, নে ফ্রাঙ্কো নে স্তালিন, পৃষ্ঠা: ১২২-১২৭, ১৬০-১৬৯,
এবং এসপ্যানে লিবারতেয়ার, পৃষ্ঠা:৩৫৭, ৩৬৯, ৩৭১।]

৬
গ্রামাঞ্চলের মুক্তিকামী সমবায়

গাস্তঁ লেভাল

গ্রাউস-য়ের যৌথ সমবায়

হুয়েসকা অঞ্চলের উত্তরে পাহাড়ি এলাকার মধ্যে একটা জেলার নাম গ্রাউস। আরাগঁ প্রদেশের দক্ষিণে আমার দেখা গ্রামগুলো সমবায়ী কৃষির যতটা উপযোগী, উত্তরের এ অঞ্চল ততটা নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এই উত্তরাঞ্চলে প্রগতি আসে খুব ধীর পায়ে। জনবিরল এ পাহাড়-পর্বত-উপত্যকায় নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা খুব কমই প্রবেশাধিকার পায়।... ৪৩টি গ্রাম নিয়ে এই জেলা। খুব কম গ্রামেই বড় মাপের সমবায় গড়ে তোলার মতো সংস্থান আছে। সেকাসতিগলিয়া নামের একটি গ্রামেই গ্রামজুড়ে সমবায় গড়ে উঠেছে।... অন্য ১০টি গ্রামের আংশিক সমবায়িকরণ হয়েছে।

জেলার সদর গ্রাম, যার নামও গ্রাউস, তাকেই সবথেকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে গ্রামে আমি গিয়েছিলাম ১৯৩৭-য়ের জুন মাসে। গ্রাউস গ্রামে মাত্র ২,৬০০ মানুষের বাস। তবু একে গ্রাম না বলে ছোট শহর বললেই বেশি মানায়। পাহাড়-উপত্যকার উপর দিয়ে ঢেউ খেলানো অনেকগুলো রাস্তার ছেদবিন্দুতে গড়ে ওঠা এই গ্রাউস গ্রাম ক্রমে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আশপাশের গ্রামাঞ্চলকে পরিষেবা যোগানো অনেকগুলো ছোট সংস্থা এখানে গড়ে উঠেছে। ভালো জমির অভাবে কৃষিকাজ এখানে তুলনায় কম গুরুত্ব পায়। ১৯৩৬ সালের জুলাইয়ে কর্মরত মানুষদের ৪০ শতাংশই বাণিজ্যে যুক্ত। বাকিরা নিযুক্ত কারিগরি ও কৃষিতে। কৃষিজমির ২০

শতাংশ সেচপ্রাপ্ত। খাদ্যশস্য, সুরা তৈরির আঙুর, জলপাই ও জলপাই-তেল, বাদাম হল এখানকার প্রধান কৃষি-উৎপাদন। তরুণ যুবকদের মধ্যে প্রায় চার ভাগের এক ভাগ ঘর ছেড়ে কাতালোনিয়ায় বা ফ্রান্সে পাড়ি দেয় শ্রম করে মজুরি উপার্জনের জন্য। প্রায় সমসংখ্যক তরুণী কাছেপিঠের বা দূরের (এমনকি বিদেশের) শহরে পাড়ি দেয় গৃহকর্মীর কাজ করে রোজগারের জন্য। শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আয়ের ফারাকের কারণেই জীবনযাত্রার মানের ফারাক বিস্তর। একজন কৃষিশ্রমিকের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ আয় করে একজন যন্ত্রমিস্ত্রী।

আমাদের কমরেডদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মানুষজন সাহসের সঙ্গে বিপ্লবী সামাজিক রূপান্তরের কাজ শুরু করেছিল। শুরুতেই পারিবারিক মজুরি প্রথা চালু করা হয়েছিল যাতে সবার জন্য সমান মজুরি ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা যায়। বিবাহিত যুগলরা দৈনিক ২ পেসেতা করে পেত, আর তার সঙ্গে পরিবারের প্রতিটি অন্য নির্ভরশীল সদস্য পিছু দৈনিক ১ পেসেতা। এক মাস পরে মুদ্রার পরিবর্তে বিভিন্ন মূল্য এককে বিভাজিত কুপন বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গ্রাউস-য়ের গুরুত্বের ফলে বহির্বাণিজ্যের মাপক হিসেবে স্পেনের সরকারি মুদ্রা পেসেতার ব্যবহার পুনর্বহাল করতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরও এলাকার যৌথ সমবায় তার নিজস্ব বিনিময় কুপন প্রকাশ বহাল রেখেছিল এবং অভ্যন্তরীণ আদানপ্রদানের জন্য তা ব্যবহার করা হত।

উৎপাদনশালা ও বিপণিগুলোর উপর আংশিক নিয়ন্ত্রণ জারি করা থেকে শুরু করে ক্রমশ সেগুলোর পূর্ণ সামাজিকিকরণ করে সমবায়ভুক্ত করা হয়েছিল। ব্যক্তিমালিকানাধীন খুচরো দোকানের জায়গায় সমবায়িকৃত বারোয়ারি বাজার তৈরি হয়েছিল। কাপড়, পোষাক ও রকমারী পণ্যের ২৫টি ছোট ছোট দোকানের মধ্যে ২৩টিকে একত্রিত করে একটি সমবায় বিপণি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৩০টি ব্যক্তিমালিকানাধীন ছোট খাবারের দোকানের মধ্যে ২৫টি একত্রিত হয়ে চালু করেছিল সমবায় খাদ্য-বাজার। ৩টি জুতোর দোকানের মধ্যে ২টো ব্যক্তিমালিকানাসত্ত্ব নিরসন করে যৌথ সমবায়ে যোগ দিয়েছিল। একইভাবে লোহার জিনিষপত্রের ২টো দোকানকে যুক্ত করে সমবায়ভুক্ত করা হয়েছিল। ৪টি বেকারিকে পুনর্গঠিত করে ২টো সমবায়িকৃত বেকারি চালু করা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে রুটি সেঁকার কাজে আগের ৩টি উনুনের পরিবর্তে ২টো উনুনই যথেষ্ট।

একই ধরনের সমবায়িকরণ পদ্ধতি কৃষিকাজে প্রয়োগ করা হয়েছিল। আরাগঁ-র অন্য বহু জায়গার মতো এখানেও কৃষির সমবায়িকরণের প্রথম ধাপ ছিল কৃষকদের সমবায় সংগঠন তৈরি করা। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিপ্লবী সমিতি'। 'বিপ্লবী সমিতি' প্রথমেই কৃষিকাজের সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় হাত দিয়েছিল। সেই সমস্যাগুলো হল: ফসল বোনা, ফসল সংগ্রহ, কমবয়সী শ্রমিকের অভাব (বহুজন যেহেতু ফ্যাসিবাদী সেনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরাগঁ-র যুদ্ধক্ষেত্রে গণসেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল) সামাল দিয়েও জমি থেকে সর্বোচ্চ ফলন আদায় করা। 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' শ্রমিকসঙ্ঘের কমরেডদের সাহায্য-সহযোগিতার কল্যাণে আগের চেয়ে ভালো লাঙল ও লাঙলটানার জন্য আরও তেজী ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল। চাষের অন্যান্য নানা দিকে সবচেয়ে ভালো উপায় অবলম্বন করার জন্য আলাপ-আলোচনা চালানো হয়েছিল। তারপর কৃষিজমি পরিষ্কার করে ফসল বোনা হয়েছিল। ফ্যাসিবাদী সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টা প্রতিহত করার ৩ মাসের মাথায় ১৯৩৬ সালের ১৬ই অক্টোবর কৃষি যৌথ সমবায় স্থাপন করা হয়েছিল। সেই দিনেই পরিবহন ব্যবস্থারও সমবায়িকরণ করা হয়েছিল এবং 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' যৌথভাবে অন্যান্য বিভিন্ন শাখার সমবায়িকরণের ধারাবাহিক সময়সারণি ঘোষণা করেছিল। ছাপাখানা সমবায়ভুক্ত হয়েছিল ২৪শে নভেম্বর। তার দুদিন বাদে জুতোর দোকান ও বেকারি সমবায়ভুক্ত হয়েছিল। বিপণি, ঔষধালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র, ঘোড়ার নাল প্রস্তুতকারক ও কামারঘর, ছুতোরদের কর্মশালা সমবায়ভুক্ত হয়েছিল ১১ই ডিসেম্বর। এইভাবে সমস্ত সমাজ-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকেই নতুন বিপ্লবী সমাজাদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া লাগু হয়েছিল।...

সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কারও উপর জোর খাটানো হয়নি। যৌথ সমবায়ে যোগ দেওয়া ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার এবং যোগ দেওয়ার পরও যে কোনও সময়ে কেউ বা কোনও গোষ্ঠী তেমন মনে করলে সমবায় থেকে বেরিয়েও যেতে পারত। স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যাওয়ার এই অধিকার থাকা সত্ত্বেও সমবায়ভুক্তির প্রত্যক্ষ সুবিধাগুলো এতই বেশি ছিল যে খুব কদা-কচ্চিৎই কেউ সমবায় ছেড়ে বেরিয়ে যেত। যে 'বিপ্লবী সমিতি' সমবায় গঠনের প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছিল, সেই সমিতিই যৌথ সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালন করত। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে 'পৌর

পরিষদ' গঠন হওয়ার পর সরকারি নির্দেশ মোতাবেক এই 'বিপ্লবী সমিতি' নিজেকে ভেঙে দিয়েছিল।

'সি এন টি' থেকে ৪ জন ও ইউ জি টি থেকে ৪ জন সদস্য নিয়ে 'পৌর পরিষদ' তৈরি হয়েছিল। সব অধিবাসীর সাধারণ সভা 'নগরপাল' পদে রাজনৈতিকভাবে প্রজাতন্ত্রী ঝোঁকসম্পন্ন এক শ্রমিককে নির্বাচিত করেছিল। আঞ্চলিকভাবে 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি'-র মধ্যে সম্পর্ক মসৃণ ও আন্তরিক ছিল। দুটো শ্রমিকসঙ্ঘই পক্ষপাতহীন হয়ে সংহতিরক্ষার চেষ্টা করেছিল। নগরপালের পদটি মূলত আলঙ্কারিক ছিল। পরিষদ গঠনকারী দুই শ্রমিকসঙ্ঘের নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা ছাড়া তার আর খুব কিছু ভূমিকা ছিল না। 'পৌর পরিষদ'-কেই কেন্দ্রীয় সরকার তার আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই ক্ষমতাবলে এই পরিষদ এলাকার যুবকদের মধ্যে থেকে সরকারি সেনাবাহিনীর জন্য সেনা সংগ্রহ করত, অধিবাসীদের জন্য সরকারি পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করত। যৌথ সমবায় এই 'পৌর পরিষদ'-এর থেকে স্বাধীন ছিল, সমবায়ের কাজকর্ম নিয়ে পরিষদ মাথা ঘামাত না।

[লেভাল-য়ের পরবর্তীকালের লেখাতে আমরা পাই যে যৌথ সমবায়গুলোকে ধ্বংস করার জন্য সরকারি আক্রমণের পথ এই 'পৌর পরিষদ'-য়ের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছিল। সেই অভিসন্ধি থেকেই কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রী সরকার নির্দেশ জারি করেছিল যাতে স্বাধীন 'বিপ্লবী সমিতি'-গুলোকে ভেঙে দিয়ে 'পৌর পরিষদ'-কে প্রভাববিস্তারের জায়গা করে দেওয়া হয়। — সাম ডলগফ]

উৎপাদন, বিনিময় ও বিতরণের ৯০ শতাংশ এখানে যৌথ সমবায়ের মধ্যে আনা গিয়েছিল। (বাকি ১০ শতাংশের প্রধান অংশ ছিল খুব ছোট জোতের কৃষকদের ব্যক্তিমালিকানাধীন চাষ।) 'বিপ্লবী সমিতি' ভেঙে যাওয়ার পর যৌথ সমবায়ের সমন্বয়সাধনের জন্য ৮ সদস্যের একটি 'প্রশাসনিক আয়োগ' তৈরি করা হয়। প্রশাসনিক আয়োগের ছিল ৮ টি বিভাগ, প্রতিটি বিভাগের মাথায় একজন দক্ষ সচিব। 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' শ্রমিকসঙ্ঘের সাধারণ সদস্যরা নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে এই সচিবদের নিয়োগ করত। নিয়োগকাল পূর্বনির্দিষ্ট থাকত না। শ্রমিকদের সাধারণ সভা যে কোনও সময়ে তাদের ফিরিয়ে এনে নতুন সচিব নির্বাচন করতে পারত। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছিল: সংস্কৃতি ও গণস্বাস্থ্য, পরিসংখ্যান ও শ্রম, উৎপাদনশিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ।...

প্রতিটি কারখানা ও উৎপাদনশালা সচিবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার কাজ করার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করত। এই প্রতনিধিদের দায়িত্ব ছিল

সাধারণ শ্রমিকদের সভায় বিশদ প্রতিবেদন হাজির করা ও সেই সভার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা।

[এই ধরনের সংগঠন সাধারণত কয়েক হাজার অবধি জনসংখ্যার গ্রামের জন্য উপযুক্ত ছিল, যেখানে সকলেই সকলকে চেনে এবং মুখোমুখি গণতন্ত্র ও নজরদারি দিয়ে ক্ষমতার যে কোনও অপব্যবহারকে তার ভ্রূণাবস্থাতেই সনাক্ত করা ও নির্মূল করা সম্ভব।— সাম ডলগফ]

'পরিসংখ্যান ও সাধারণ হিসাবরক্ষা বিভাগ' উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশদ হিসাব ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করত। তাদের কাছ থেকে যেমন প্রতিটি সংস্থার কার্যকলাপের নিখুঁত ছবি পাওয়া যেত, তেমনই সামগ্রিক অর্থনীতির গতিবিধিও বোঝা যেত। তাদের হিসাব ও তথ্য সংগ্রহের যে তালিকা আমি দেখেছিলাম, তাতে বিভাগগুলো করা হয়েছিল এইরকম: পানীয় জল, বোতল তৈরি, ছুতোরের কাজ, গদি তৈরি, চাকা তৈরি, আলোকচিত্র, রেশম তাঁত, মিষ্টান্ন, শুয়োরের মাংসের কসাইখানা, ভাটিখানা, বিদ্যুৎ, তেল, বেকারি, কেশবিন্যাস ও রূপচর্চা কেন্দ্র, সাবান তৈরি, ঘর রঙ করা, টিনের দ্রব্য তৈরি, সেলাই মেশিন, দোকান ও মেরামতিকেন্দ্র, ছাপাখানা, ইমারতি দ্রব্য যোগানদার, লোহার দ্রব্য তৈরি, বাড়ি বানানোর পাথরের দোকান, খাটাল, সাইকেল সারাইয়ের দোকান ইত্যাদি।

উৎপাদন ও বন্টন প্রক্রিয়ায় সবসময় উন্নতির চেষ্টা করা হত। যেমন, মদ ও অন্যান্য পানীয় বোতলে ভরার ছোট ছোট সংস্থাগুলোকে সমবায়িকরণের সময় একত্রিত করে একটি হাল আমলের বাড়িতে জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে আগের থেকে অনেক কম খরচে কিন্তু অনেক ভালো ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে তারা কাজ করতে পারত।

কারও এমন ধারণা থাকতে পারে যে গ্রাউস-য়ে যে ধরনের আদর্শ ব্যবস্থার পত্তন করা হয়েছিল বাস্তবের ঘায়ে তা অচিরেই ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু জীবনযাপনের এই ধরন আজগবী কল্পনাশ্রয়ী নয়। বাস্তব চাহিদা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্ভাবনার সুসমন্বয়ে সুষম এক মজবুত কাঠামোর উপর তা গড়ে উঠেছে।... উৎপাদনশিল্পের প্রতিটি শাখার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা সংক্রান্ত যথাযথ পরিসংখ্যান ঘন্টাপিছু, দিনপিছু ও বছরপিছু সংগ্রহ করা হত যাতে সর্বোচ্চ মাপের সমন্বয়সাধন করা যায়।

সমবায়িকরণ ও তজ্জনিত আধুনিকিকরণের ফলে উৎপাদন বেড়েছিল, পরিষেবা আরও উন্নত হয়েছিল। জলপাইয়ের তেল নিষ্কাশনের জন্য যৌথ

সমবায় আধুনিক যন্ত্র বসিয়েছিল। তেল নিষ্কাশনের পর পড়ে থাকা জলপাইয়ের ছিবড়ে থেকে সাবান তৈরি করার জন্যও আধুনিক যন্ত্র বসিয়েছিল। দুটো বড় আকারের বৈদ্যুতিক কাপড় কাচার যন্ত্র কিনেছিল যৌথ সমবায়— একটা হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল, অন্যটা সমবায়িকৃত হোটেলে দেওয়া হয়েছিল।... উন্নত চাষপদ্ধতি ও উন্নততর সারের ব্যবহার আলুর উৎপাদন ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছিল (যার চারভাগের তিনভাগ কাতালোনিয়ার সমবায়ের কাছে বিক্রি করে বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আহরণ করা হয়েছিল) এবং বীট ও পশুখাদ্যের উৎপাদন আগের দ্বিগুণ করেছিল। পতিত হয়ে পড়ে থাকা ছোট ছোট জমিখণ্ডে ৪০০ ফলের গাছ লাগানো হয়েছিল।... এছাড়াও আরও বহু উদ্ভাবনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিমালিকানাধীন জোতের তুলনায় সমবায়ের জোতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫০ শতাংশ বেশি হয়েছিল। উন্নত কৃষি উপকরণ ছাড়াও স্বেচ্ছামূলক যৌথ শ্রমের উজ্জীবনশক্তি ছিল এর কারণ। এই নিদর্শন আরও অনেক ব্যক্তিমালিকানাপন্থী কৃষককে অবস্থান বদলে যৌথ সমবায়ে যোগ দেওয়ার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি আরও অনেক বিপ্লবী পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছিলাম। দুরুতি মাদ্রিদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন। দেখেছিলাম যে সেই দুরুতির সম্মানে রচিত বিপ্লবী গান গাইতে গাইতে সমবায়ের এক পোষাক কারখানায় মেয়ে শ্রমিকরা যুদ্ধরত গণসেনার যোদ্ধাদের পাঠানোর জন্য জামা ও অন্তর্বাস সেলাই করছে। তারা এই কাজ জীবিকার জন্য করছিল না, পরিবার মজুরির দ্বারা তাদের জীবিকা সংস্থান নিশ্চিত ছিল। ব্যক্তিস্বার্থে নয়, তারা সচেতনভাবে সাধারণ স্বার্থে স্বেচ্ছায় শ্রমদান করছিল।... শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে পরিবার মজুরিও ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে যৌথ সমবায় বাসস্থানের খরচ বহন করত, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমিয়েছিল এবং স্বাস্থ্যপরিষেবা সমবায়িকরণের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। ৬০ বছরের বেশি বয়স্কদের পূর্ণ মজুরি বহাল রেখে শ্রমদান থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৬০ বছরের বেশি বয়স্করাও বিনাশ্রমে বসে থাকতে রাজি হয়নি, কোথাও শ্রমিকের অভাব দেখা দিলে সেখানে স্বেচ্ছায় কাজ করতে চলে আসত। গোটা বছর ধরেই বেকারদের পূর্ণ মজুরির সমান ভাতা দেওয়া হত। এই বিষয়ে গ্রাউস-

য়ের একজন সমবায় সংগঠক আমায় বলেছিলেন: 'কাজ থাক বা না থাক মানুষকে তো খেতে হবে...'।

১৯৩৬-য়ের জুলাইয়ে ফ্যাসিবাদী সামরিক অভ্যুত্থানের আগে অবধি পশুপালনকে অবহেলা করে বাণিজ্যে বেশি জোর দেওয়া হত। কিন্তু যুদ্ধপরিস্থিতিতে আরাগঁ-র অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে পরিবহন যোগাযোগ মাঝেমধ্যেই ভেঙে পড়ার কারণে বাণিজ্য-যাতায়াত কমে আসে। তখন যৌথ সমবায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পশুপালন বাড়াতে শুরু করে।

[লেভাল যখন গ্রাউস-য়ে গিয়েছিলেন, তখনও শুয়োর, গরু, মুরগি পালনের ঘর তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রী অ্যালার্ডো প্র্যাতস যখন সেখানে যান, তখন সে কাজ শেষ হয়েছে। প্র্যাতস তার এক আগ্রহোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি নানা উদ্ভাবনেরও উল্লেখ করেছিলেন। সেই বর্ণনার অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল। — সাম ডলগফ।

'গ্রামের উপকন্ঠে সর্বোচ্চ মানের শুয়োরের খোঁয়াড় তৈরি করা হয়েছে। তাতে প্রায় ২,০০০ শুয়োর আছে। স্পেনের অন্যান্য প্রদেশের মতো আরাগঁতেও সব পরিবারে শুয়োরের মাংস একটা প্রধান খাদ্য। দীর্ঘদিনের পরম্পরা অনুযায়ী মাংসের জন্য শুয়োর বলি দেওয়া হয় যৌথভাবে এক গণউৎসবের চেহারায়। শীত পড়ার পর এখন প্রতিটা পরিবারকে ১টা করে শুয়োর দেওয়া হচ্ছে। কঠোর বৈজ্ঞানিক বিচারবিবেচনা অনুযায়ী শুয়োরদের খাদ্য যোগানো হচ্ছে। যৌথ সমবায়ের যে কমরেডরা শুয়োর ও গরু পালনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে পশুপালনের কোন পদ্ধতি তারা অনুসরণ করে। তারা বলেছিল, নিজেরা নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর তারা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে যে শিকাগো-তে ব্যবহৃত পদ্ধতিই এখানের জন্য সেরা।

গ্রামের বাইরে জেলার অন্য নানা স্থানে মুরগি ও হাঁস পালনের খামার গড়ে উঠেছে। খামারগুলোর সঙ্গে আছে মুরগি ও হাঁসপালন নিয়ে গবেষণার নানা ব্যবস্থা। তাদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত পুরানো এক সেনা শিবিরের পরিত্যক্ত জমিতে। এখানে সর্বাধিক সংখ্যক মুরগির বিভিন্ন প্রজাতি চাষ করা হচ্ছে। পরবর্তী হেমন্তে প্রায় ১০ হাজার মুরগি এখান থেকে পাওয়া যাবে। পুরো ব্যবস্থাটাই নতুন করে ঢেলে সাজানো। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক একটা নতুন তা দেওয়ার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিশেষভাবে গরম করে রাখা ঘরগুলোয় হাজার হাজার মুরগিছানা লাফালাফি করছে, সঙ্গে কিছু হাঁসছানাও। এই অনন্য গবেষণাগার দেখতে ও নতুন পদ্ধতি শিখতে আরাগঁর সমস্ত অঞ্চল থেকে লোক এখানে আসছে।

সমবায়ের কোনও সদস্য যখন বিয়ে করতে চায়, তখন তাকে পূর্ণ বেতন সমেত এক সপ্তাহ ছুটি দেওয়া হয়। বিয়ের পর থাকার জন্য আসবাবপত্র সমেত বাড়িও দেয় সমবায়। সব সদস্যই সমবায়ের সব পরিষেবা পায়, যার মধ্য দিয়ে আজন্মমৃত্যু তার সব প্রয়োজনের কথা ভাবা হয়। একদিকে যেমন তার অধিকারকে সম্মান করা হয়, অন্যদিকে তেমনই সমবায়ের প্রতি তার দায়দায়িত্বও স্বেচ্ছাপ্রসূত। সব সমবায় সদস্যদের সাধারণ সভায় খোলাখুলিভাবে পূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে সমবায় সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।... শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়, ১৪ বছর বয়সের আগে শ্রমে নিয়োজিত করা হয়না।... গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রসবপূর্ব পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।...']

প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য একখণ্ড জমি বরাদ্দ হয়েছে যেখানে সে ইচ্ছা করলে মুরগি বা খরগোশ পালন করতে পারে। আবার সেখানে যদি কেউ সবজিপত্র চাষ করতে চায়, তার জন্যও তাকে বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়। চাষের জন্য কাউকে মজুরিশ্রমিক ভাড়া করতে দেওয়া হয়না। এখন আর এই এলাকার তরুণীদের কাতালোনিয়া বা ফ্রান্সে গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়না। কয়েক মাসের মধ্যেই এই এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ উন্নত করার প্রণিধানযোগ্য সাফল্য যৌথ সমবায় অর্জন করেছে। আরও বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে এই সাফল্য এসেছে যুদ্ধ চলার এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে যেখানে সবচেয়ে তরুণ ও উদ্যমী কর্মীরাই অনেকে গণসেনাবাহিনীতে যোদ্ধা হিসেবে যোগ দেওয়ার ফলে একাজে হাত লাগাতে পারেনি । এই জাদুকরী সাফল্যের কারণ হিসেবে একদিকে যেমন আছে যৌথতার উদ্দীপনা ও উজ্জীবনশক্তি, অন্যদিকে তেমন আছে উৎপাদক শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের আরও সাশ্রয়ী আরও ভালো ব্যবহার।... খেয়াল করা যেতে পারে যে শ্রমদানকারীদের ৪০ শতাংশই আগে জনস্বার্থের নিরিখে অপ্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত থাকত, এখন যৌথচেতনার চোখ দিয়ে জনস্বার্থ নির্ধারণ করে তার প্রয়োজনেই নিজেকে নিযুক্ত করছে।...

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মানসিকতা কেবলমাত্র সমবায়ের ছোট ছোট বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই আটকে নেই, তা অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কে বিস্তৃত হয়ে এক শাখার অনিবার্য ঘাটতি অন্য শাখার উদবৃত্ত দিয়ে পুষিয়ে দিচ্ছে। যেমন, কেশপরিচর্যা ও রূপচর্চা শাখার

ঘাটতি পুষিয়ে দিচ্ছে ট্রাক-পরিবহন বা অ্যালকোহল তৈরির বেশি লাভজনক শাখা।

পরস্পরকে সাহায্যের আর একটা উদাহরণ দেখা যাক। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদীদের দখলে চলে যাওয়া গ্রাম থেকে পালিয়ে এসে ২২৪ জন এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৪৫ জন গণসেনার যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল ছিল, এখন মাত্র ২০ জনই স্বাভাবিক শ্রম করার মতো সুস্থ। তাদের সবার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হল সাদরে। ২৫টি পরিবারের মুখ্য উপার্জনকারী অসুস্থ বা চিরতরে প্রতিবন্ধী হয়ে গিয়েছিল, তাদের গড় পারিবারিক মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এহেন 'অতিরিক্ত' খরচ বহন করার পরও রাস্তা পাকা করা, নতুন সেচখাল কাটা, পুরানো সেচখাল আরও গভীর করা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ইত্যাদি পরিষেবায় বিনিয়োগ করায় কখনই কোনও অভাব দেখা যায়নি।...

কুচুটে এক ভূস্বামীর মালিকানাস্বত্ব নিরসন করে তার জমি সাধারণের ব্যবহারে নিয়ে আসার একটা পদক্ষেপ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই ভূস্বামীর জমির মধ্য দিয়ে সুপেয় জলের এক চমৎকার নদী বহমান ছিল। কিন্তু ভূস্বামী বিভিন্নভাবে বেড়া দিয়ে এমন ব্যবস্থা করে যাতে গ্রামের কেউ, এমনকি তার জমিতে খাটা মজুররাও, সেই নদীতে না যেতে পারে। যৌথ সমবায় ভূস্বামীর মালিকানাস্বত্ব নিরসন করে সব জমির দখল নিয়ে নেয়। তারপর সবার জন্য খোলা নদী অবধি একটা রাস্তা তৈরি করা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা মৃদু ঢালের সেই রাস্তা তৈরির কাজে ভূস্বামী ও তার পূর্বতন কর্মচারীদেরও শ্রম দিতে হয়েছিল। এই প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আমি সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম যে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের এক সুন্দর ফোয়ারা তৈরি করা হয়েছে। তার পাথরে বাঁধানো ভিত্তির উপর সোনালি হরফে খোদাই করে লেখা: 'মুক্তির ঝরনা, ১৯শে জুলাই, ১৯৩৬'। ১৯শে জুলাইয়ের ফ্যাসিবিরোধী গণবিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে এখানে স্পেনের মতো একটা আধা-শুখা দেশের মানুষের জলপ্রেম মিশে গেছে।

অন্যান্য সমবায়ের মতো গ্রাউসও শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। শিল্পসংস্কৃতির এক সাধকপুরুষ সমবায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'চারুকলা বিদ্যালয়' গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে বিকেলে আসত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, সন্ধ্যায় আসত দিনে শ্রমের কাজে ব্যস্ত থাকা তরুণ-তরুণীরা। এই বিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় সমবেত গান (যা পরম্পরাগতভাবে জনপ্রিয়), নকশা তৈরি, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য ইত্যাদির পাঠ দেওয়া হত।

গ্রামের কিছুটা বাইরে এই বিদ্যালয়। আগের আমলে এটা ছিল অতিধনীদের বাগানবাড়ি। যৌথসমবায় তার দখল নিয়েছে বিপ্লবের পর। আমি যেদিন সেখানে যাই, তখন সেখানে ৮০ জন শিশু শরণার্থী বাস করছে। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদীদের দখলে চলে যাওয়া গ্রাম থেকে এদের পালিয়ে আসতে হয়েছিল। বড় বড় গাছে ঘেরা উন্মুক্ত আঙিনায় দুজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষিকা পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের আবাস হিসেবে ব্যবহৃত মূল ঘরটিতে গ্রামবাসীদের দান করা খাটের উপর সাদাসিধে কিন্তু পরিষ্কার বিছানা পাতা। বিশাল যে রান্নাঘরটি পূর্বতন ধনী মালিকদের বিলাসব্যঞ্জনের জন্য হয়ত বছরে কয়েক সপ্তাহ মাত্র ব্যবহার হত, এখন সেখানে রোজ দুজন মহিলা সব শিশুদের জন্য সাধারণ কিন্তু সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করে। খাবার, আসবাবপত্র, বিছানা-চাদর, কর্মীদের মাইনে ইত্যাদি সবকিছুই যৌথ সমবায় যোগান দেয়। নদীর মুখোমুখি জঙ্গল, বাগান, সাঁতার কাটার পুকুর, চাষজমি ও বাড়িঘর নিয়ে সুন্দর এই পরিবেশে যৌথ জীবনের ছায়ায় শিশুদের আনন্দ যেন তাদের চোখ-মুখ দিয়ে উপছে পড়ছে। নিশ্চিতভাবেই এমন সুন্দর অস্তিত্বের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিলনা। সামগ্রিক পরিস্থিতি যদি আরও ঝঞ্ঝাটমুক্ত হত, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি'-র কমরেডরা অতীতের জাঁকজমক ও বিলাসের অবশিষ্ট আড়ষ্ঠতা ও জীবনহীনতাকে মুছে এই বিশাল বাগানবাড়িকে শিশুদের এক স্থায়ী যৌথ আবাস হিসেবে গড়ে তুলতে পারত, যেখানে পর্যায়ক্রমে বাস করে গ্রাউস-য়ের সব শিশু নির্মল বাতাস, রোদ ও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে বাঁচার পাঠ নিতে পারত।...

বিনেফার-য়ের যৌথ সমবায়

হুয়েসকা জেলায় সমবায়িকরণের প্রধান কেন্দ্র ছিল বিনেফার গ্রাম।... এই জেলায় ৩২টি গ্রাম ছিল, যার মধ্যে ২৮টি গ্রাম পুরোপুরি বা অংশত সমবায়িকৃত হয়েছিল। কেবল বিনেফার-য়েই ৭০০ থেকে ৮০০ পরিবার সমবায়ভুক্ত হয়েছিল।

বিনেফার গ্রামে ৫,০০০ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ পেষাইকল, কারখানা, বস্ত্রবিপণি, জুতোর দোকান, ঢালাই কারখানা-র মতো আঞ্চলিক শিল্পসংস্থায় নিযুক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও বিনেফার গ্রামে সামাজিক আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল শক্তিশালী। বিনেফার-য়ের 'সি এন টি' প্রতিনিধিসভায় বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন কৃষক (১৯৩১ সালে মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬০০)।... ১৯১৭-য় প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিনিধিসভা বহু উত্থান-পতনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে

এসেছে। কখনও তুলনামূলক শান্তিতে কাজ করেছে, কখনও আবার নিগ্রহ, দমন-পীড়ন, গ্রেফতার ও জেলবন্দি সয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। ১৯৩৬-য়ের জুলাইয়ে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের বিপদ যখন পেকে উঠল, সাম্প্রতিক দমনপীড়নের ঝাপটায় বিনেফার গ্রামের 'সি এন টি' সংগঠন কিছুটা অগোছালো হয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা রুখে দাঁড়াল এবং তাদের উদ্যোগে ১৮ই জুলাই একটি 'বিপ্লবী সমিতি' গঠিত হল। সেই সমিতিতে দুজন পপুলার ফ্রন্টের প্রতিনিধিও ছিল। ফ্যাসিবাদী 'সিভিল গার্ড'-রা প্রথম লড়াইয়ের পর পিছু হটে যে সেনাছাউনিগুলোয় আশ্রয় নিয়েছিল, দুদিনের মধ্যেই আমাদের কমরেডরা সেগুলোকে আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছিল। তারপর তারা আশেপাশের অন্যান্য গ্রামকে মুক্ত হতে সাহায্য করার জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফ্যসিবাদ-বিরোধীদের জেতার প্রথম চিহ্ন দেখেই আশঙ্কিত কিছু বড় জমিমালিক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের জমির ফসল তখনও তোলা হয়নি। বিপ্লবী সমিতি তাদের ফেলে যাওয়া ফসল ও ঘাস কাটার যন্ত্রগুলো দখলে নিয়ে তাদের হয়ে আগে কাজ করা কৃষকদের সভায় ডেকেছিল। কৃষকরা সেই সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে জমিগুলো তারা গোটা গ্রামের স্বার্থে যৌথভাবে চাষ করবে। এক-একটা জমিতে চাষের কাজ করার জন্য তারা এক-একটা দল তৈরি করেছিল। প্রতিটা দল তার প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিল যার দায়িত্ব ছিল বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখা।...

ফসল তোলার কাজ শেষ হওয়ার পর বিপ্লবী সমিতির ডাকা সমস্ত অধিবাসীদের সভায় উৎপাদনশিল্প ও বাণিজ্যের পর্যায়ক্রমে সমবায়িকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই সমবেত সভায় নিম্নলিখিত নিয়মগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল:

১। ১০ জনের এক-একটা দল তৈরি করে কাজ চালানো হবে। প্রতিটি দল তার প্রতিনিধিকে নির্বাচন করবে।... নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব হল একসাথে কাজের পরিকল্পনা করা, সমন্বয় রক্ষা করা এবং গণসভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা। (প্রথমদিকে প্রতিনিধিরা প্রতিদিন কাজের পরে মিলিত হত। কাজকর্মের ধারায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর তারা সপ্তাহে একদিন মিলিত হত।)

২। প্রতিদিনের কাজের দৈনিক প্রতিবেদন প্রতিনিধিরা 'কৃষি আয়োগ'-য়ের কাছে পেশ করবে।

৩। উৎপাদনের প্রতিটি শাখা থেকে একজন প্রতিনিধি বেছে নিয়ে অধিবাসীদের সাধারণ সভা একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করবে। এই কেন্দ্রীয় সমিতি অধিবাসীদের সাধারণ সভার কাছে মাসিক প্রতিবেদন হাজির করবে। সেই মাসিক প্রতিবেদনে যে যে বিষয় থাকতে হবে: উৎপাদন ও ভোগের হিসাব, অন্যান্য সমবায় সম্পর্কে খবরাখবর, দেশের ও বিশ্বের খবরাখবর।...

৪। ...

৫। সমবায়ভুক্ত সকলের সাধারণ সভা সমবায়ের শ্রমপরিচালকদের নির্বাচন করবে।

৬। সমবায়ে যোগ দেওয়ার সময় সে সমবায়ের জন্য যা এনেছে তার তালিকা করে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রত্যেক সমবায় সদস্যকে দেওয়া হবে।

৭। প্রত্যেক সদস্যের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। কোনও সদস্যকে কোনও শ্রমিকসঙ্ঘে ('সি এন টি' বা 'ইউ জি টি') যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হবেনা। সমবায়ের যৌথ সিদ্ধান্ত মেনে চলা সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

৮। সমবায়ের পুঁজি সমবায়ের যৌথ সম্পত্তি, এবং কোনওরকম ভাগাভাগি করে তাকে খণ্ডিত করা যাবেনা। খাদ্যবস্তু বন্টনের জন্য রেশন চালু থাকবে। মোট খাদ্যবস্তুর একটা অংশ দুর্ভিক্ষ বা মড়কের দিনের ভরসা হিসেবে একটি সাধারণ তহবিলে গচ্ছিত রাখা হবে।

৯। জরুরী প্রয়োজনে মেয়েদের ফসল কাটা বা বিশেষ কোনও কাজ করতে হলে জনগোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থেই তা হচ্ছে বলে নিশ্চিত করতে হবে।

১০। ১৫ বছরের কম বয়সের কাউকে শ্রমে নিয়োগ করা যাবেনা। ১৬ বছরের নিচে কেউ ভারিশ্রমে নিযুক্ত হবেনা।

১১। সমবায় সদস্যদের সাধারণ সভাই সমবায়ের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করবে। প্রশাসনিক আয়োগ গঠন-পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ সভা পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের আয়োজন করবে।

বিনেফার গ্রামে সমবায়ই ছিল সবকিছুর নির্ধারক। তার অতীত প্রভাব ও গুরুত্ব সত্ত্বেও 'সি এন টি' প্রতিনিধিসভার আলাদা কোনও ক্ষমতা ছিলনা।... সাধারণভাবে এই যৌথ সমবায়কে পৌরসভার সমার্থক বলা যায়না।... রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগঠন যেমন সোভিয়েত, তেমনই স্পেনীয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগঠন হল সমবায়। মতবাদিক ছকে বাঁধা আলোচনা ছাড়াই বিনেফার গ্রামের সমবায়ীরা পারস্পরিক সাধারণ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে গৃহীত নীতি-আদর্শগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতায় মেনে চলত।

নিয়োগকর্তার সঙ্গে মজুরি ও শ্রমশর্ত নিয়ে অন্তহীন দরকষাকষির এখন অন্ত হয়েছে, সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত শ্রমিকরা এখন সামাজিক প্রয়োজনের চাহিদা বুঝে, কাঁচামালের যোগান হিসাব করে, যৌথ সমবায় নির্ণীত সাধারণ দিশা মাথায় রেখে উৎপাদনের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করছে।... একটি সুষম যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মতো সবকিছু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে চলছিল। কৃষি ও শিল্পের কাজ চালানোর জন্য একটা যৌথ অর্থভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছিল। অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে গুরুত্ব আদায়ের জন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলনা। সকলের জন্য সমবেতন নিশ্চিত করা হয়েছিল।... একটি প্রশাসনিক আয়োগ গড়ে তোলা হয়েছিল সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহায়ক ও দুজন মন্ত্রণাদাতা নিয়ে। সমস্ত কাজের সমন্বয়সাধন করা ও দৈনিক বিবরণ নথিবদ্ধ করা ছিল সেই আয়োগের কাজ।...

কৃষিক্ষেতের কাজে লোকের অভাব দেখা দিলে কৃষিবিভাগ প্রযুক্তিবিদ সহ যে কোনও শাখার শিল্পশ্রমিকদের ডাক দিতে পারত। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সেনাসংগ্রহের কারণে ফসল তোলার সময় কৃষিকর্মীর আকাল পড়েছিল। অথচ ফসল মাঠে ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। তখন পোষাকশিল্পের শ্রমিকরা ফসল তোলায় যোগ দিয়েছিল।... রোজ সন্ধ্যাবেলায় সদর রাস্তায় ঘোষক হাজির হয়ে শিশু বা বৃদ্ধদের পরিচর্যার আশু দায়িত্ব নেই এমন তরুণী ও গৃহবধূদের জন্য প্রয়োজনমতো কাজের ক্ষেত্র ঘোষণা করে কাজে ডেকে নিত।... শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত শ্রমিক-প্রতিনিধি শ্রমিকদের উপস্থিতি-নথি রক্ষা করত। কোনও শ্রমিকের চ্যুতি ঘটলে সে তাকে সচেতন করে দিত। চ্যুতির পুনরাবৃত্তি ঘটলে সাধারণ সভায় তার সমালোচনা করা হত। তাতেও না শুধরালে সাধারণ সভায় পুনরায় আলোচনা করে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হত।...

খাদ্যশস্য বন্টন করার জন্য বিভিন্ন নগরবিপণি চালু করা হয়েছিল। আরও বিভিন্ন দ্রব্য বন্টনের জন্য ছিল নানা সমবায়ভাণ্ডার: মদ, রুটি ও তেলের জন্য একটি, শুকনো খাদ্যদ্রব্যের জন্য একটি, গব্যোৎপাদিত দ্রব্যের জন্য তিনটি, মাংসের জন্য তিনটি, লোহার জিনিষের জন্য একটি ও আসবাবপত্রের জন্য একটি। পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে রুটি, জলপাই-তেল, আটা, আলু, মাংস, শাকসবজি এবং মদ বিনামূল্যে যে যত খুশি নিতে পারত, কিন্তু অপ্রচুর হলে রেশনব্যবস্থা চালু হত। গোটা অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুৎ ও দূরভাষ ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। বিনামূল্যে বিতরণ না হওয়া পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা হত আঞ্চলিক

মুদ্রায়। অন্যান্য বহু যৌথ সমবায়ের মতো এখানেও পরিবার-মজুরি চালু হয়েছিল, যেখানে শ্রমিক পরিবারের সদস্যসংখ্যার উপর নির্ভর করে মজুরি ঠিক হত।...

জেলার প্রধান বাজার বিনেফারে হওয়ার কারণে ওই জেলার ৩২টি গ্রামের ব্যবসাবাণিজ্য বিনেফারকে ঘিরে আবর্তিত হত। যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রতিটি গ্রাম নিজ উদবৃত্ত খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে বিনেফারের করণকে অবহিত করত। সেই সবকে একত্রিত করে বিনেফারের সমবায় তার বিনিময়ের ব্যবস্থা করত। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর অবধি সময়কালে আরাগঁ ও কাতালোনিয়ার অন্যান্য সমবায়ের সঙ্গে ৫০ লাখ পেসেতা মূল্যের দ্রব্য বিনিময় হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৮ লাখ পেসেতা মূল্যের চিনি আর ৭ লাখ পেসেতা মূল্যের জলপাই তেল।

...প্রজাতন্ত্রী সরকার কোনও দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করার পর আরাগঁর যুদ্ধক্ষেত্রে সামিল গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের খাদ্যের আকাল তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ে বিনেফার যৌথ সমবায় তার সাধ্যমত সমস্তকিছু পাঠিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে ৩০ থেকে ৪০ টন খাদ্যবস্তু পাঠিয়েছে। তার নিয়মিত দেয় পরিমাণের থেকে ৩৪০ টন অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য বিনেফার একবার মাদ্রিদের যোদ্ধাদের জন্য পাঠিয়েছিল। আরেকবার, একদিনের মধ্যেই গণসেনাবাহিনীর ওরতিজ, দুরুতি ও আসকাসো শাখাকে (এগুলো গণসেনাবাহিনীর নৈরাষ্ট্রবাদী শাখা ছিল) ৩৬ হাজার পেসেতা মূল্যের জলপাই তেল পাঠিয়েছিল।... বিনেফার যৌথ সমবায়ের সহযোদ্ধাসুলভ দৃঢ়তায় ও উদারমনস্কতায় কখনও ঘাটতি দেখা যায়নি। গণসেনাবাহিনীর ৫০০ যোদ্ধা স্থায়ীভাবে বিনেফারের ছাউনিতে মোতায়েন থাকত, তাদের সব প্রয়োজন বিনেফারের সমবায়-ই মেটাত।...

১৯৩৭ সালের জুন মাসে বিনেফারে অনুষ্ঠিত জেলার যৌথ সমবায়গুলোর এক সম্মিলিত সাধারণসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সে সভায় এক গুরুতর সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তখন ফসল কেটে তোলার সময় এসে গেছে। সেজন্য গ্রামগুলোয় বস্তা, তার, গ্যাস ও যন্ত্রপাতি বন্টন করতে হবে। তার জন্য দরকার কয়েক লাখ পেসেতা। কিন্তু সে অর্থ সমবায়ের তহবিলে নেই। দ্রুত অর্থসংগ্রহ করার একমাত্র যে পথ সামনে খোলা আছে তা হল গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের জন্য গচ্ছিত খাদ্যবস্তু খোলা বাজারে বিক্রি করে দেওয়া। বেছে নিতে হবে এই দুইয়ের মধ্যে: হয় বড় পরিমাণ ফসল মাঠে পড়ে থেকে নষ্ট হবে, নয়তো গণসেনাবাহিনীকে খাদ্য পাঠানোর দায়িত্ব পালন করা হবেনা। কিন্তু দীর্ঘ

আলোচনার পর এই দুটি বিকল্পের কোনওটিকেই গ্রহণ না করে সমবেতসভা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিল যে অন্য কোনও পথ সন্ধান করা হবে। প্রজাতন্ত্রী সরকার তখন মাদ্রিদ থেকে ভালেনসিয়ায় সরে এসেছে। ভালেনসিয়ায় সরকারের কাছে তারা প্রতিনিধিদল পাঠাল, যদিও সরকারি সাহায্য পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। লারজো কাবালেরোর সরকারের মন্ত্রীসভা পরিকল্পনা করেই গণসেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল যাতে গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধারা মরীয়া হয়ে উঠে যৌথ সমবায়গুলোকে লুঠ করে। সরকার এক ঢিলে গণসেনাবাহিনী ও যৌথ সমবায়, দুটো পাখিকেই মারতে চাইছিল।

কিন্তু সরকারের এই পরিকল্পনা বিফল হয়েছিল। 'সি এন টি'-র মুখপত্র 'সলিদারিদাদ ওবরেরা'-র বার্সেলোনা সংস্করণে গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের প্রতি একটি আবেদন আমি ছেপেছিলাম। সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যোদ্ধাদের অবহিত করে আমি আবেদন করেছিলাম যে তারা যেন তাদের মাইনের একটা অংশ কৃষকদের সাহায্যের জন্য পাঠায়। যোদ্ধারা কয়েক লাখ পেসেতা সমবায় ভাণ্ডারে পাঠিয়েছিল এবং তা দিয়ে সব ফসলই সময়মতো মাঠ থেকে কেটে তোলা গিয়েছিল।...

যৌথ সমবায়ের উদার মনোভাবের কোনও ব্যতিক্রম ঘটত না বলে আমি বলব না। এ ব্যাপারে আমার মনে পড়ে পঞ্চাশ বছর বয়সের এক মহিলার এবং সমবায়ের শ্রম ও আবাস দপ্তরের এক কমরেডের মধ্যে কথোপকথন, যা আমার সামনেই ঘটেছিল। মহিলার পরিবার তাঁর স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে। তিনি দাবি করছিলেন: 'ছেলের বউয়ের সঙ্গে আমার বনিবনা হয়না, আমাকে আলাদা পরিবার হিসেবে থাকতে দেওয়া হোক।' কিন্তু কমরেডটি বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল যে মহিলার এই দাবি ছেড়ে দেওয়া উচিত। মহিলা নাছোড়, অন্যদিকে কমরেডটিও শিশুর মতো সরল অথচ বজ্রের মতো কঠিন সিংহহৃদয় ব্যক্তির মতো ধৈর্যধরে একই কথা বুঝিয়ে যাচ্ছে। শেষ অবধি বিফল মনোরথ হয়েই মহিলা বিদায় নিলেন। আমি তখন কমরেডটিকে জিজ্ঞাসা করলাম যে মহিলার দাবি মেনে নিতে এত আপত্তি কেন ? কমরেড তখন ব্যাখ্যা করে বললেন যে পরিবারের সদস্যসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যপিছু পরিবার-মজুরির হার কমতে থাকে, তাই বেশি রোজগারের লোভে কিছু পরিবার নানা ছুতোনাতায় পরিবার ভাঙার ছল করে আলাদা আলাদা পরিবার হিসেবে সমবায়ে

নাম লেখাতে চায়। এই দিকে এখন কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আর এমনিতেই আবাসনের টানাটানি চলছে, তাই মহিলার দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও এরকম নানা সমস্যার মুখোমুখি সমবায়-সংগঠকদের সবসময় হতে হত, যার মধ্যে ছিল স্পর্শকাতর খাদ্যসমস্যা থেকে শুরু করে সমবায়-বিরোধী সংখ্যালঘুদের (ইউ জি টি, কম্যুনিস্ট ইত্যাদি) তৈরি করা সমস্যা। যৌথ সমবায়ের স্বার্থে আত্মনিবেদন করে এই যে মানুষগুলো এত অল্প সময়ের মধ্যেও এতকিছু নতুন সৃষ্টি করেছিল, তাদের জন্য শ্রদ্ধায় মাথা নত না করে উপায় নেই।

... বার্সেলোনা থেকে আমি প্রায়ই তামারি ও বিনেফার গ্রামে যাতায়াত করতাম। একবার এমন এক যাত্রায় বার্সেলোনার এক চিকিৎসক আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। পথের দুদিকে নতুন ফসল বোনা গমের ক্ষেত, জলপাইবাগান, আঙুরবাগান, সোনালি শণগাছে ভরা মাঠের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির লাগোয়া সবজি বাগান— যেতে যেতে এসবের দিকে আমি গর্বের সঙ্গে আমার সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম, বলেছিলাম, 'এ সবকিছু যৌথ সমবায়ের, তাই কোথাও উপেক্ষা-অযত্নের ছোঁয়া নেই, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এই চাষ-আবাদের সবকিছুরই দেখভাল হয় যত্ন ও ভালোবাসার সঙ্গে।' দুদিন পর আমরা এসপ্লাস-য়ে গিয়েছিলাম। সেখানে আদিগন্ত বিস্তৃত আলুর ক্ষেত ও আরো আঙুরের বাগান। স্বপ্নের বিপ্লব যেন ধরার মাটিতে আসর পেতেছে— প্রায় ধর্মীয় আবেগের মতো তীব্র সর্বপ্লাবী আবেগে বলে উঠেছিলাম: 'সমবায়! সমবায়! সমবায়ই এই জাদু ফলিয়েছে!'

ম্যাগডালেনা ডি পালপিস-য়ের যৌথ সমবায়

আগে নাম ছিল 'সন্ত ম্যাগডালেনা ডি পালপিস', বিপ্লব 'সন্ত' শব্দটা বিসর্জন দিয়েছে। ছোট এক গ্রাম, জনসংখ্যা ১,৪০০। লেভান্ত প্রদেশের অন্যান্য বহু গ্রামে ঘটে চলা বিপ্লবী রূপান্তরের আদর্শ উদাহরণ হিসেবে ছোট এই গ্রামটিকে ধরা যেতে পারে। (লেভান্ত হল স্পেনের পশ্চিমে উপকূলবর্তী ৫টি জেলাকে নিয়ে গঠিত প্রদেশ। ভালেনসিয়া শহর এই প্রদেশের অন্তর্গত।) এই গ্রামে আগে থেকেই অল্প কিছু সংখ্যক বিপ্লবীর বাস ছিল। তারা সবাই 'সি এন টি'-র সদস্য ছিল। গৃহযুদ্ধের টালমাটাল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই কমরেডরা সামাজিক বিপ্লবের আহ্বান সামনে নিয়ে এসেছিল। গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাই ছোট জোতের কৃষিজমির মালিক, গ্রামের মোট ৬,৬৫৪ হেক্টর জমির মধ্যে ৬,২৫৪ হেক্টর জমি তাদের দখলে। বাকি কৃষিজমি ৪- ৫ জন বড় ভূস্বামীর মালিকানাধীন

ছিল। আকারে ছোট হলেও এখানকার জোতগুলো সর্বোৎকৃষ্ট সেচব্যবস্থা যুক্ত হওয়ার ফলে নিবিড় চাষের উপযোগী এবং অন্য জায়গার তুলনায় অন্তত দশগুণ ফলন দেয়।

গ্রামের মানুষ অর্থচালিত অর্থনীতির জাল-জটিলতার সঙ্গে পরিচিত ছিলনা, তাই আমাদের কমরেডরা সরাসরি মুক্তিকামী সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।... ফ্যাসিবাদীদের উৎখাত করার পর তারা এক সভা ডেকে যারা সমবায় গঠনে সামিল হতে চায় তাদের এসে সই করার আহ্বান জানায়। সব বাসিন্দারাই আসে। এমনকি, যাদের মনে সন্দেহ, দ্বিধা, আপত্তি ছিল, তারাও আসে। সবাই সই করে ও সবাই সমবায়ের সদস্য হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জিনিষপত্র বাদ দিয়ে সবকিছু, যেমন, জমি, অর্থ, গবাদিপশু, কৃষিউপকরণ ইত্যাদি সমবায়ের হাতে তুলে দেয়। এভাবে এক নতুন জীবন শুরু হয়।

... সমস্ত সদস্যের যৌথ সভার হাতে ছিল সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ।... পণ্যসমূহের পক্ষপাতশূন্য বন্টন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ উপার্জন নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। জাতীয় মান মুদ্রা পেসেতাকেই পরিমাপের একক হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। যতখুশি তেল ও জ্বালানী কাঠ বিনামূল্যে দেওয়া হত, তাদের জন্য কোনও মুদ্রা-পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়নি। মদও ছিল বিনামূল্য, কিন্তু তার বন্টনে একটা সীমা বাঁধা হয়েছিল যেহেতু অধিক পানে বেহুঁশ হয়ে পড়া অভিপ্রেত ছিলনা।... বাকি পণ্য বিতরণের পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ। প্রতিটি পরিবারকে সমবায়ের পক্ষ থেকে একটা কার্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই কার্ডে পরিবারের সদস্যসংখ্যা, সদস্যদের নাম ও বয়স লেখা থাকত। প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু রেশন বরাদ্দ ছিল পুরুষদের জন্য ১ পেসেতা ৫০ সেন্তিমে আর মহিলাদের জন্য ১ পেসেতা ১০ সেন্তিমে। ৬ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য বয়স অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান রেশন বরাদ্দ ছিল।... প্রতি ৩ মাসে নেওয়া রেশনের পেসেতা-মূল্য সমবায়ের হিসাবের খাতায় তুলে রাখা হত। বরাদ্দের থেকে কোনও পরিবার কম তুললে অবশিষ্ট পেসেতা মূল্য পরের তিন মাসের প্রাপ্য বরাদ্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেত।

আবাসন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল সমবায়ের দায়িত্ব, তার জন্য কাউকে কোনও মূল্য দিতে হতনা। স্বাস্থ্য পরিষেবাও ছিল বিনামূল্য। দুজন চিকিৎসক ছিলেন। দুজনেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নতুন জীবনধারাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পরে একজন চিকিৎসক প্রদেশের বড় শহর কাস্তেলনে চলে যান। অপরজন থেকে গিয়েছিলেন। অন্যান্য বাসিন্দাদের সমপরিমাণ রেশনই

চিকিৎসকদের বরাদ্দ ছিল। গ্রামের ঔষধনির্মাতাও সমবায়ে যোগ দিয়েছিলেন। ওষুধপত্রের সংস্থান করা, প্রয়োজন হলে কাস্তেলন বা বার্সেলোনার হাসপাতালে রোগী স্থানান্তরিত করা, শল্যচিকিৎসা, রিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া— এই সবের খরচ ও আয়োজন সমবায় থেকেই করা হত। সমবায়ের অর্থ উপার্জনের উপায় ছিল গ্রামের উৎপাদিত বস্তু গ্রামের বাইরে পেসেতার বিনিময়ে বিক্রি করা।...

গ্রামে কৃষিকাজে নিযুক্ত ২৬৫ জন পুরুষের মধ্যে ৬৫ জন স্বেচ্ছায় গণসেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে চলে গিয়েছিল। তারপরও গম ও আলু চাষের পরিমাণ তিনগুন বেড়েছিল। যৌথ সমবায় গঠনের আগে বহু কৃষকের হাতেই তার মালিকানাভুক্ত জমি গোটাটা চাষ করার মতো বীজ ও সার কেনার অর্থ থাকত না, ফলে তাদের জমির অংশমাত্রই চাষ হত (অথচ ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থার দক্ষতা নিয়ে কতো না তত্ত্ব রচনা করা হয়!)। এখন যৌথ সমবায় কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেওয়ার পর সব জমি চাষ হচ্ছে। এজন্যই এই বিপুল উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছে।...

সমবায় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কমরেডদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময়ে এখানকার বিবাহরীতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। কমরেডরা নিজেরা মুক্ত প্রেমের পক্ষে। কিন্তু এই এলাকায় আইনানুগ বিবাহরীতি খুবই জনপ্রিয় কারণ গ্রামে কোনও বিবাহের সময় গোটা জনগোষ্ঠী সমবেত হয়ে তুমুল হই-হুল্লোড় উদযাপন করে। বিবাহকে কেন্দ্র করে এই সামাজিক উৎসবের সংস্কৃতি খুবই গভীরে শিকড় ছড়িয়ে আছে। কমরেডরা তাই ঠিক করেছিল যে আইনী রীতিতে বিবাহ ও অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পর বিবাহের সব নথিগত প্রমাণ ছিঁড়ে ফেলা হবে যাতে তার আর কোনও তাৎপর্য না থাকে। বিপ্লবের পর চারটি যুগলের বিয়ে হয়েছে। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্যে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে সমবায়ের সম্পাদককে সাক্ষী রেখে। প্রথমে তাদের পুরো নাম ও বয়স নিবন্ধীকৃত করা হয়, তারপর তারা সবার সামনে পরস্পরকে বিবাহ করার ইচ্ছা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। এরপর বিবাহের আইনী রীতিনীতি সম্পূর্ণ করা হয়। তা শেষ হলে নববিবাহিত যুগল যখন অনুষ্ঠানমঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, তখন সমবায়ের সম্পাদক মহাশয় আইনী নিবন্ধনের সমস্ত কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে যুগলের মাথার উপর ছড়িয়ে দেয়। সেই কাগজের টুকরোর বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যুগলেরা শেষ সিঁড়ি থেকে নিচে পা রাখল। সবাই খুশি। এরপর উৎসবের আনন্দ শুরু হল। কমরেডদের এহেন পরিকল্পনা আমার খুব সমীচীন

মনে হয়নি। আমি কমরেডদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে মেহনতী মানুষদের স্বব্যবস্থাপনার জন্য জনজীবন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার এই পরিসংখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য, যা সবসময় সহজলভ্য রূপে নথিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। কমরেডরা আমার কথা বুঝেছিল এবং এ যাবৎ নষ্ট হওয়া নথিবদ্ধকরণ আবার পূরণ করে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল।

রাস্তা দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা গ্রামের কেন্দ্রীয় চত্বরের দিকে এগোচ্ছিলাম। এদিকে ওদিকে তরুণ-তরুণীরা 'পেলোতে' নামক বাস্ক জনজাতিদের একটা খেলা খেলছে দল বেঁধে। বয়স্করা দাঁড়িয়ে দেখছে, কখনও আবার উৎসাহদানকারী টুকরো মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। তাড়াহুড়ো নেই, অথচ সবকিছুই বয়ে চলেছে। অতীতের দিনগুলোর মতো এখনও এ গ্রামের খাত দিয়ে জীবন শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এখন তার মধ্যে যোগ হয়েছে এক অজানা নতুন বোধ। নিঃসন্দেহে আর কিছুদিনের মধ্যে চারদিকের এই অতি পুরানো বাড়িঘরকে ভেঙে সমবায় নতুন করে গড়ে তুলবে। পুরানো বাড়িঘরের অভ্যস্ত পরিবেশে শান্ত সমাহিত জীবনপ্রবাহের নিচে মানুষের অস্তিত্বাপন কি প্রশান্ত ছিল ? হতাশা, অস্বস্তি ও অন্ধকার ভবিষ্যতের ভ্রূকুটি কি 'ম্যাগডালেনা ডি পালপিস'-য়ের ভালো মানুষদের এতগুলো শতাব্দী ধরে যন্ত্রণা দিয়ে আসেনি ? আমরা চাইব এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথে যেন জীবনের ধারা প্রবাহিত হয়।

মাস ডি লা মাতাস-য়ের যৌথ সমবায়

১৯৩৭ সালের মে মাসে আমি যখন শেষবার গিয়েছিলাম, তখন এই জেলার সব গ্রামেরই পুরোপুরি সামাজিকিকরণ হয়ে গেছে। 'মাস ডি লা মাতাস' গ্রামে নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের পরম্পরা গত শতক থেকেই বহমান। 'সি এন টি' শ্রমিক সঙ্ঘের সূচনার আগে থেকেই নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবনাচিন্তার চর্চা এখানে বিকশিত হয়েছিল। ১৯৩২ সালে প্রথম শ্রমিক প্রতিনিধিসভাগুলোকে গড়ে তোলা হয়েছিল। আরাগঁ ও কাতালোনিয়া প্রদেশ ছেয়ে ঘনিয়ে ওঠা শ্রমিক-কৃষক বিদ্রোহ ১৯৩২ সালের ৮ই ডিসেম্বর মুক্তিকামী সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করেছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। 'সি এন টি'-কে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে 'পপুলার ফ্রন্ট' নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করার পরই কেবল 'সি এন টি'-র আবার প্রকাশ্যে কাজ করা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে ফ্যাসিবাদীদের সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাদখলের প্রচেষ্টা 'সি এন টি' শ্রমিকসঙ্ঘের কমরেডরা সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করেছিল। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে সব ফ্যাসিবাদপন্থীদের তারা এলাকা থেকে উৎখাত করে। এরপর কৃষক সঙ্ঘগুলোর সদস্যদের সম্মিলিত সাধারণ সভায় তারা কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিছু ছোট জোতের মালিকরা সমবায়ে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা নিজেদের পৃথক সংগঠন তৈরি করে। মোট ৬০০টি পরিবারের মধ্যে ৫৫০টি পরিবার এই সমবায়ে যোগ দিয়েছিল। বাকি ৫০টি পরিবারে'ইউ জি টি'-র সদস্যরা ছিলেন। 'ইউ জি টি' সংগঠন তাদের সদস্যদের সমবায়ে যোগ দিতে বারণ করেছিল। সমবায় এই ৫০টি পরিবারের ব্যক্তিমালিকানায় চাষ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেনি যতক্ষণ না তা সমবায়ের চলায় বাধা দিতে আসেনি।

আরাগঁ জেলার প্রতিটি গ্রামে সমবায়িকরণের চরিত্র ও বিস্তৃতি সেই গ্রামের সমবায় সংগঠনের সদস্যদের নেওয়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করত। জেলার সবকটা সমবায় সংগঠনই কোনও লিখিত নিয়মাবলী বা কঠোর গঠনতন্ত্র ছাড়াই কাজ চালাত। সমস্ত সদস্যদের মাসিক সাধারণ সভায় আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। সাধারণত এই সাধারণ সভা থেকে দুই সাধারণ সভার অন্তর্বর্তী সময়ে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করার জন্য ও আশু সমস্যা মোকাবিলার জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি নির্বাচন করে দেওয়া হত।

'মাস ডি লা মাতাস' গ্রামের সমবায় দৈনন্দিন কাজ নির্বাহের জন্য শ্রমিকদের ৩২টা দলে ভাগ করেছিল। কৃষিকাজে নিযুক্ত প্রতিটা দলের ভাগে কিছুটা সেচযুক্ত ও কিছুটা সেচহীন জমি বরাদ্দ হত। সবচেয়ে আরামপ্রদ থেকে শুরু করে সবচেয়ে কষ্টকর অবধি সব কাজই প্রতিটা দলকে ঘুরে ফিরে পর্যায়ক্রমে করতে হত। জেলার প্রতিটা সমবায় সংগঠনেই এই শ্রমিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে বেছে পাঠিয়ে প্রশাসনিক কমিটি গড়ে তুলত। এই প্রশাসনিক কমিটি সপ্তাহে একদিন সভায় বসে সামনের সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা তৈরি করত। সমবায়ের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয়ও এভাবে বজায় থাকত।

পশুপালনের উপরও এই গ্রামের সমবায় জোর দিয়েছে এবং তার ফলও পেয়েছে। ভেড়ার সংখ্যা বেড়েছে ২৫ শতাংশ, গর্ভিনী শূকরীর সংখ্যা ৩০

থেকে বেড়ে ৬০ হয়েছে, দুধেল গরুর সংখ্যা ১৮ থেকে বেড়ে ২৪ হয়েছে (যদিও এই এলাকার জমি গোচারণের উপযুক্ত নয়)। সমবায় একটা বড় শুয়োরের খোঁয়াড় গড়ে তোলায় হাত দিয়েছে। যতক্ষণ অবধি না তা সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ কাজ চালানোর জন্য সমবায় তার কেনা শূকরছানাগুলোকে সদস্যদের মধ্যে বাড়িতে রেখে প্রতিপালন করার জন্য বিলি করে দিয়েছে। এছাড়াও প্রতিটা পরিবারই মাংসের জন্য একটা বা দুটো শুয়োরকে বড় করে তুলত তারপর সময় হলে সমবায়ের কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে কাটিয়ে নিয়ে আসত। কাটা মাংস নুনে মাখিয়ে যথাযথভাবে মজুত করা হত।

গ্রামীণ উৎপাদনের কাজ কেবল কৃষি ও পশুপালনেই সীমাবদ্ধ নয়। তুলনায় বড় গ্রামগুলোর যৌথ সমবায় গৃহনির্মাণ, চামড়ার জিনিষ তৈরি, জুতো তৈরি, পোষাক ও অন্তর্বাস তৈরির ছোট আকারের শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। গ্রাউস এবং অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও এমন শিল্পোদ্যোগগুলো যৌথ সমবায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় চলছে।...

এখানে টাকার বিলোপ ঘটানো হয়েছে। স্পেনের জাতীয় মুদ্রা বা আঞ্চলিক কোনও মুদ্রা, কোনওটাই এখানে ব্যবহার হয়না। সমবায়িকরণের অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিনিময়ব্যবস্থার সামাজিকিকরণ করা হয়েছিল। 'মাস ডি লা মাতাস' গ্রামে আমি যখন প্রথমবার যাই, সেখানে দুজন মুদি ছিল এবং তারা একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয় করে চলতে চাইত না। একলষেঁড়ে গোঁ বজায় রেখে তারা ব্যবসা চালাতে পারেনি, মালপত্রের যোগানের অভাবে তাদের দোকান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। পুরানো বন্টনব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হয়েছে সমবায় পরিচালিত পুরবাজার দিয়ে।

কৃষিব্যবস্থার সামাজিকিকরণের সীমা ছাপিয়ে গণজীবনের সব প্রান্তরে ছড়িয়ে যাওয়া এই আন্দোলনকে কখনওই দূর থেকে বর্ণনা শুনে বা পড়ে অনুভব করা সম্ভব নয়। সমবায় কারখানার পরিচয়জ্ঞাপক লাল-কালো বোর্ড, সমবায় পরিচালিত বাজার, সমবায় পরিচালিত হোটেল— যৌথউদ্যোগের এই পরিচিত বহিঃপ্রকাশগুলোই কেবল নয়, যৌথ সমবায়ী জীবনযাপনের শিরা-ধমনী হিসেবে সঞ্চারিত হয়েছে আরও নানা ধরনের নতুন ব্যবস্থা। এই গ্রামে রাসায়নিক দ্রব্য, সিমেন্ট ও শিল্পের অন্যান্য কাঁচামালের জন্য জেলাওয়াড়ি গুদামঘর গড়ে উঠেছে যেখানে জেলার বিভিন্ন গ্রামের সমবায় তাদের উদবৃত্ত জমা দেয় ও বিনিময়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যায়। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা করেই মসৃণভাবে সব কাজ চলে, আমলাগাছির দরকার হয়না। পালিয়ে যাওয়া

এক ধনী ফ্যাসিবাদীর প্রশস্ত আবাসের দখল নিয়ে পোষাকের গুদাম করা হয়েছে। জেলার সর্বত্র এখান থেকে পোষাক যায়। এই ভবনেই কাজ করছে সমবায়ের সেই দপ্তর যেখান থেকে ব্যক্তিমালিকানা বজায় রাখা কৃষকরাও তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে যেতে পারে এবং যেখানে প্রতিটি পরিবারকে সরবরাহ করা দ্রব্য নিবন্ধীকৃত হয়।... পোষাক তৈরির কারখানাগুলোয় কেবল পোষাক উৎপাদনই করা হয়না, গ্রামের তরুণীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কীভাবে তারা তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের জামাকাপড় নিজেরাই স্বনির্ভরভাবে তৈরি করে নিতে পারে।

একটা বাড়ির সামনে বোর্ডে লেখা: 'বারোয়ারি পাঠাগার'। সেখানে ঢুকে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্যের প্রচুর সুনির্বাচিত বই সেখানে রয়েছে স্কুলপাঠ্য নানা ধরনের বইয়ের পাশাপাশি।... বিনামূল্যে যে কেউ, এমনকি সমবায়ের যারা সদস্য নয় তারাও, পাঠাগার ব্যবহার করতে পারে। সমবায় পরিচালিত এই পাঠাগারে তরুণ ও বয়স্কদের জন্য নানারকম শিক্ষামূলক কার্যক্রমও শুরু করা হয়েছে।

... গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের জন্য বিপুল পরিমাণ গম, মাংস, সবজিপত্র ও জলপাই তেল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়া মাদ্রিদেও এমন সাহায্য পাঠানো হয়।

সমবায়ের সদস্য হোক বা না হোক সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা বিনামূল্যে ব্যবস্থা করেছে সমবায়। যাদের দরকার তাদের বিনামূল্যে চশমা সরবরাহ করা হয়।

১৪ বছর বয়স অবধি শিশুদের জন্য স্কুলশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গ্রামের থেকে কিছু দূরে সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় একটা নতুন গ্রামীণ ইস্কুল সদ্য গড়ে উঠেছে। ছোটবেলা স্কুলশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল এমন কিশোর-কিশোরীদের জন্য এই ইস্কুলকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মধ্যেও দুটো নতুন পাঠঘর তৈরি করে প্রতি ঘরে ৫০ জন শিশুকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে স্থানীয় দুই যুবকের হাতে যারা সদ্য সারাগোজা, ভালেনসিয়া ও তেরুয়েল-য়ের কলেজ থেকে পাশ করে এসেছে।

আরাগঁ, কাস্তিল ও লেভান্ত প্রদেশের যৌথ সমবায়গুলোর করা নিয়মে সাধারণভাবে ছিল যে সমবায়ভুক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানকেই নিজস্ব মুনাফার জন্য ব্যবসা করতে দেওয়া হবেনা। যুদ্ধপরিস্থিতিতে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ফাটকাবাজির সংক্রমণকে (এমনকি বার্সেলোনার বস্ত্রকারখানার মতো কিছু

সমবায়িকৃত কারখানার মধ্যেও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এই চেহারা ধারণ করত) এর মধ্য দিয়ে রোখা গিয়েছিল। গ্রামগুলোর যৌথ সমবায়ে জন্ম নেওয়া নতুন সাংগঠনিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে এই নৈতিক বিধি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।... সমবায় সদস্যরা যেহেতু মুনাফা করার বাসনা দ্বারা তাড়িত নয়, বিনিময়ব্যবস্থা তাই অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পারে। বিশেষ কোনও দুর্যোগের কারণে কোনও গ্রামের ভাণ্ডার যদি শূন্য হয়ে যায়, বিনিময়ের জন্য কিছুই আর পড়ে না থাকে, তখন কাছেদূরের অন্যান্য গ্রামের যৌথ সমবায়গুলো অকৃপণভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাই আগের মতো আর তাকে দারিদ্র্যে ডুবে যেতে হয়না, নিজেকে ও নিজের অর্থনীতিকে বন্ধক রাখতে হয়না। এই বছরেরই একটা নিদর্শন দেখা যাক। মাস ডি লা মাতাস, সেনো এবং লা গিনেব্রোজা গ্রামগুলোর প্রধান ফসল এবছর ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুঁজিবাদী আমল হলে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অন্তহীন দুর্দশা, ঋণের পাহাড়, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, কাজের খোঁজে গ্রামছাড়া হওয়ার স্রোত ফুলেফেঁপে বছরের পর বছর বইতে থাকত। কিন্তু মুক্তিকামী আদর্শে চলা যৌথ সমবায়ের এই আমলে জেলার সব যৌথ সমবায়ের সম্মিলিত উদ্যোগের শক্তিতে এই কঠিন পরিস্থিতিকে পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ক্ষতি ভুলে নতুনভাবে সবকিছু শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, ফসলের বীজ ইত্যাদি কোনওরকম শর্তবন্ধন বা ঋণভার-আরোপ ছাড়াই যৌথ সমবায়গুলো এই ৩টি গ্রামকে যোগান দিয়েছে । বিপ্লব এক নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে !

[গাস্তঁ লেভাল, নে ফ্রাঙ্কো নে স্তালিন, পৃষ্ঠা: ২৩৪-২৫২, ১৩৩-১৪৩, ১৮২-১৮৬, এবং এসপ্যানে লিবারতেয়ার, পৃষ্ঠা: ৯৪-১০৮, ১১৮-১১৯, ১৪২-১৪৯। সাম ডলগফের সংযোজনগুলো 'দি অ্যানার্কিস্ট কালেকটিভস ... ১৯৩৬–১৯৩৯' বইয়ের অন্তর্গত]

৭
মুক্তিকামী সমবায়গুলোর চরিত্রবৈশিষ্ট্য

গাস্তঁ লেভাল

১। আইনি বিধির নিরিখে যৌথ সমবায়গুলো ছিল অভিনব। শ্রমিক প্রতিনিধিসভা বা পৌরসভা, দুটোর কোনওটার ধাঁচার সঙ্গেই তাদের মিল নেই। এমনকি মধ্যযুগের পৌরসভাগুলোর সঙ্গেও তাদের মিল নেই। শ্রমিক প্রতিনিধিসভার সঙ্গে তুলনায় কিছুটা কাছাকাছি হলেও, চরিত্রের দিক থেকে যৌথ সমবায়গুলো হল জনসাধারণের যৌথ সভা। বিনেফার-য়ের মতো অনেক ক্ষেত্রেই তাকে জনসমাজের যৌথ বলা যায়। উৎপাদন, পরিষেবা, বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার মানুষরা যেমন একদিকে এই যৌথ সমবায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তেমনই অন্যদিকে, তাঁদের স্বাধীন সামাজিক ক্রিয়া, স্বেচ্ছাসমন্বয় ও স্বব্যবস্থাপনার উপরই যৌথ সমবায় দাঁড়িয়ে ছিল।

২। গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলোকে সব দিক থেকেই প্রকৃত অর্থে মুক্তিকামী সাম্যবাদী সংগঠন বলা যায়। 'প্রত্যেকের থেকে তার সাধ্য মতো এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মতো'— এই নীতি তারা প্রয়োগ করত। যে সব ক্ষেত্রে টাকার বিলোপসাধন করা হয়েছিল, সেখানে প্রতিটি মানুষের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান নিশ্চিত করা হয়েছিল। যেখানে টাকার ব্যবহার বহাল ছিল, সেখানে প্রতিটা পরিবার তার সদস্যসংখ্যার অনুপাতে পরিবার মজুরি পেত। কর্মকৌশলের পার্থক্য থাকলেও নৈতিক মূল ছিল অভিন্ন।

৩। গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলোয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ঐক্যবদ্ধতার চর্চা করা হত। নিজ এলাকার সমস্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চিতি দেওয়ার পরও জেলা সমিতিগুলোর মাধ্যমে জেলার সমস্ত যৌথ সমবায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার নীতি ক্রমশ আরও বেশি করে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিল। এর জন্য তারা জেলাভিত্তিতে বিশেষ সাধারণ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল যেখান থেকে অভাবে ভোগা গ্রামগুলোকে নিয়মিত সাহায্য করা যায়। এই কাজ দেখভালের জন্য কাস্তিল প্রদেশে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। শহুরে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার এমন চর্চা শুরু হয়েছিল সম্ভবত হসপিতালেত ও কাতালান রেল-পরিবহনে, পরে তা আলকোয় সমবায়েও দেখা যায়। রাজনৈতিক আপসরফা মুক্ত সামাজিকিকরণের পায়ে বেড়ি না পড়ালে পারস্পরিক সাহায্যের চর্চা আরও সাধারণ চেহারা নিতে পারত।

৪। পেশা বা কাজ নিরপেক্ষ ভাবে মহিলাদের জীবিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক জয়। গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলোর অর্ধেক সংখ্যক ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের সমান মজুরি পেত। বাকি অর্ধেক ক্ষেত্রে মহিলাদের পুরুষদের তুলনায় কম মজুরির যুক্তি দেওয়া হত যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের স্বনির্ভরভাবে একা বাস করার ঘটনা বিরল।

৫। শিশু-কিশোরদের জীবিকার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'মহানুভব রাষ্ট্রের দয়াদাক্ষিণ্য' হিসেবে তা দেখা হয়নি, দেখা হয়েছিল এমন এক স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে যার লঙ্ঘন অকল্পনীয়। ১৪/১৫ বছর বয়স অবধি শিশুদের জন্য বিদ্যালয় ছিল উন্মুক্ত ও বিনামূল্য। এর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে বাবা-মা-রা শিশুদের অল্প বয়সেই শ্রমে নিযুক্ত করবে না এবং শিক্ষা প্রকৃতই সার্বজনিক হয়ে উঠবে।

৬। আরাগঁ, কাতালোনিয়া, লেভান্ত, কাস্তিল, আন্দালুসিয়া ও এস্ত্রেমাদুরা প্রদেশের গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলোয় শ্রমিকরা নিজেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিয়ে চাষের জমি ও কাজ ভাগাভাগি করে নিত।... এই দলগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যৌথ সমবায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে কাজের পরিকল্পনা করত। এই আদর্শ সংগঠনপ্রণালী শ্রমিকদের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল।

৭। যৌথ সমবায়ের সব সদস্যদের সাধারণ সভা বসত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে— কোথাও প্রতি সপ্তাহে, কোথাও দুই সপ্তাহে একবার, আবার কোথাও মাসে একবার। এই রীতিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালু হয়েছিল। এই সাধারণ সভা তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করত এবং বিশেষ কোনও পরিস্থিতি বা অদৃষ্টপূর্ব কোনও সমস্যা দেখা দিলে তা নিয়ে আলোচনা করত। নারী–পুরুষ, উৎপাদক–অনুৎপাদক নির্বিশেষে সব অধিবাসী আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিত। বহুক্ষেত্রে সমবায়ের সদস্য না হওয়া ব্যক্তিমালিকানাপন্থীরাও সমান অধিকারে এই সভায় অংশ নিত।

৮। গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলোর অধীনে কৃষির ক্ষেত্রে ঘটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিগুলো হল: কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি, সেচব্যবস্থার প্রসার, কৃষির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং বনসৃজন। পশুপালনের ক্ষেত্রে অগ্রগতিগুলো হল: প্রজাতি বাছাই, প্রজাতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বৃহদাকার যৌথ খামার নির্মাণ।

৯। উৎপাদন ও বাণিজ্য সমতানে বাঁধা হয়েছিল। বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমে জেলাভিত্তিক সংবদ্ধকরণ, তারপর প্রদেশভিত্তিক সংবদ্ধকরণ ও শেষাবধি জাতীয় বিনিময় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দিকে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বন্টনব্যবস্থাকে লাগাতার সুসংবদ্ধ করে তোলা হয়েছিল। জেলা সমিতি(কোমারকা)-ই ছিল বাণিজ্যের ভিত্তিমঞ্চ। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে কোনও কোনও সমবায় পৃথকভাবে বাণিজ্য সম্পাদনা করলেও তা জেলা সমিতির অবগতি ও অনুমোদনের ভিত্তিতেই হতে হত। কোনও সমবায়ের বাণিজ্যিক ক্রিয়া সাধারণ অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর মনে করলে জেলা সমিতি তাতে হস্তক্ষেপ করত। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে আরাগঁয় যৌথ সমবায়গুলোর সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক সঙ্ঘ প্রদেশের সমবায়গুলোর মধ্যে বাণিজ্য সমন্বয় করার কাজ শুরু করে এবং পারস্পরিক সাহায্যের জন্য সাধারণ তহবিল তৈরির উদ্যোগ নেয়। ফেব্রুয়ারি মাসের সম্মেলনে গোটা আরাগঁ প্রদেশে একই 'উৎপাদক নথি' ও 'উপভোক্তা নথি' ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঐক্যের প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আঞ্চলিক থেকে জাতীয়, সমস্ত ধরনের মুদ্রার ব্যবহার এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অনুৎসাহিত করতে চাওয়া হয়েছিল। অন্যান্য প্রদেশ এবং বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সমন্বয়েও লাগাতার অগ্রগতি ঘটছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিনিময় হারের

অসঙ্গতি বা ব্যতিক্রমী চড়া দাম যখন বাণিজ্যে উদবৃত্তের জন্ম দিত, তখন জেলা সমিতি তা তুলনায় গরিব যৌথ সমবায়গুলোকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করত। এভাবে গ্রাম ছাড়িয়ে জেলা, জেলা ছাড়িয়ে প্রদেশ, প্রদেশ ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃতিতে ঐক্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছিল।

১০। গ্রাম ও শহর, উভয় ক্ষেত্রেই যৌথ সমবায় কারিগরী ও শিল্প উৎপাদনের ঘনীভূতকরণ ঘটিয়েছিল। খুব ছোট উৎপাদনশালা এবং লোকসান করা কারখানাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আলকোয়-এর শিল্পক্ষেত্রে, হসপিতালেত-য়ে, বার্সেলোনার পরিবহনে এবং আরাগঁর যৌথ সমবায়গুলোয় সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে শ্রমবন্টনকে পুনর্গঠন করা হয়েছিল।

১১। গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রে বড় বড় ভূসম্পত্তিগুলোর দখল নিয়ে কৃষকদলের স্বব্যবস্থাপনায় চাষের উপযোগী খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করাই সাধারণত সমবায়িকরণের দিকে প্রথম পদক্ষেপ ছিল। সেগোরবে, গ্রানোলেরস জেলা এবং আরাগঁ প্রদেশের বেশিরভাগ গ্রামে সমবায়িকরণ এভাবে শুরু হয়েছিল। অন্য কিছু ক্ষেত্রে সমবায়িকরণ শুরু হত পৌর সমিতিগুলোকে আশু সংস্কার করায় বাধ্য করার মধ্য দিয়ে। যেমন, এলডা, বেনিকারলো, কাস্তিলোঁ, আলকানিজ, কাম্পে ইত্যাদি স্থানে ভূমিরাজস্বের নতুন বিধি করা, ওষুধপত্র বিনামূল্যে যোগানের ব্যবস্থা করা, এমনসব পরিবর্তনে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে সমবায়িকরণের সূচনা হয়েছিল।

১২। অভূতপূর্ব হারে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। আংশিক বা সম্পূর্ণ সামাজিকিকরণের উপর দাঁড়ানো যৌথ সমবায় বা পৌরসঙ্ঘগুলো বেশিরভাগই ন্যূনতম একটা নতুন ইস্কুল স্থাপন করেছিল। যেমন, ১৯৩৮ সালের মধ্যে লেভান্ত জেলা সমিতির অধীন প্রত্যেকটি যৌথ সমবায়ের নিজস্ব ইস্কুল চালু হয়ে গিয়েছিল।

১৩। যৌথ সমবায়ের সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান। যৌথ সমবায় গঠনের আন্দোলন আরাগঁ প্রদেশে সূত্রপাত ও দ্রুত বিস্তারলাভের পর কাতালোনিয়ার একাংশকে জয় করে নিয়ে লেভান্ত ও কাস্তিলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে আমি শুনেছিলাম যে কাস্তিলে এই আন্দোলনের সাফল্য এমনকি লেভান্ত ও আরাগঁ-র সাফল্যকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। এস্ত্রামাদুরা ও

আন্দালুসিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল গোড়াতেই ফ্যাসিবাদীদের দখলে চলে যায়নি, সেখানেও (বিশেষ করে জায়েন প্রদেশে) যৌথ সমবায় গড়ে উঠেছিল। আঞ্চলিক পরিবেশ ও পরম্পরার উপর নির্ভর করে যৌথ সমবায়গুলোর চরিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল।

১৪। ...

১৫। কোনও কোনও যৌথ সমবায়ে সামাজিকিকরণ প্রক্রিয়া বিশেষত্বপূর্ণ চেহারা নিয়েছিল। কারসাজেনতে-র যৌথ সমবায়ে বাণিজ্যের সামাজিকিকরণ করা হয়েছিল। আলকোয়-য়ের যৌথ সমবায়ে উৎপাদনের শ্রমিকতন্ত্রী বিন্যাসকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য উপভোক্তাদের সমবায় গড়ে তোলা হয়েছিল। এমন উদাহরণ আরও বহু ছিল।

১৬। মুক্তিকামী আন্দোলনের কর্মীরা একাই সব যৌথ সমবায় গড়ে তোলেনি। যৌথ সমবায়গুলো আইন-কানুন নীতি-নিয়মে কঠোরভাবে নৈরাষ্ট্রবাদী ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যা মুক্তিকামী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকা সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। এমনটা হয়ত বলা যায় যে সেই মানুষরা অবচেতনে মুক্তিকামী ছিলেন। কাস্তিল ও এস্ত্রামাদুরার যৌথ সমবায়গুলোর বেশির ভাগকে ক্যাথলিক ও সমাজতন্ত্রী ঝোঁকসম্পন্ন কৃষকরা সংগঠিত করেছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য তারা নৈরাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক প্রচারে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। 'ইউ জি টি' সংগঠনগতভাবে যৌথ সমবায় গঠনের আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও, তাদের বহু সদস্য যৌথ সমবায়ের সদস্য হয়েছিল এবং তা সংগঠিত করার কাজে হাত লাগিয়েছিল। একইভাবে হাত লাগিয়েছিল সেই প্রজাতন্ত্রীরা যারা অকপটভাবে মুক্তি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কামনা করত।

১৭। ব্যক্তিমালিকানা বজায় রেখে সমবায়ে যোগ না দেওয়া ক্ষুদ্র জোতের কৃষকদের সহনাগরিকের সম্মান দেওয়া হত। উপভোক্তা নথিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি, যৌথ বাণিজ্য কার্যক্রমে তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং সমবায়ের সাধারণ সভায় তাদের সম্পর্কে নেওয়া নানা সিদ্ধান্ত তা প্রমাণ করে। তাদের উপর কেবল দুটি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল: যে পরিমাণ জমি তারা নিজে (পরিবারের সদস্যদের নিয়ে) চাষ করতে পারবে, কেবলমাত্র সেই পরিমাণ জমিই তারা নিজ মালিকানায় রাখতে পারবে এবং তারা ব্যক্তিগত বাণিজ্যে

সামিল হতে পারবেনা। তাদের উপর কোনও জোর আরোপ করা হত না, যৌথ সমবায়ে যোগ দেওয়া ছিল স্বেচ্ছাধীন বিষয়, তারা তখনই যৌথ সমবায়ে যোগ দিত যখন তারা যৌথভাবে কাজ করার সুবিধা উপলব্ধি করত।

১৮। যৌথ সমবায়গুলোর সামনে প্রধান বাধাগুলো ছিল এইরকম:

ক) সমাজের রক্ষণশীল স্তরসমূহ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী পার্টি ও সংগঠনগুলো ছিল প্রধান বাধা। এই পার্টি/সংগঠনগুলো হল: সমস্ত প্রজাতন্ত্রী দল-উপদল, বাম (লার্জো কাবালেরোর অনুগামী) ও ডান (প্রিয়েতোর অনুগামী) ঝোঁকের সমাজতন্ত্রী, স্তালিনপন্থী কম্যুনিস্ট। 'পি ও ইউ এম' পার্টিও বেশিরভাগ সময় সমবায়ীদের বিরোধিতা করত (কাতালান সরকার জেনেরালিতাত থেকে তাদের বের করে দেওয়ার আগে অবধি 'পি ও ইউ এম' বিপ্লবী 'লাইন' নেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। বিতাড়নের পর বাধ্য হয়ে সরকার-বিরোধিতার পথে আসে এবং তখন বিপ্লবী 'লাইন'-য়ের প্রস্তাবক হয়। এমনকি ১৯৩৭ সালের জুন মাসেও 'পি ও ইউ এম'-য়ের আরাগঁ অঞ্চলের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে যৌথ সমবায়গুলোর উপর আক্রমণ শানানো হয়েছিল।) এই বিবিধ রাজনীতিবিদদের মূল হাতিয়ার ছিল 'ইউ জি টি' শ্রমিকসঙ্ঘ।

খ) কাতালোনিয়া ও পিরেনিজ অঞ্চলের কৃষকদের মতো ক্ষুদ্র জমিমালিকদের বাধা।

গ) এমনকি যৌথ সমবায়ের সদস্যদের মনেও এই ভয় সেঁধিয়ে ছিল যে যুদ্ধের অবসান হলেই সরকার সমবায় সংগঠনগুলোর উপর আক্রমণ হেনে ধ্বংস করে দেবে। প্রতিক্রিয়াপন্থী নয়এমন বহু মানুষ এবং বহু ক্ষুদ্র জমিমালিক কেবলমাত্র এই ভয় থেকেই যৌথ সমবায়ে যোগ দেয়নি।

ঘ) ফ্রাঙ্কো-র বাহিনী যে অঞ্চলই যখন নিজেদের দখলে আনতে পেরেছে, তখনই সেখানে যৌথ সমবায়গুলোকে ধ্বংস করতে হামলা চালিয়েছে। এ অবশ্য প্রত্যাশিত। কিন্তু এই ফ্যাসিবাদীরা ছাড়া অন্যরাও যৌথ সমবায়ের উপর খোলাখুলি সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। কাস্তিলে যৌথ সমবায়ীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল কম্যুনিস্টদের বাহিনী। ভালেনসিয়া অঞ্চলে কম্যুনিস্ট বাহিনী পরিচালিত এমন আক্রমণে

এমনকি সাঁজোয়া গাড়িও ব্যবহার করা হয়েছিল। হুয়েসকা প্রদেশে 'কার্ল মার্ক স ব্রিগেড' নামধারী বাহিনী যৌথ সমবায়গুলোকে তছনছ করেছিল, আর তেরুয়েল প্রদেশে এ কাজ করেছিল মাসিয়া-কোমপানিজ বাহিনী। (যৌথ সমবায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানায় বীরপুঙ্গব এই উভয় বাহিনীই অবশ্য ফ্যাসিবাদী বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমর থেকে পালিয়ে বেড়াত। হুয়েসকা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ফ্যাসিবাদীদের দখলে চলে যাওয়া রুখতে নৈরাষ্ট্রবাদী গণসেনাবাহিনী যখন প্রাণপণ লড়ছে, কার্ল মার্কস ব্রিগেড তখন নিরাপদ নিষ্ক্রিয়তায় নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। মার্কসের নামধারী বাহিনী সবসময় পিছনে থাকতেই পছন্দ করত। আর মারিয়া কোমপানিজ বাহিনী ভিভেল ডেল রিও এবং উত্রিলো-র অন্যান্য কয়লাখনি অঞ্চল বিনা যুদ্ধে ফ্যাসিবাদীদের দখল করতে দিয়ে পিট্টান দিয়েছিল। এরাই যৌথ সমবায়ের নিরস্ত্র কৃষকদের বিরুদ্ধে রথী-মহারথী হয়ে উঠত।)

১৯। নতুনকে সৃষ্টি করা, রূপান্তরসাধন ও সামাজিকিকরণের কাজে শহরের শ্রমিকদের তুলনায় গ্রামের কৃষকরা অনেক বেশি বহুমুখীতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিল।

[গাস্তঁ লেভাল, নে ফ্রাঙ্কো নে স্তালিন, পৃষ্ঠা: ৩০৬-৩২০]

সন্নিবেশ:

নানাচোখে সমবায়িকরণের পরিসংখ্যান

- নৈরাষ্ট্রবাদীদের নেতৃত্বে সি এন টি-র সঙ্গে সম্পৃক্ত গণসমষ্টির মধ্যে **আরাগঁ প্রদেশের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি এলাকা** জুড়ে প্রায় নিরঙ্কুশভাবে যৌথ সমবায় গঠনের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। [পিয়ের ব্রুই ও এমিল তেমিম, রেভলুশন অ্যান্ড সিভিল ওয়ার ইন স্পেন, ১৯৭২, পৃষ্ঠা: ১৫৯।]
- **স্পেনের প্রজাতন্ত্রী অঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি এলাকায়** সমবায়িকরণ হয়েছিল। [অগস্তিন সোউচি]
- **৭০ লাখ থেকে ৮০ লাখ মানুষ** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যৌথ সমবায় গঠনের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ভাগীদার হয়েছিল। [গাস্তঁ লেভাল]
- যেখানে প্রজাতন্ত্রী সরকার পাঁচ বছর জোড়া ভূমিসংস্কারে ৮,৭৬,৩২৭ হেক্টর জমি আইনি পথে পুনর্বন্টন করেছিল, সেখানে **কয়েক সপ্তাহ** ব্যাপী যৌথ সমবায় গঠনের বিপ্লবী কার্যক্রমে কৃষকরা সরাসরি **৫৬,৯২,২০২ হেক্টর জমির** পূর্ব দখলিস্বত্ব নিরসন করে নিজেদের দখলে নিয়েছিল। [হোসে পেইরাত, লোস অ্যানারকিসতাস এন লা ক্রাইসিস পলিটিকা এসপানোলা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা: ১৪৫।]
- **৬.১ লাখ থেকে ৮ লাখ শ্রমিকদের** নিয়ে **১,২৬৫ থেকে ১,৮৬৫ যৌথ সমবায়** গড়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের পরিবারকে হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করলে প্রায় **৩২ লাখ মানুষ** এই আন্দোলনের কারিগর ছিল। [ফ্রাঙ্ক মিন্তজ, লা কালেকটিভাইজেশন এন এসপ্যানে ডি ১৯৩৬ আ ১৯৩৯, পৃষ্ঠা: ১৪৯।]
- গাস্তঁ লেভাল **১৭০০ গ্রামীণ যৌথ সমবায়ের** তালিকা করেছিলেন, যার প্রদেশভিত্তিক বিস্তার এইরকম: আরাগঁ—৪০০ (সোউচি আরাগঁতে ৫১০টি যৌথ সমবায়ের হিসাব দিয়েছিলেন), লেভান্ত—৯০০, কাস্তিল—৩০০, এস্ত্রেমাদুরা—৩০, কাতালোনিয়া—৪০, আন্দালুসিয়া—অজানা। শহরে সমবায়িকৃত কারখানার হিসাব লেভাল দিয়েছেন: কাতালোনিয়া— সব কারখানা ও পরিবহন, লেভান্ত—৭০ শতাংশ কারখানা, কাস্তিল— কিছু কারখানা। [এসপ্যানে লিবারতেয়ার, পৃষ্ঠা: ৮০]

ইবেরিয় উপদ্বীপ

[চিহ্নিত অংশে মুক্তিকামী আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল]

সি এন টি- এফ এ আই-য়ের পোস্টার।
বয়ান: বিপ্লব ও যুদ্ধ অবিচ্ছেদ্য।

সি এন টি– এফ এ আই- য়ের পোস্টার।
বয়ান: মুক্তি।

১৯৩৬-য়ের জুলাই—
বার্সেলানার শ্রমিকরা ফ্যাসিবাদী
অভ্যুত্থান রুখতে হাতে অস্ত্র
তুলে নিল।

কিছুকিছু মুক্তিকামী সমবায় আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য
নিজস্ব টাকা চালু করেছিল, তার কিছু উদাহরণ।

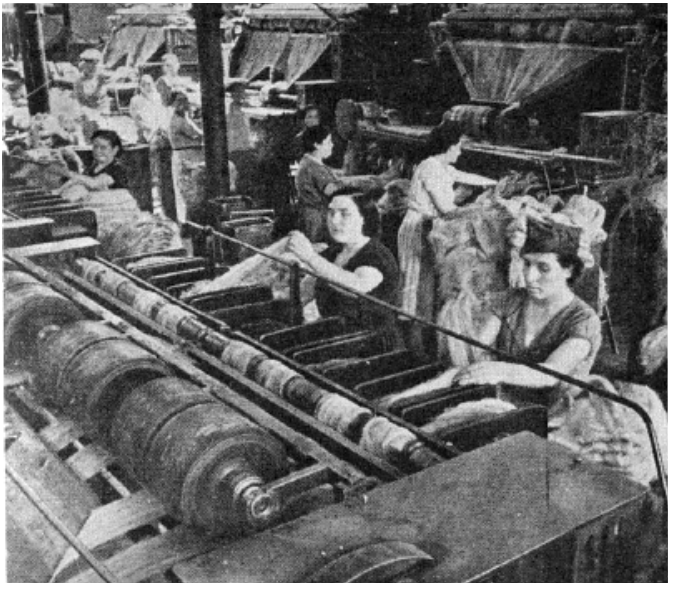

১৯৩৬: বার্সেলোনার সমবায়িকৃত বস্ত্রশিল্পে মহিলারা কাজ করছেন।

সমবায়িকৃত কারখানায় পুরুষরা সেলাই মেশিন চালাচ্ছেন।

জেনারেল অটোবাস কোম্পানির সমবায়িকৃত উৎপাদনশালায়
তৈরি প্রথম দ্বিতল বাস, সামনে উৎপাদনশালার শ্রমিকরা।

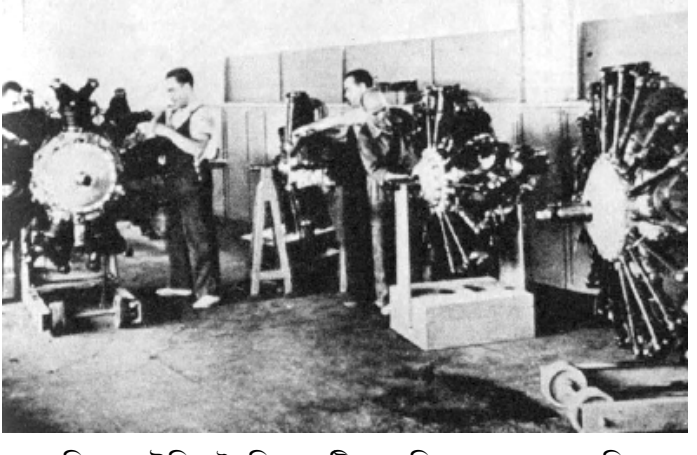

বার্সেলোনায় বিমানের ইঞ্জিন তৈরির একটি সমবায়িকৃত কারখানায় শ্রমিকরা কর্মরত।

যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত বার্সেলোনার একটি বড়
সমবায়িকৃত কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করছেন।

বার্সেলোনার শ্রমিকদের তৈরি যুদ্ধের সাঁজোয়া গাড়ি।

মুক্তিকামী আন্দোলনের একটি পোস্টার। বয়ান: সম্মানজনক কাজ ও মানুষের মতো জীবনের অধিকার নিয়ে প্রতিটি মানুষ জন্মায়।

কৃষি সমবায়ে ফসল তোলার কাজ চলছে।

কৃষি সমবায়ে কাজের মাঝে একজন মহিলা।

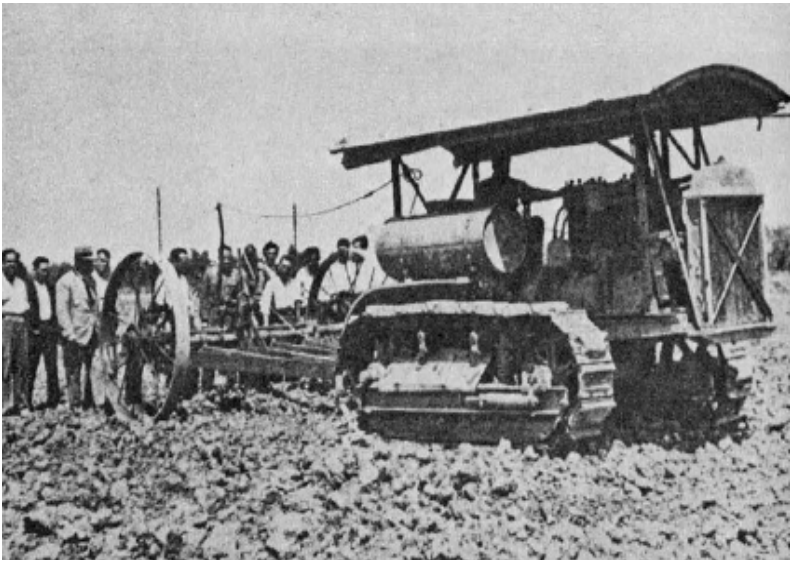

নতুন যান্ত্রিক ট্রাক্টর মাঠে নামাচ্ছেন একটি কৃষি সমবায়ের কৃষকরা।

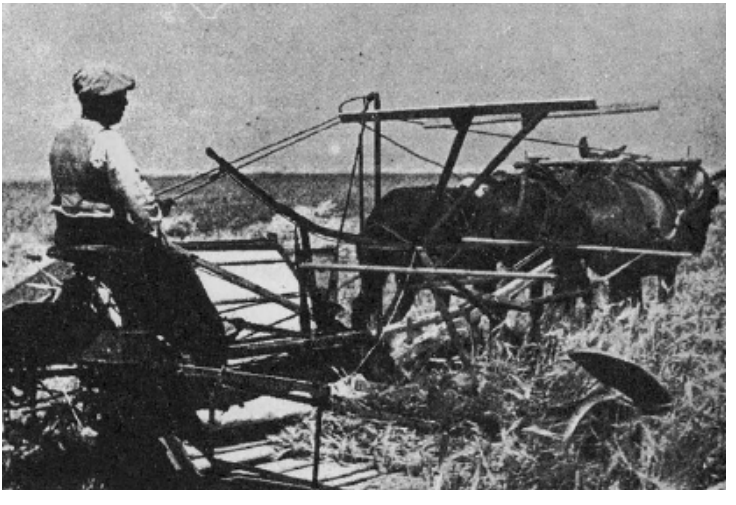

ঘোড়ায় টানা ফসল-কাটার যন্ত্র চালাচ্ছেন কৃষি সমবায়ের এক কৃষক।

ট্রেনের গায়ে পরিবহন শ্রমিকদের লেখা স্লোগান: মেহনতী মানুষ, দেশটা তোমাদেরই।

শ্রমিকরা একযোগে ট্রেনের গায়ে স্লোগান লিখছেন।

মুক্তিকামী সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় চালু হওয়া ইস্কুলে পড়ুয়ারা ঢুকছেন।

সি এন টি– এফ এ আই-য়ের পোস্টার।
বয়ান: কমরেড, কাজ কর আর বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম কর।

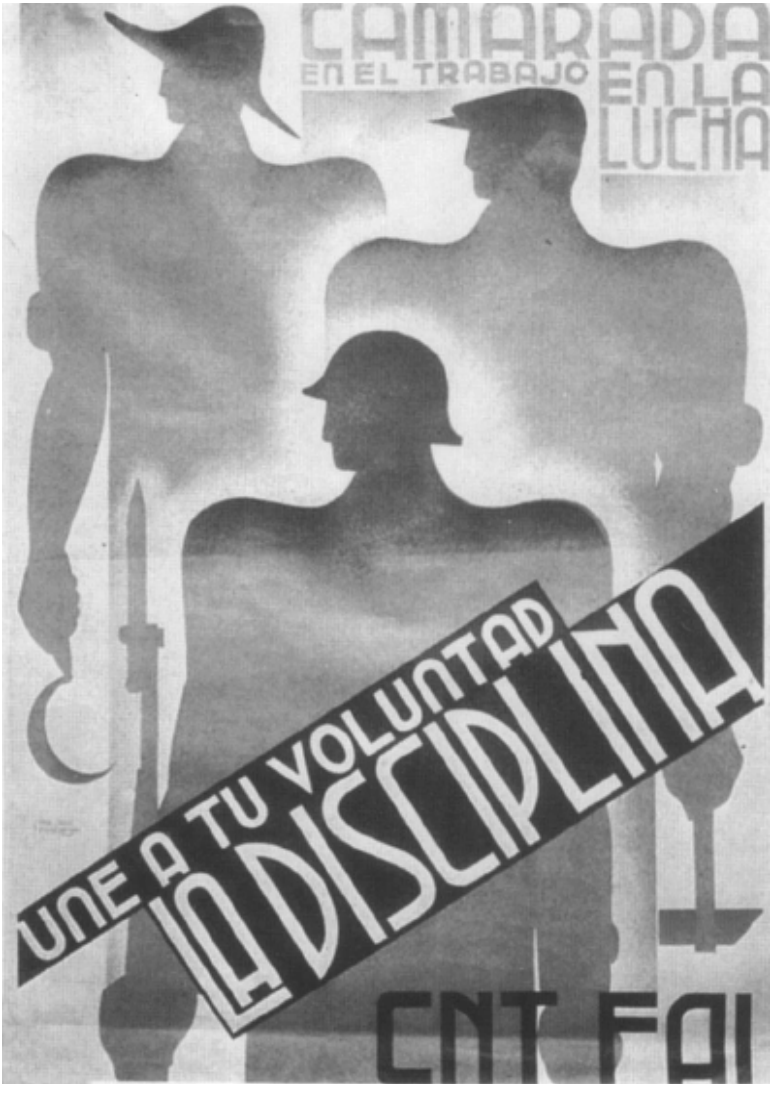

সি এন টি– এফ এ আই-য়ের পোস্টার।
বয়ান: কমরেড, কাজে ও সংগ্রামে শৃঙ্খলাবদ্ধ হোন।

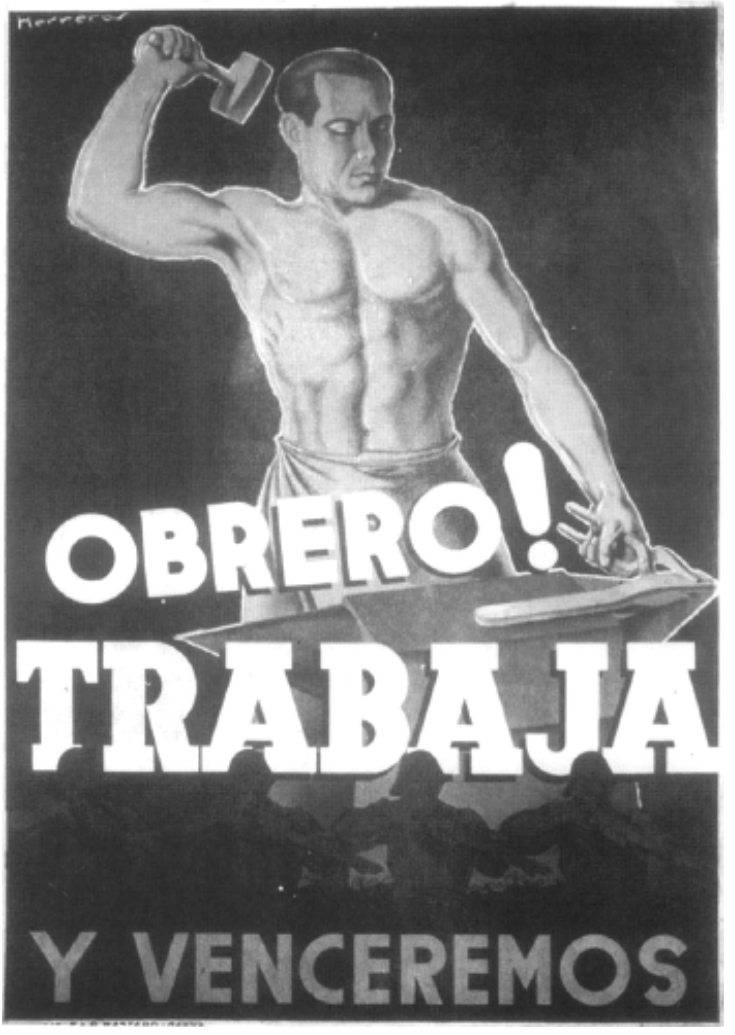

বার্সেলোনার জেনারেল মোটরস শ্রমিক সংঘের পোস্টার।
বয়ান: শ্রমিকরা কাজ কর, তাহলেই আমরা জিতব।

কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কম্যুনিস্টদের পোস্টার।

সি এন টি– এফ এ আই-য়ের পোস্টার।
বয়ান: নিরাশাকে প্রশ্রয় দিও না, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

৮

বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা

গাস্তঁ লেভাল

স্পেন বিপ্লবের সৃজনশীল সাফল্যগুলো যদি ঢাকা পড়ে গিয়ে থাকে, তবে তা কেবল শত্রুদের অভিসন্ধিমূলক নীরবতার ষড়যন্ত্রের জন্য নয়। স্পেন ভূখণ্ডে তখন যুদ্ধ চলছিল। একদিকে যেমন তা গৃহযুদ্ধ, অন্যদিকে তেমন তা ফ্যাসিবাদী শক্তিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। সবকিছুকে ছেয়ে থাকা মূল সমস্যা হিসেবে যুদ্ধের দিকেই সবার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল।

বিপ্লবের কারিগর স্পেনের জনগণের মনোভাবও ছিল এইরকম। শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র বুর্জোয়া সবার কাছেই ফ্রাঙ্কো-র জয়লাভ আটকানোই ছিল প্রধান বিষয়। ফ্যাসিবাদের করাল ভ্রূকুটি যখন বাকস্বাধীনতা ও সংগঠনের স্বাধীনতাকে দমন করছে, একনায়কত্বের কাছে মাথা নত না করলেই নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে, তখন নৈরাষ্ট্রবাদীরাও ভেবেছিল যে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঐক্য রক্ষাই সবচেয়ে জরুরী। প্রজাতন্ত্রের আনা ছিটেফোঁটা গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলোও যারা সহ্য করতে পারেনা, সেই ফ্যাসিবাদীদের প্রতিহত করাই সর্বাগ্র গণ্য হয়ে উঠেছিল।

'জয় ছাড়া আর সবকিছুকে আমরা ছাড়তে রাজি'— দুরুতির এই বিখ্যাত উক্তি প্রচুর নৈরাষ্ট্রবাদী যোদ্ধার মানসিকতার সারসংক্ষেপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দুরুতি এখানে 'জয়' বলতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়ের কথাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের কথা যে পরিত্যাজ্য 'সবকিছু'-র মধ্যে বিপ্লবও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।... স্পেনের নৈরাষ্ট্রবাদীদের দীর্ঘ বহু বছর ধরে

দমনপীড়ন ভোগ করতে হয়েছে। 'প্রিমো ডি রিভেরা'-র একনায়কতন্ত্রের সময়ে যেমন, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের আমলেও তেমনই নৈরাষ্ট্রবাদীদের দেশছাড়া হতে হয়েছে, সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় আত্মগোপন করতে হয়েছে। ফ্যাসিবাদ কায়েম হলে কি তার চেয়ে খুব বেশি কিছু হবে ? সবচেয়ে তমসাচ্ছন্ন বছরগুলোতেও তারা কিছু না কিছু সক্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদ যে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে তা তারা জানত। ফ্যাসিবাদ ক্ষমতাসীন হতে পারলেই নৈরাষ্ট্রবাদী মুক্তিকামী শ্রমিক প্রতিনিধি সভাগুলোকে ভেঙে লোপাট করে দেবে। ভবিষ্যৎ কোনও উদারপন্থী বা রাজতন্ত্রী আমলে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠার ক্ষীণ আশায় বুক বেঁধে নিষ্ক্রিয়তায় নির্বাসন ছাড়া নৈরাষ্ট্রবাদীদের সামনে আর কোনও বিকল্প থাকবে না। সংক্ষেপে বললে, নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের সমস্যাগুলো ১০০ গুণ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠবে ফ্যাসিবাদী আমলে।

অংশত (এবং অংশতই মাত্র) এই কারণে ১৯৩৬ সালের ২০শে জুলাই কাতালান সরকারের প্রেসিডেন্ট কোমপানিজ যখন একটা শক্তপোক্ত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন, 'সি এন টি' প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র গারসিয়া অলিভার (কিছুটা অতি-উৎসাহের সঙ্গে) তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। অলিভার যুক্তি দিয়েছিলেন যে এখনই বিপ্লবের সময় নয়, আরাগঁকে মুক্ত করে ফ্যাসিবাদী বাহিনীর কাতালোনিয়ার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টাকে মাঝপথে রুখে দেওয়াই এখন নৈরাষ্ট্রবাদীদের অগ্রাধিকারে থাকা উচিত।

স্পেনের বহু নৈরাষ্ট্রবাদীদের কাছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিকৃত ধারণা উপস্থিত হয়েছিল। তারা বলেছিল যে বার্সেলোনার 'জনগণ'-ই ফ্যাসিবাদী সেনাদের পরাজিত করেনি। তাদের মতে নৈরাষ্ট্রবাদীদের ঘাঁটি বার্সেলোনায় মূলত নৈরাষ্ট্রবাদীরা কিছু 'অ্যাসল্ট গার্ডস'-য়ের সহায়তায় ফ্যাসিবাদী সেনাদের পরাজিত করেছে। একথা সত্য যে নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাদের উদ্যোগী সাহসী ভূমিকার জন্য প্রথম থেকেই বার্সেলোনার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। জনগণের সমর্থনও তাদের দিকে বলে মনে হচ্ছিল, সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল এই স্লোগান: 'ভিভা লা সি এন টি! ভিভা লা এফ এ আই!' কিন্তু বুর্জোয়া, ব্যবসাদার, আমলা, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং পরজীবী ও আধা পরজীবী শ্রেণিগুলোর মানুষ (সংখ্যায় তারা শ্রমিকদের সমান

হবে) সি এন টি-এফ এ আই-কে আদৌ কতটা সমর্থন করছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তাদের সমর্থন ছিল নেহাতই ছলনাশ্রয়ী ও উপর-উপর। তারা বেশিরভাগ নৈরাষ্ট্রবাদীদের সাম্প্রতিক বড় সাফল্যগুলোর কারণে 'সি এন টি–এফ এ আই'-কে সমীহ করছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা নৈরাষ্ট্রবাদী নীতি বা সমাজধারণা গ্রহণ করেছে। ফ্যাসিবাদীদের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য নৈরাষ্ট্রবাদীদের ও শ্রমিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ছিল কিন্তু আর খুব কিছু পরিবর্তন হয়নি। প্রজাতন্ত্রীরা ছিলেন প্রজাতন্ত্রীই, কাতালানরা ছিলেন স্বাধীন কাতালোনিয়ার পক্ষে, উদারপন্থীরা বুর্জোয়াভাবাপন্ন এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী রাজতন্ত্রীরা তখনও রাজার অভিষেকের স্বপ্ন দেখছিলেন।

পরিস্থিতির এই জটিল গোলকধাঁধা আরও জটিল চেহারায় ভাবনাচিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। নৈরাষ্ট্রবাদীদের যে অংশ ১৯৩৬-য়ের শেষদিকে বিপ্লবের প্রশ্নে প্রাথমিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, সমস্যার রাজনৈতিক দিকটাকে তাঁরা অতিসরলীকরণ করে বা কম গুরুত্ব দিয়ে দেখছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন যে সমাজবিপ্লবের খরস্রোত প্রোথিত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, রাজনৈতিক পার্টিগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রীয় সমর্থন-সহায়তার খুঁটি ভেঙে পড়ায় পরজীবী শ্রেণিগুলোও বিলুপ্ত হবে। সমাজবিপ্লব বিধৌত সেই পরিষ্কৃত ভূমিতে কেবল নতুন নৈরাষ্ট্রবাদী সমাজসম্পর্ক স্থাপনে মনোনিবেশ করলেই হবে।

কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে হাজির বাস্তব তাঁদের এই সরল হিসাবনিকাশ সব ওলটপালট করে দিয়েছিল। রাষ্ট্র ভেসে যায়নি, বহাল তবিয়তেই বিরাজ করছিল: মাদ্রিদে কেন্দ্রীয় সরকার, কাতালোনিয়ায় জেনেরালিতাত ও বাস্ক প্রদেশে আরও একটি আঞ্চলিক সরকার। প্রতিটি সরকারেরই নিজস্ব পুলিশ ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সেনাবাহিনী বহাল ছিল। বিভিন্ন পৌরপ্রতিষ্ঠান, তাদের স্থানীয় আইনরক্ষা বাহিনী সমেত বহাল ছিল। রাজনৈতিক পার্টিগুলোর ক্ষমতার শিকড় তখনও দৃঢ়প্রোথিত। আর মধ্যশ্রেণি তখনও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের রাশ হাতে নেওয়ার প্রশ্নে প্রত্যয়ী। এরা সবাই কমবেশি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী এবং একলপ্তে ধরলে জনসংখ্যার সিংহভাগ। যে কোনও একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে তুলনা করলে তৎকালীন স্পেনে সি এন টি ও নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু বাকি সবাইকে একসঙ্গে ধরলে, তাদের মোট বল নৈরাষ্ট্রবাদীদের থেকে অনেক বেশি

ছিল। তার উপর আবার, প্রগতিশীল ও উদারমনস্ক হিসেবে পরিচিত জনগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করলেও রাজনৈতিক বিতর্ক বা চর্চা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। তারা মনে করত যে একমাত্র সরকারের পক্ষেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শক্তপোক্ত লড়াকু জোট তৈরি করা ও বজায় রাখা সম্ভব। রাজনৈতিক পার্টিরা পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, নৈরাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তাই তারা মোটেই অনস্তিত্বের মুখে দাঁড়িয়ে নেই এবং নৈরাষ্ট্রবাদীরা ইচ্ছা করলেও তাদের অস্তিত্বহীন করে দিতে পারবে না। মানুষের চোখে যেহেতু গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধা এবং সরকারি সেনা-পুলিশ সমপরিমাণে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, তাই সরকারি সেনা-পুলিশের ভূমিকাকে প্রশ্ন করা বা অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা নৈরাষ্ট্রবাদীদের পক্ষে সম্ভব হলেও কার্যকরী ছিল না। যেহেতু ফ্যাসিবাদীদের পরাজিত করাই ছিল পাখির চোখ,... তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলে নৈরাষ্ট্রবাদীরা কেবল রাজনৈতিক পার্টি ও ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত বিরোধিতার মুখে পড়ত না, জনগণের সিংহভাগও তাদের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর অনুচর হিসেবে কাজ করার অভিযোগ তুলত। সুতরাং বাধ্য হয়েই নৈরাষ্ট্রবাদীদের সহগামী হতে হয়েছিল সেইসব বুর্জোয়া, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, ভূস্বামী ও কাতালান পার্টিদের যারা ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করছিল।

আরো একটা গুরুতর সমস্যা ছিল। কাতালোনিয়া, লেভান্ত, আরাগঁ, অর্ধেক কাস্তিল ও আন্দালুসিয়ার একাংশ ধরে স্পেনের গোটা পূর্বাঞ্চলেই যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কারখানা ছিলনা। রাইফেল, মেশিনগান, সাঁজোয়া গাড়ি, কামান, গোলাবারুদ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ইস্পাত, কয়লা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঁচামালের মজুতও ছিলনা। যুদ্ধাস্ত্র তৈরির প্রধান কারখানাগুলো ছিল আসতুরিয়াস-য়ে এবং ফ্যাসিবাদী সেনার ব্যূহ তাকে প্রজাতন্ত্রী স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।...

আলোচনার খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে কেন্দ্রীয় সরকার, কাতালান সরকার ও বাস্কদের সরকারকে উৎখাত করায় নৈরাষ্ট্রবাদীরা সফল হতে পারত।... ধরে নেওয়া যাক যে সংখ্যাগুরু মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে নৈরাষ্ট্রবাদীরা একটা নৈরাষ্ট্রবাদী একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে পারত। তা হলেও বিশ্বের ফ্যাসিবাদী ও গণতান্ত্রিক সমস্ত রাষ্ট্রের অবরোধে পড়তে হত, অস্ত্রের যোগান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেত এবং মানুষ এই বিপর্যয়ের জন্য সঠিকভাবেই

নৈরাষ্ট্রবাদীদের কাঠগড়ায় তুলত। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত করা যে অত্যন্ত কঠিন, বুঝি বা অসম্ভবই হত, তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারেনা।

একদম শুরুতে রাজনৈতিক পার্টিগুলোকে বিরোধিতার পথে ঠেলে না দেওয়ার জন্য কেবলমাত্র বিদেশী মালিকানাধীন সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।... ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আরাগঁ-র সর্বত্র যে মুক্তিকামী কৃষি সমবায় সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল, তার অন্যতম কারণ হল যে নৈরাষ্ট্রবাদী গণসেনাবাহিনী (আরাগঁতেই তাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল) যৌথ সমবায়গুলোর উপর রাজনৈতিক পার্টিদের আক্রমণের সামনে ঢাল হিসেবে কাজ করত। কিন্তু তার পরেও আরাগঁতে আশঙ্কা পুরোপুরি কাটেনি এবং ওই আশঙ্কা থেকেই মুক্তিকামী নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের কর্মীদের নেতৃত্বে 'আরাগঁ কাউন্সিল' নামে সরকার-গোত্রীয় একটা ধাঁচা খাড়া করতে হয়েছিল। ১৮৭০ দশকের নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবুকদের সূত্রায়িত প্রত্যাশা অনুযায়ী বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকশিত হয়েছিল স্পেনের মাত্র একটি প্রদেশে। আরাগঁ হল সেই একমাত্র প্রদেশ। কিন্তু গোটা স্পেনের নিরিখে আরাগঁ তো কেবল একটা ছোট অঞ্চল মাত্র। স্পেনের বাকি সমস্ত অঞ্চলে অতি ভয়ঙ্কর সাধারণ শত্রু ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য কম ভয়ঙ্কর শত্রুদের সঙ্গে জোট রক্ষা করাতেই তাদের মন দিতে হয়েছিল।

কাবালেরোর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 'সি এন টি' প্রস্তাব দিয়েছিল যে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটা 'যৌথ প্রতিরক্ষা কমিটি' গড়ে তোলা হোক। 'সি এন টি'-র প্রস্তাব ছিল যে কমিটিতে 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের বেশি রাখতে হবে, রাজনৈতিক পার্টিদের প্রতিনিধির মোট সংখ্যা শ্রমিকসঙ্ঘদের মোট প্রতিনিধির সংখ্যা থেকে কম হতে হবে। কাবালেরোর সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরিবর্তে কখনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, কখনও তোষামোদ, আবার কখনও হুমকির মাধ্যমে কাবালেরো চেষ্টা চালিয়ে যায় যাতে নৈরাষ্ট্রবাদীরা তার সরকারের পাশে থাকে। এর পরও 'সি এন টি'-'এফ এ আই' সিদ্ধান্ত নেয় যে ফ্যাসিবাদী হামলার মুখে প্রজাতন্ত্রী জোটকে শক্তিশালী করার জন্য কাবালেরোর নেতৃত্বাধীন সরকারে সরাসরি অংশ নেওয়া হবে। সরকারে যোগ দেওয়া হয়, কয়েকজন নৈরাষ্ট্রবাদী নেতাকে কিছু সরকারি দপ্তরের মন্ত্রী বা আধিকারিক করা হয়। এর পর থেকেই বেশ কিছু নৈরাষ্ট্রবাদী ক্ষমতালিপ্সার জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে নৈতিক ভারসাম্য হারাতে থাকেন।

সৌভাগ্যবশত, স্পেনের নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের মূল শক্তি তার নেতা ও আধিকারিকরা ছিল না। স্পেনের নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনকে রক্ষা করছিল তার

হাজার হাজার সাধারণ সদস্য, প্রত্যেকেই যারা এক একজন পোড় খাওয়া যোদ্ধা ছিল। আরাগঁ, লেভান্ত ও আন্দালুসিয়ার সব বা প্রায় সব গ্রামেই 'সি এন টি'-র সাধারণ কর্মীরা প্রতিনিধিসভা পরিচালনায় বা গ্রামীণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অভিজ্ঞ দক্ষ সংগঠকের মতো কাজ করছিল। তাদের উদ্যম ও দৃষ্টান্তসূচক ব্যবহার জন্য জনগণ তাদের উপর নিশ্চিন্তে ভরসা করতে পারত। বহু বছর ধরে এই কমরেডরা মুক্তিকামী বিপ্লবের জন্য প্রচার করেছেন, তার জন্য কারাগার, রাষ্ট্রীয় অত্যাচার, দেশান্তরী হওয়ার অভিশাপ, সবকিছু সহ্য করেছেন। সেই মুহূর্তে যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক নেতাদের অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও তারা তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়োজিত করে বিপ্লবের গঠনমূলক কাজ বহাল রেখেছিল।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জোটের অন্য সদস্যরা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ভঙ্গিমা বজায় রেখে কার্যত সম্পত্তিবান ও মালিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছিল। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অন্তর্ঘাতের কারণেই হোক বা স্বভাবগত অক্ষমতার কারণে হোক, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোদ্ধা হিসেবে তারা ছিল বড়ই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। বার্সেলোনার উৎপাদনশিল্প থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, অথচ তা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মালিকদের কোনও উৎসাহ ছিলনা।

'সি এন টি' ও নৈরাষ্ট্রবাদী সাধারণ কর্মীরা তাদের প্রতিনিধিসভাগুলোর মাধ্যমে বার্সেলোনার উৎপাদনশিল্পকে পুনর্সংগঠিত করে আবার কিছুটা চালু করেছিল। তাদের চেষ্টাতেই ধাতুশিল্পের কারখানায় প্রথম সাঁজোয়া গাড়ি তৈরি হয়েছিল। কাতালান সরকার দৈনিক শ্রমঘন্টা হ্রাসের ঘোষণা করার পরও 'সি এন টি'-র শ্রমিকরা সেই সুবিধা নেয়নি জরুরী উৎপাদনে দ্রুতি আনার জন্য। গৃহযুদ্ধ দ্বারা বিপর্যস্ত এক ব্যবস্থায় যেখানে স্বাভাবিক চলন থমকে দাঁড়িয়েছে, মানুষ দিশাহারা এবং সবকিছু শুরু হচ্ছে বিশৃঙ্খলা থেকে, সেখানে কোনওকিছুই নিখুঁত হবে বলে আশা করা যায়না। অবশ্যই নানা কাজে ভুল হয়েছিল— কোন বিপ্লবেই বা তা হয়নি ? কিন্তু একমাত্র 'সি এন টি'-ই প্রথম থেকে সমস্ত দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে চেষ্টা করেছিল যাতে জরুরী পরিষেবা পুনর্বহাল করা যায়, উৎপাদনের কাজ আবার চালু করা যায় এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও শুরুর ঠেলাটা দেওয়া যায়।

যে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান শ্রমিকরা তখনই নিজেরা অধিগ্রহণ করেনি, সেগুলোর মালিকদের আচরণের উপর 'সি এন টি' একটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কায়েম করেছিল। স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়েই হোক সেই

পরিস্থিতিতে মালিকরা তা মেনে নিয়েছিল। এই কারখানাগুলোকে পরিচালনার জন্য 'নিয়ন্ত্রক সমিতি' গড়ে তোলা হয়েছিল। শ্রমিকদের গড়া ও শ্রমিকদের নিয়ে গড়া এই সমিতি কারখানার মালিকদের সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে কাজে অংশ নিতে বাধ্য করত এবং শ্রমিকদের মধ্যে মজুরিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করত। কোনও মালিক তার প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করলে তখনই পূর্ণ শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে তা অধিগ্রহণ করা হত। বহু ক্ষেত্রে অবশ্য অধিগ্রহণ আরো দ্রুত ও সরাসরি ঘটেছিল। প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে মুখ থুবড়ে পরার আগেই নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকরা নানা কারণে মালিকদের হাত থেকে কারখানার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিত। এই ধরনের অধিগ্রহণের আন্দোলন এমন ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল যে ১৯৩৬ সালে কাতালান সরকার জেনেরালিতাত (যে সরকারে চারজন নৈরাষ্ট্রবাদী মন্ত্রী বা কাউন্সিলর ছিল) 'সমবায়িকরণের বিধান' (ডিক্রি অফ কালেকটিভাইজেশন) জারি করে। ফ্যাসিবাদী বা অন্যান্য মালিকদের দ্বারা পরিত্যক্ত ১০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানা, আয়োগ বা বন্দরকে শ্রমিকদের দ্বারা অধিগ্রহণকে এই বিধানের মাধ্যমে আইনি প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল।

এই বিধানের অনিষ্টকর দিকও ছিল। শ্রমিকদের প্রতিনিধিসভাগুলোর উদ্যোগের পায়ে তা বেড়ি পড়িয়েছিল, উৎপাদনশিল্পের বিপ্লবকে পিছোতে বাধ্য করেছিল। 'সি এন টি'-র উপর নতুন নানা বিধিনিষেধ চেপেছিল। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের ঐক্য বজায় রাখার বাধ্যবাধকতার কারণে সহযোগী বন্ধুর ভান করে এসে শিকল দিয়ে বাঁধার এই ছলচাতুরি নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকদের বুকে রাগ চেপে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল।

মালিক, ক্ষুদ্র বুর্জোয়া ও রাজনৈতিক পার্টিগুলোকে জায়গা ছেড়ে চলার বাধ্যবাধকতা শ্রমিকদের ভিতরে পাল্টা ছাপ ফেলছিল। যে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রমিকরা অধিগ্রহণ করে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল, সেগুলোকে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসেবে দেখতে শুরু করে। উচ্ছেদ করা পূর্বতন মালিকদের ধাঁচাতেই তারা ভাবতে ও কাজ করতে শুরু করে। শ্রমিকদের কারখানা কমিটি নিজের স্বার্থসিদ্ধির তাড়নায় ব্যবসায় নেমে অন্য কারখানা কমিটির সঙ্গে গলাকাটা প্রতিযোগিতাও শুরু করে দিয়েছিল। কিছুটা হলেও যুদ্ধপরিস্থিতি এর জন্য দায়ী ছিল। খুব দ্রুত এই ধরনের অভ্যাসে রাশ টানা হয়েছিল এবং গোটা কারখানা ব্যবস্থাপনার খোলনলচে বদলে পুনর্সংগঠিত করা হয়েছিল।

'সি এন টি' শ্রমিক প্রতিনিধিসভাগুলো দু-মুখো কৌশলের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হাসিল করেছিল। একদিকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জোটের প্রয়োজনে অপ্রলেতারিয় গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার কৌশল নিয়েছিল। অন্যদিকে, যুদ্ধকালীন উৎপাদন বাড়িয়ে সর্বোচ্চ সীমা অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিল্পোৎপাদনের বহু ক্ষেত্রে পূর্বতন মালিক-ব্যবস্থাপকদের সরিয়ে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করেছিল। মালিকরা যত নিজেদের হাত গুটিয়ে নিতে থাকল, ততই এই নিয়ন্ত্রণ আরও জরুরী হয়ে উঠল। আধা-শ্রমিকবিপ্লবের মুখোমুখি হয়ে মালিকরা ভাবছিল যে এর চেয়ে ফ্যাসিবাদের জয় ভালো। পাশাপাশি, 'ইউ জি টি'-র সঙ্গে 'সি এন টি'-র সম্পর্কও ক্রমশ আরও বেশি বন্ধুত্বহীন হয়ে উঠতে লাগল। কাতালান ক্ষুদ্র কৃষক, সরকারি আমলা, সরকারি কর্মচারী, কারাগাররক্ষী, পুলিশ, দোকানদার, পেশাজীবী এবং রক্ষণশীল মনোভাবের শ্রমিক— বিপ্লববিরোধী এমন নানা অংশ 'ইউ জি টি'-র বিপ্লব-বিরোধী চর্চায় আকৃষ্ট হয়ে তার ভিতরে গিয়ে জড়ো হল। আর এই বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব ও চর্চাকে আরও উশকে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত স্তালিনিয় রাজনৈতিক প্রচারের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হতে লাগল।

কাতালোনিয়ায় স্তালিনপন্থীরা 'পি এস ইউ সি' (পার্তিতো সোশালিস্তা ইউনিফিকাত ডি কাতালুনিয়া, বা চলতিকথায়, কাতালান কম্যুনিস্ট পার্টি) সংগঠিত করেছিল।... এই পার্টি ক্রমে 'ইউ জি টি'-কে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। সংস্কারপন্থায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা যে সমাজতন্ত্রীদের হাতে তখনও কিছু ইউ জি টি শ্রমিকসঙ্ঘের রাশ ছিল, তারাও 'সি এন টি'-র শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ কায়েমের বিপ্লবী পদক্ষেপের বিরোধিতা করত। ফলে 'ইউ জি টি'-র বহু কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী নেতা মনে করত যে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের পথে বিপ্লবের জয়ের চেয়ে ফ্যাসিবাদের জয় ভালো। কিন্তু 'ইউ জি টি'-র সদস্য সাধারণ শ্রমিকদের কথা আলাদা। তারা অনেকে আগের মতোই নৈরাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। আরও বহু সাধারণ সদস্য তা করতে চাইলেও নেতাদের চটানোর ভয়ে করার সাহস পেতনা, নেতারা তাদের হাতে-পায়ে বেড়ি পড়িয়ে রেখেছিল। পরিস্থিতির এই চেহারা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কাতালোনিয়ার জেনেরালিতাত 'উৎপাদনের সঙ্ঘকরণ' নামে এক বিধান নিয়ে আসে। এই বিধানে বলা হয় যে কোনও কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকরা তখনই নিতে পারবে যখন এই নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত শ্রমিকসঙ্ঘের সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হবে। কাতালোনিয়ায় একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল

বস্ত্রশিল্প। স্পেনের বস্ত্রশিল্প কাতালোনিয়ায় কেন্দ্রীভূত ছিল বলা যায়। সেই বস্ত্রশিল্পে 'ইউ জি টি'-'সি এন টি'-র যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকিকরণের পক্ষে 'ইউ জি টি' প্রায় সর্বদা ভোট দিয়ে এলেও নতুন বিধানের পর বস্ত্রশিল্পের সামাজিকিকরণের অনুমোদন নিতে ডাকা সভায় 'ইউ জি টি' শ্রমিকরা অবস্থান বদল করে বিপক্ষে ভোট দিল। 'ইউ জি টি' নেতারাই তাদের সংগঠনভুক্ত শ্রমিকদের উপর চাপ দিয়ে এটা করিয়েছিলেন। 'ইউ জি টি'-র বেশিরভাগ সাধারণ সদস্য 'সি এন টি'-র সঙ্গে সহযোগিতা করে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে থাকলেও শ্রমিকসঙ্ঘের কাগুজে নেতাদের নির্দেশ মান্য করে চলার অভ্যাস ভেঙে বেরতে পারেনি। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী নেতারা অজুহাত খাড়া করেছিল এইরকম: 'সামাজিকিকরণের জন্য সময় এখনও পরিপক্ক হয়নি', 'সামাজিকিকরণ করলে বিদেশী পুঁজিপতিরা খেপে যাবে এবং বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে খাটা তাদের পুঁজি রক্ষা করার জন্য বিদেশি রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে', ইত্যাদি। যে সমস্ত উৎপাদনশিল্পে শ্রমিকদের মধ্যে 'ইউ জি টি', সমাজতন্ত্রী, ও কুম্যনিস্ট প্রভাব দুর্বল ছিল, সেখানে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়েছিল।...

ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র গুরুতর পঙ্গু হয়ে পড়লেও, যতটা ভাবা যেতে পারে ততটা শক্তিহীন হয়ে পড়েনি। মন্ত্রীপরিষদ ও তাদের আধিকারিকবৃন্দ, পুলিশ ও তার শাখা-প্রশাখা, আগের থেকে দুর্বল হলেও একটা সেনাদল এবং দৃঢ়প্রোথিত আমলাতন্ত্র— রাষ্ট্রের এই সমস্ত কলকব্জাই ঘা সয়েও অটুট ছিল। নৈরাষ্ট্রবাদী বিপ্লবীদের অতি আশাবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে বহু প্রদেশে ও শহরে রাষ্ট্র সমাজনিয়ন্ত্রণের কার্যকরী বল হিসেবে কাজ করে গেছে, ভেঙে পড়েনি। কেবলমাত্র ৩টে বা ৪টে শহরে (বার্সেলোনা তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) নৈরাষ্ট্রবাদীদের হাতে পরিস্থিতির রাশ উঠে এসেছিল, এবং তাও মাত্র ৩ বা ৪ সপ্তাহ সময়কালের জন্য। এমনকি যেখানে পরিস্থিতি বিশেষভাবেই নৈরাষ্ট্রবাদীদের সহায়ক ছিল, সেই বার্সেলোনাতেও মুক্তিকামী নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের বাইরের মানুষদের সমর্থন মূলত সমীহ ও কৃতজ্ঞতার দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল।

কাতালোনিয়ার অন্য ৩টে বড় শহর তারাগোনা, জেরোনা ও লেরিডায় 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের বাহিনী রাস্তায় টহল দিলেও নৈরাষ্ট্রবাদীদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। কাস্তেলো ডি লা প্লানা, ভালেনসিয়া (মাদ্রিদ থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হওয়ার পর প্রজাতন্ত্রী সরকারের নয়া রাজধানী) এবং মুরিকা-য়

পুলিশ ও সিভিল গার্ড-দের একাংশের সহায়তায় প্রজাতন্ত্রী সরকার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল। তাদের প্রয়োজন ও সুবিধা বিচার করে কখনও কখনও তারা নৈরাষ্ট্রবাদীদের সহযোগী করে নিত। আলবাসেটে, আলমেরিয়া, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলোর রাজধানী (সাঁ সেবাস্তিয়াঁ, বিলবাও, সানতানদের) এবং আসতুরিয়াস-য়ের শহরগুলোতেও পরিস্থিতি একই রকম ছিল।

তাই এমনটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নৈরাষ্ট্রবাদীদের হাতে ছিল। আমাদের কোনও কোনও কমরেড যখন এখনও দাবি করেন যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই ছিল, তখন আসলে তাঁরা বার্সেলোনা ও আরও দু-তিনটে ছোট শহরের কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী উত্তুঙ্গ পরিস্থিতির কথাই কেবল মাথায় রাখেন। কিন্তু পরিস্থিতি আরও থিতিয়ে যাওয়ার পরও সেসব শহরে আমাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক ও কর্মীদের বাহিনী শহরের রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করত। বহু ভবন, বড় কাঠামো ও বারোয়ারি স্থানে লাল-কালো নৈরাষ্ট্রবাদী পতাকা টাঙানো থাকত। বেশিরভাগ কারখানা ও করণ ছিল নৈরাষ্ট্রবাদীদের দখলে। আমাদের প্রস্তুতির অভাব ছিল। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের কাজে অন্তর্ঘাত ঘটাতে পারে এমন বন্ধুত্বহীন মিত্রদের সঙ্গে সহাবস্থান করার বাধ্যবাধকতাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে উৎপাদন ও বাণিজ্যের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়সাধন করা হচ্ছিল সফলভাবে। অভিজ্ঞ পূর্বতন প্রশাসকরাও তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে, কখনও বা নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকসঙ্ঘের তৈরি সমিতিতে সরাসরি যোগ দিয়ে আমাদের সহায়তা করছিলেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এতদিনের সযত্নলালিত রীতিরেওয়াজ এভাবে লঙ্ঘিত হতে দেখে অসহ্য বোধ করা রাষ্ট্রীয় আমলা ও রাজনৈতিক দলগুলোরও তখন বিরস বদনে এই বিপ্লবের (যা আমাদের বিচারে তখনও অসম্পূর্ণ) দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিলনা। তাদের প্রাধিকার প্রশ্নের মুখে, তাদের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে মলিন, এ তাঁরা সইবেন কী করে ?

কিন্তু আমাদের শত্রুরাও তখন খোলাখুলি আমাদের 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-কে আক্রমণ করতে পারছিল না কারণ তারাও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'পবিত্র' ঐক্য রক্ষার বাধ্যবাধকতায় বাঁধা ছিল।... কারণ ফ্রাঙ্কো জয়ী হলে সে তার সমস্ত বিরোধীপক্ষকেই পিষে মারবে, প্রজাতন্ত্রী বা নৈরাষ্ট্রবাদী বলে কোনও

বাছবিচার করবেনা। বিপ্লব-বিরোধী বলগুলো তাই আক্রমণ হানার আগে গোপনে পুনর্সংগঠিত হতে ও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর কাতালোনিয়ার জেনেরালিতাত যৌথ সমবায় সংক্রান্ত বিধান নিয়ে এল। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিপ্লব বিরোধিতার অভিপ্রায় থেকে এই বিধান আনা হয়েছিল কিনা তা আজও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে বিপ্লবকে ভাঙার প্রথম পদক্ষেপ এর মধ্য দিয়েই নেওয়া হয়েছিল। যে যৌথ সমবায়গুলো সরকারের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবেই মাথা তুলে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গেছে এবং সরকার চাইলেও এখন তাদের ভাঙতে পারবে না, তাদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার নামে সরকার ধূর্ততার সঙ্গে যৌথ সমবায়কে আইনি বা বেআইনি ঘোষণার অধিকার ও তার চোখে বেআইনি যৌথ সমবায়ের উপর আক্রমণ নামাবার যৌক্তিকতা তৈরি করে নিল। গণউদ্যোগের সোনালি ফসল যৌথ সমবায়গুলোকে ধ্বংস করে রাষ্ট্রের আধিপত্য ফিরিয়ে আনার এই দুরভিসন্ধি আর কিছু দিন পরে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

বার্সেলোনায় সরকার তার নিজস্ব পুলিশ বাহিনীর যথাসম্ভব শক্তিবৃদ্ধি করে ও পুনর্সংগঠিত করে নিজ আধিপত্য ফেরানোর প্রয়াস শুরু করল। ১৯শে জুলাইয়ের ৪ মাস পর আবার বার্সেলোনার রাস্তায় ঘোড়সওয়ার পৌর রক্ষী টহল দিতে শুরু করল। তারা নাকি 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের কমরেডদের সাহায্য করতে চায়। কিন্তু এতদিন তো 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের শ্রমিক ও কর্মীরা কোনও সাহায্য ছাড়াই রাস্তাঘাটে নিখুঁত শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে, তারা তো কোনও সাহায্য চায়নি। তাহলে ঘোড়ায় চড়িয়ে অস্ত্র হাতে দিয়ে সরকারি বাহিনী নামানো হল কেন ? রাস্তাঘাটের নিয়ন্ত্রণ শ্রমিক কমরেডদের হাত থেকে ধীরে ধীরে সরকারি বাহিনীর হাতে ফিরিয়ে আনাই আসল লক্ষ্য। পুলিশের প্রাধিকার পুনর্বার প্রতিষ্ঠা এবং অ্যাসল্ট গার্ড ও সিভিল গার্ডের সংখ্যাবৃদ্ধি পরিদর্শন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে ভালেনসিয়া থেকে বার্সেলোনায় এসে ঘাঁটি গেড়েছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে এই অতিরিক্ত বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু তা কখনও ঘটেনি। এছাড়াও ছিল আরেক অভিজাত সরকারি বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্রের বহরে তারা সেরা, তাদের বলা হত 'ক্যারাবিনেরোস'। এরাও যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও যায়নি, এদের কাজ নাকি ছিল 'পশ্চাদরক্ষণ'। এই সব বাহিনীই আসলে স্বব্যবস্থাপনা জারি করে স্বাধীন হয়ে ওঠা শ্রমিকদের আবার রাষ্ট্রের বশে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

তবু, স্পেনের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তুলনায় কাতালোনিয়ায় রাষ্ট্রের বাঁধুনি আলগা ছিল।

আরাগঁর যুদ্ধক্ষেত্রে গণসেনাবাহিনীর কমরেডরা যখন পর্যাপ্ত অস্ত্র ছাড়াই ফ্যাসিবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন ক্যারাবিনেরোস-য়ের হাতে মোতায়েন করা অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিলে ফ্যাসিবাদী সেনার ব্যূহ ভাঙা সম্ভবপর হতে পারত। কিন্তু সরকার ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে পশ্চাদএলাকায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। প্রতিটি শব্দ ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা করেই বলছি: বিপ্লবকে পরাজিত করার জন্য যতটা ধ্যানজ্ঞান সরকার নিয়োগ করেছিল, তার অর্ধেকও যদি ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত হত, তাহলে ফ্রাঙ্কো জিততে পারত না।

অবশ্য খেয়ালে রাখা উচিত যে কেবলমাত্র সরকারের ভূমিকার কারণেই আধিপত্যকামী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্বহাল হয়নি। তা পুনর্বহাল করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেইসব সম্পত্তিবান শ্রেণি ও রাজনৈতিক পার্টি যারা হয় অর্থনৈতিক সাম্যের ধারণা মেনে নিতে অক্ষম নয়তো অন্য বিবিধ কারণে শ্রমিক-কৃষকের স্বব্যবস্থাপনাকে ভয় পায়।

অপরদিকে, বহু ব্যক্তি নৈরাষ্ট্রবাদী ধারণার সঙ্গে একমত না হয়েও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। কেবল গতর-খাটিয়ে শ্রমিকরাই নন, তাঁদের মধ্যে বহু পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও ক্ষুদ্র জমি মালিকরাও ছিলেন। বার্সেলোনার প্রায় সমস্ত চিকিৎসক মনে করত যে একমাত্র 'সি এন টি'-ই আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার কাজে প্রকৃত উদ্যোগী। অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার বিরোধী পেশাজীবীরা 'ইউ জি টি'-তে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। 'ইউ জি টি' হয়ে উঠেছিল সবরকমের রক্ষণশীল ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের মতো ফ্যাসিবাদী ভাবনার গুণগ্রাহী মানুষদের ঘাঁটি। এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু বিপরীত উদাহরণও ছিল। সর্বদা যারা নৈরাষ্ট্রবাদের বিরোধিতা করে এসেছে, তাদের সঙ্গে নতুন ঘটনার অভিঘাতে যারা তীব্র বিপ্লব-বিরোধী হয়ে উঠেছিল, তারাও 'ইউ জি টি'-র মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

... ভালেনসিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার যৌথ সমবায়গুলোর সঙ্গে কোনও ছাড় বা আপোষের পথে যায়নি কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে সময়মতো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যৌথ সমবায়গুলোকে ভেঙে সব সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। ভালেনসিয়ার সরকার সাময়িকভাবে যৌথ সমবায়িকরণ সহ্য করে যাচ্ছিল কারণ মালিকরা অধিকাংশই ফ্রাঙ্কোর গুণমুগ্ধ

হওয়ায় ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের কাছ থেকে কোনওরকম সহযোগিতা পাওয়ার আশা ছিলনা।

রাষ্ট্রবাদী অবস্থান থেকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আরেক পক্ষ হল কম্যুনিস্ট পার্টি। বিপ্লবের প্রারম্ভকালে এই পার্টির প্রভাব ছিল খুবই কম। পরবর্তীকালে, যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া কিছু শহরে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রবল প্রতিপত্তি তৈরি হয়। ফ্রাঙ্কোর বাহিনীকে মাদ্রিদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা মানুষজন রাশিয়ার অস্ত্রসাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল। এই সুযোগ কম্যুনিস্টরা দক্ষভাবে শেষতম বিন্দু অবধি কাজে লাগায়। নৈতিকতার পরোয়া না করা কিছু বাছাই করা সুযোগসন্ধানী দক্ষ নেতা-সংগঠকের চতুর নির্দেশনায় কম্যুনিস্ট পার্টি এমন এক বৃহৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা হয়ে ওঠে যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা অন্য কোনও রাজনৈতিক পার্টির ছিলনা। কার্যত তারাই কেন্দ্রীয় সরকারে সমস্ত সামরিক নির্দেশ দিত (একমাত্র জেনেরাল মিয়াজা, একজন সাহসী কিন্তু অক্ষম সেনাধিকারিক, তাদের সামনে মাথা নত করে আত্মসমর্পণ না করার জোর দেখাতে পেরেছিল)। আন্তর্জাতিক যোদ্ধাবাহিনী (ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড)-কে কম্যুনিস্ট পার্টির 'প্রোপাগান্ডা'-র স্বার্থে অকারণে বলি দেওয়া হয়েছে বারবার, তাদের আত্মত্যাগের খ্যাতির আলোয় কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেকে আলোকিত করে তুলত। এই কৌশলেই কম্যুনিস্টরা সফল হয়েছিল।...

আমাদের অর্থাৎ নৈরাষ্ট্রবাদীদের থেকেও স্তালিনপন্থীদের আরও বেশি ঘৃণার পাত্র ছিল 'পি ও ইউ এম' ('পারতিদো ওবরেরো ডি ইউনিফিকাসিয়োঁ মার্কসিসতা' বা শ্রমিকদের মার্কসবাদী ঐক্যের পার্টি)। এই 'পি ও ইউ এম'-ও বিপ্লবী আন্দোলনের নতুন সৃষ্টিগুলোর বিরোধিতা করত (যৌথ সমবায়ের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন প্রকাশনা আমি আরাগঁতে দেখেছিলাম ও পড়েছিলাম), তাদের বিরোধিতা নীতিগত দিক থেকে নয় বরং এই যুক্তিতে যে যৌথ সমবায়ের জন্য এখনই সময় পরিপক্ক নয়। একক পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তায় জোর ফেলার ব্যাপারেও অন্য আধিপত্যকামী পার্টিদের সঙ্গে তাদের ফারাক ছিলনা। এভাবেই বিভিন্ন পার্টি (বুর্জোয়া হোক বা প্রলেতারিয়, একনায়কতন্ত্রের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে) এবং বিবিধ গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যের হাজার বিবাদ ও ভাবনার পার্থক্য সত্ত্বেও এ বিষয়ে একমত ছিল যে রাষ্ট্র এখন অবশ্যই প্রয়োজন। আর কেবলমাত্র এই কারণেই তারা মুক্তিকামী সামাজিকিকরণ ও শ্রমিক-কৃষকের স্বব্যবস্থাপনার বিরোধী ছিল।

এমনকি আমাদের কিছু কমরেডও পরিস্থিতির জটিলতার মুখে হতবুদ্ধি হয়ে বিপ্লবের সৃজনশীলতার উপর ভরসা রাখতে না পেরে সরকারে যোগ দিয়েছিল। আর ইতিহাসের ধারায় আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে ক্ষমতার চর্চা (বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চর্চা) মানুষের চরিত্র বদলে দেয়। সরকারি আধিকারিক পদে আসীন আমাদের কমরেডদের অধিকাংশ সমস্যাকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রবিরোধী বা অ-রাষ্ট্রীয় গণসমাবেশের বিকল্প পদক্ষেপ থেকে তাদের নজর সরে গিয়েছিল। জনসাধারণের যৌথ প্রত্যক্ষ কার্যক্রমে সামিল হওয়ার তুলনায় সরকারের সঙ্গে আপোষ-সহযোগিতার ঝোঁক তাদের মধ্যে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তারাও মুক্তিকামী সামাজিকিকরণের বিরোধীদের মতোই ভূমিকা নিচ্ছিল।

শেষ ইঙ্গিতটি এসেছিল যখন কাতালোনিয়ার জেনেরালিতাত-য়ের প্রেসিডেন্ট কোমপানিজ উল্টো ডিগবাজি খেলেন। বোঝা গেল যে কাতালান সরকারের মধ্যে নৈরাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে বাকিদের দীর্ঘদিন ধরে চলা টানাপোড়েন এক চরম মুহূর্তে এসে পৌঁচেছে। নৈরাষ্ট্রবাদীদের সরকারি ক্ষমতা নৈবেদ্য করার মুহূর্ত থেকে কোমপানিজ এখন সরকার থেকে নৈরাষ্ট্রবাদীদের ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার মুহূর্তে চলে এসেছেন। আর দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়ার পথ ছিলনা। ১৯৩৭ সালের মে মাসের দুর্ভাগা দিনগুলোয় এ দ্বন্দ্ব রাস্তার সংঘাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। তারপর নৈরাষ্ট্রবাদীদের সরকারি ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বহিষ্কার করা হল। ঠিক তখন কী অজুহাত দেওয়া হয়েছিল ? কাতালান সরকার বলেছিল যে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাস থেকে নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণে চলা 'সেন্ট্রাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ'-য়ের দখল সরকার নিজের হাতে নিতে চায়। কিন্তু এ না হলেও অন্য কোনও অজুহাতে সরকারের আক্রমণ নামত। টানা ৩ দিন বার্সেলোনার রাস্তায় সরকারি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চলেছিল। নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক ও কর্মীরা 'পি ও ইউ এম'-য়ের কমরেডদের সহায়তায় রাস্তার ব্যরিকেডের লড়াইয়ে বার্সেলোনা শহরের ৫ ভাগের ৪ ভাগ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। কিন্তু আমাদেরই দুই সরকারি মন্ত্রী, গারসিয়া অলিভার ও ফেদেরিকা মন্তসেনি-র নির্বোধ হস্তক্ষেপে সরকারের সুবিধামতো সংঘাত থামিয়ে দেওয়া হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় যে এত প্রতিকূলতা, খামতি ও অন্তর্ঘাত সত্ত্বেও নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলন খুব শক্তিশালী ছিল। একাধিক বড় ধাক্কা খাওয়ার পরও বাস্তববোধ ও সাংগঠনিক সক্ষমতার প্রখরতায় মুক্তিকামী আন্দোলন আবার মাথা তুলে

দাঁড়িয়েছিল। 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের সাধারণ সভায় কোনও বাগ্মী নেতা তাঁর উত্তেজক বাগ্মীতা দিয়ে প্রভাবিত করে হয়তো সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত করিয়ে নিতে পারত, কিন্তু সাময়িক উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে সাধারণ শ্রমিক ও কর্মীরা আবার দৃঢ়প্রোথিত প্রত্যয়ের জায়গায় ফিরে এসে বিপ্লবের জন্য কাজ শুরু করত। সাধারণ সদস্য এই যোদ্ধা কর্মীরা যৌথ সমবায় পরিচালনা করতে দক্ষ ছিলেন, মাঠে চাষের কাজে দক্ষ ছিলেন, হাতুড়ি চালাতে দক্ষ ছিলেন, আবার মাঠে-ময়দানের কোনও জট-পাকানো সমস্যার সমাধানে স্থানীয় জমায়েত বা শ্রমিক প্রতিনিধিসভায় কার্যকরী উপদেশ দিতে পারতেন। স্পেনের মুক্তিকামী আন্দোলন এমন মূর্ত প্রায়োগিক কাজে দক্ষ মানুষদের সক্রিয়তার উৎস থেকে প্রবাহিত ছিল বলেই সরকারি রাজনৈতিক পার্টিগুলোর বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও তার ধারা শুকিয়ে যায়নি। কাতালোনিয়া সরকারের অর্থমন্ত্রী হওয়া কম্যুনিস্ট পার্টির কামোরেরা বার্সেলোনার শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণে চালিত কারখানাগুলোয় অন্তর্ঘাত শুরু করার পরও তাই 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের প্রভাব ছিল ঊর্ধ্বমুখী। বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী সমাজযন্ত্র তখনও অর্ধস্তব্ধ, উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র ব্যর্থ এবং ' ইউ জি টি'-র প্রতিনিধিসভাগুলোও দ্বিধাগ্রিত ও অনুদ্যোগী। তাই নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিক ও কর্মীদের বিপ্লবী উদ্যোগই সমাজের রক্তসঞ্চালন বজায় রেখেছিল।

[গাস্তঁ লেভাল, নে ফ্রাঙ্কো নে স্তালিন, পৃষ্ঠা: ৭৬-৯৪]

৯
প্রতিবিপ্লব

সাম ডলগফ

১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাইয়ের আগে হোক বা পরে, প্রজাতন্ত্রী সরকারে যে পার্টি বা পার্টিগোষ্ঠীই থাকুক না কেন, বিপ্লবী আন্দোলনকে চূর্ণ করার অভিপ্রায়ই সরকারি নীতির পিছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দেখা যায় যে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টিগুলো এই একটা ব্যাপারেই সবসময় সহমত ছিল:

> সরকার ও রাজনৈতিক পার্টিগুলো 'সি এন টি'-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালো। তারা ধৈর্য ধরে রাষ্ট্রকে নতুনভাবে গুছিয়ে নিল, সরকারি পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজাল, এবং ধ্রুপদী ধাঁচার সেনাবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান করল। পাশাপাশি, তারা শিল্পোৎপাদন ও কৃষি সমবায়গুলোকে কোনও আর্থিক সহায়তাই করল না যাতে সেগুলোকে পুঁজির অভাবে শুকিয়ে মারা যায়।... তারা সমবায় ভেঙে জিনিষপত্র ও জমি পূর্বতন মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল। যতরকমভাবে সম্ভব যৌথ সমবায়গুলোর শুরু করা সমাজ-অর্থনৈতিক রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ঘাত ঘটানোর চেষ্টায় রইল। এরই সঙ্গে তারা নৈরাষ্ট্রবাদী গণসেনাবাহিনীগুলোকে অস্ত্র দিল না এবং তীব্র প্রচারের মধ্য দিয়ে জনমনে গেঁথে দিতে চাইল যে "'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের বাহিনী বেলাগাম ও দায়বোধহীন"। [সিজার লোরেনজো, লে অ্যানারকিসতেস এসপ্যানোয় এট লে পুভোয়র: ১৮৬৮-১৯৬৯, পারি, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা: ২৪৪]

সমাজবিপ্লবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পার্টিগুলোর এই জোট তাৎক্ষণিকভাবে গড়ে ওঠেনি, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই পার্টিগুলো পরিস্থিতির চাপে নিরুপায় হয়ে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে নৈরাষ্ট্রবাদীদের অন্তর্ভুক্তি ও যৌথ সমবায়গুলোর গঠন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই একান্তে সমাজবিপ্লবের বিজয়ের চেয়ে ফ্রাঙ্কোর বিজয় শ্রেয় বলে মনে করত। 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের গণপ্রভাবের কথা বিচার করেই তারা সরাসরি আক্রমণ না নামিয়ে সময়-সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

কাতালোনিয়ায় প্রতিবিপ্লব

১৯শে জুলাইয়ের আগেই জেনেরালিতাতের পার্টিগুলো 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-কে আপদ হিসেবে দেখত। কিন্তু জেনেরালিতাতের প্রেসিডেন্ট লুই কোমপানিজ জানতেন যে 'সি এন টি'-র সাহায্য ছাড়া ফ্যাসিবাদীদের প্রতিহত করা যাবেনা এবং 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-ও সাধারণ শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তফ্রন্টে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারপরও 'সি এন টি'-'এফ এ আই' যখন ফ্যাসিবাদী সেনার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা বলল, জেনেরালিতাত তা প্রত্যাখ্যান করল, অজুহাত দেখাল যে সরকারের কাছে অস্ত্রের যোগান নেই। এমতাবস্থায় নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেওয়ার পথ নিয়ে বার্সেলোনার শ্রমিকরা যুদ্ধজাহাজ 'মারকুই ডি কামিলাজ' ও 'ম্যাগালেনেজ' লুট করে ২০০ রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। বার্সেলোনার পুলিশ-প্রধান তখন নির্লজ্জ দাবি করে যে শ্রমিকদের দখল করা সব অস্ত্র সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ঠিক একই সময়ে জেনেরালিতাত তার পুলিশ বাহিনী ও সিভিল গার্ডস বাহিনীকে প্রচুর অস্ত্র দিচ্ছিল, অথচ শ্রমিক বাহিনীকে দেওয়ার মতো তার একটা অস্ত্রও ছিলনা! অশনি সংকেত ঝলসানো এই সময়ে শ্রমিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠা মরীয়া ভাব ফুটে ওঠে সাঁতিলাঁ-র কথায়:

> আমরা ১,০০০ রাইফেল চেয়েছিলাম। প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। তবু তা-ও আমাদের দেওয়া হলনা।... আক্রমণের আগের দিন মাঝরাতে সিভিল গার্ডস-য়ের কমাণ্ডার জেনেরাল আরাঁগুয়েঁ যখন প্রেসিডেন্টের আলোচনাকক্ষে এসে পৌঁছলেন, তখন প্রেসিডেন্ট কোমপানিজ 'সি এন টি'-র এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন। 'সি এন টি' প্রতিনিধিরা দাবি করছিল যে অ্যাসল্ট গার্ড বাহিনীর হাতে থাকা অস্ত্রের অন্তত অর্ধেক শ্রমিকদের

হাতে তুলে দেওয়া হোক কারণ শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র নেই। কোমপানিজ এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে একই অনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আউড়ে যাচ্ছিলেন: "সঠিক সময় হলে আমি ঠিক দেরি না করে অস্ত্র বন্টন করব"। দুরুতি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: "এটা সক্রিয়তার সময়। বসে থাকার সময় নয়। ফাঁকা কথা আউড়ানোর সময় নয়। আপনার মতো একজন রাজনীতিবিদের জেদ রক্ষা করার জন্য আমরা ফ্যাসিবাদী সেনার হাতে কচুকাটা হতে চাইনা। এই মুহূর্ত থেকে 'সি এন টি'-'এফ এ আই' নিজেরা দায়িত্ব নিয়েই লড়াই চালাবে।" ফ্যাসিবাদী সেনার হানার বিরুদ্ধে বার্সেলোনাকে রক্ষা করার সমস্ত প্রতিরক্ষা-বন্দোবস্ত আমরা নিজেদের দায়িত্বে করে ফেলেছিলাম। সমস্ত শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের গণসেনাবাহিনী বার্সেলোনার রাস্তায় টহল দিচ্ছিল, গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো পাহারা দিচ্ছিল। ব্যারিকেডগুলোও সব তৈরি করা হয়ে গেছে।... কিন্তু জেনেরালিতাতের পুলিশ বাহিনী আমাদের টহলদারদেরই আক্রমণ করতে শুরু করল। অস্ত্রবহনের 'অপরাধে' আমাদের বেশ কিছু কমরেডকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হল, পুলিশের কাছে বারবার ফোন করেও তাদের হদিশ মিলছিল না।... অতিশয়োক্তি না করে বলা যায় যে জেনেরালিতাতের পুলিশের আক্রমণ সামলানোর জন্যই তখন আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে। অল্প যাকিছু অস্ত্র আমরা জোগাড় করতে পেরেছিলাম, পুলিশ তাও আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল।... [আবেল পাজ রচিত 'দুরুতি: লে পিউপলে এন আর্মে' গ্রন্থে ২৮১-২৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

সাঁতিলার লেখায় আমরা আরও পাই:

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ৩৫,০০০ ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের সম্বল ছিল জাহাজগুলো থেকে দখল করা কিছু রাইফেল, এদিক-ওদিক থেকে জোগাড় করা অল্প কিছু অস্ত্র আর জেনেরালিতাতের অতি অনিচ্ছা নিয়ে দেওয়া কয়েকটা ছোট বন্দুক...। [আবাদ ডি সাঁতিলাঁ, পোর কুয়ে পেরদিমোস লা গুয়েরা, পৃষ্ঠা: ৪৩]

বিপ্লবের ভয়ে কুঁকড়ে থাকা জেনেরালিতাত-য়ের গৃহীত নীতিই ছিল সরকারি বাহিনী পুলিশ ও সিভিল গার্ড-কে অস্ত্রসজ্জিত করে তোলা কিন্তু শ্রমিক যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র না দেওয়া। সাঁ আঁদ্রেজ সেনাছাউনি ও অন্যান্য সেনাগুদাম দখল করার পরই 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের যোদ্ধারা ফ্যাসিবাদী সেনার মোকাবিলা করার মতো প্রাথমিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

ফ্রাঙ্কোর অনুগামী বাহিনী বার্সেলোনা আক্রমণ করার দুদিন আগে ১৭ই জুলাই (১৯৩৬) নৈরাষ্ট্রবাদী সংবাদপত্র 'সলিদারিদাদ ওবরেরা'-য় একটা ইস্তাহার প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই ইস্তাহারে বার্সেলোনার রক্ষণের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি আলোচনা করে শ্রমিকদের মনোবল বাড়াতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারি সেনসর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তার প্রকাশ আটকে দেয়। তখন 'এফ এ আই'-য়ের আঞ্চলিক কমিটি বাধ্য হয়ে ওই ইস্তাহারকে প্রচারপত্রের আকারে ছেপে বিকেলবেলায় গোটা শহর ও শহরতলী জুড়ে বিলি করে।

১৯শে জুলাই শ্রমিকযোদ্ধারা ফ্যাসিবাদী সেনাকে পরাজিত করার পরের দিন কোমপানিজ হঠাৎ অতি বন্ধুবৎসল হয়ে উঠে 'সি এন টি'-'এফ এ আই' প্রতিনিধিদলকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেই আলোচনায় তিনি স্বীকার করেন যে 'সি এন টি'-র হাতেই এখন কাতালোনিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁর সরকার এখন নখদন্তহীন। পদত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত জানিয়েও তিনি বলেন যে একমাত্র 'সি এন টি' যদি চায় তাহলে তিনি শ্রমিকদের ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের পার্টিগুলোর একজন সেবক হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদে থেকে কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁর এই পদ ধরে রাখার প্রস্তাব নৈরাষ্ট্রবাদীরা অতিসরলতার সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এই প্রস্তাব যে ক্ষমতা পুনরায় কুক্ষীগত করার পরিকল্পনারই অংশ ছিল তা পরে উন্মোচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির পদ ধরে রেখে কোমপানিজ রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করার কূটকৌশল নিয়েছিলেন:

> তিনি দক্ষতার সঙ্গে এমন কূটকৌশলের পথ নিয়েছিলেন যা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত করেছিল এবং বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠনগুলোকে কার্যত সরকারি পুতুলনাচের পুতুলে পরিণত করেছিল। [আবেল পাজ, দুরুতি: লে পিউপলে এন আর্মে, পৃষ্ঠা: ১৮৩]

১৯৩৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর জেনেরালিতাতের নয়া কাউন্সিল তৈরির মধ্য দিয়ে বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সরকারের বশে আনার কাজ সম্পূর্ণ হল। শ্রমিক-বিপ্লবের সাফল্যকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার নাম করে নিয়ে আসা বিখ্যাত 'সমবায়িকরণ বিধান' (১৯৩৬ সালের ২৪শে অক্টোবর) জেনেরালিতাতের হাতে সেই ক্ষমতা এনে দিল যা প্রয়োগ করে প্রথমে কাতালোনিয়ার সমবায় কারখানা ও গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের মুঠির মধ্যে পোরা হল এবং তারপর ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল।

কাবালেরো-কম্যুনিস্ট জোট কীভাবে বিপ্লবকে ধ্বংস করল

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় কম্যুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতক প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাধারীর স্মৃতিচারণা বা আলোচনায় সঙ্গত কারণেই জোরের সঙ্গে হাজির হয়েছে। এ বিষয়ে যত বেশি জোর ফেলা যাক না কেন, তা বোধহয় অত্যধিক হবেনা। কিন্তু সমাজতন্ত্রী পার্টি ও তার নেতা ফ্রানসিসকো লারজো কাবালেরো (প্রতিবিপ্লবের আরেক প্রধান কুশীলব)-র কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগসাজশের কথা খুব কমই আলোচিত হয়েছে (হয়ত এই কারণে যে শেষ অবধি এই কাবালেরোকেও কম্যুনিস্টদের মৃগয়ার শিকার হতে হয়েছিল)।

কাবালেরোর সরকার ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৩৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল ১৯৩৭ সালের ১৫ই মে, যার পরে ক্ষমতায় এসেছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির নেগ্রিন (নেগ্রিন কাবালেরো সরকারের মন্ত্রীপরিষদেরও সদস্য ছিলেন)। কাবালেরো যখন অবশেষে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তা এই কারণে নয় যে তিনি কম্যুনিস্টদের প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচীর বিরোধিতা করছেন। তার কারণ এ-ও নয় যে তিনি নৈরাষ্ট্রবাদী ও অন্যান্য প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলোর উপর কম্যুনিস্টদের সংগঠিত সন্ত্রাসের বিরোধিতা করছেন। সম্পর্ক ছিন্ন করার পিছনে কাজ করেছিল তাঁর এই আশঙ্কা (যা যথার্থই ছিল) যে কম্যুনিস্টরা শেষ অবধি সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলোকে তাদের হুকুমবরদারে পরিণত করবে। কাবালেরো ও তাঁর মিত্রদের পরিচালিত প্রশাসন স্পেনের মুক্তিকামী যৌথ সমবায়গুলোকে ভেঙে চূর্ণ করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিল।...

গৃহযুদ্ধ শুরুর আগেও 'সি এন টি'- 'এফ এ আই'-য়ের সঙ্গে কাবালেরোর সম্পর্ক অনবরত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরা ছিল। গৃহযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে ১৯৩৬ সালের ২৪শে এপ্রিল নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রীদের মুখপত্র 'সলিদারিদাদ ওবরেরা'-য় কাবালেরোকে এমন এক 'ভ্রূণাবস্থায় থাকা একনায়ক' বলা হয়েছিল যিনি 'শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের বিজয়লাভের পরের দিনই সমাজতন্ত্রী পার্টির নিশ্ছিদ্র আধিপত্যকামী শাসন কায়েম' করতে চাইবেন। [বার্নেট বোলোতেন, দি গ্র্যাণ্ড ক্যামোফ্লেজ: দি কম্যুনিস্ট কন্সপিরেসি ইন দি সিভিল ওয়ার, লন্ডন, ১৯৬১, পৃষ্টা: ১৫৪]

অন্যদিকে, গৃহযুদ্ধের আগের মাসগুলোয় বাম সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এ বন্ধুত্ব এতই অভিন্নহৃদয় ছিল যে ইউ জি টি-র জেনেরাল সেক্রেটারি ও সমাজতন্ত্রী যুব আন্দোলনের কার্যকরী নেতা হিসেবে কাবালেরো সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট শ্রমিক এবং যুব সংগঠনগুলোকে

একত্রিত করে একটাই শ্রমিক সংগঠন ও একটাই যুব সংগঠন গড়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এমনকি সমাজতন্ত্রী পার্টিকেই কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিয়ে একটাই পার্টি গড়ে তোলার প্রস্তাব এসেছিল ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে সমাজতন্ত্রী পার্টির মাদ্রিদ শাখার (যে শাখার প্রধান ছিলেন কাবালেরো স্বয়ং) পক্ষ থেকে। আর ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে কাবালেরো সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্টদেরও তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন। সে আহ্বানে কম্যুনিস্টরা অতি আগ্রহ নিয়েই সাড়া দেয়। এর কিছুদিন আগেই কাবালেরোর উষ্ণ প্রশংসা করে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা হোসে দিয়াজ বলেছিলেন: 'কম্যুনিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পথই একমাত্র বিপ্লবী পথ এবং যিনি বাইরে থেকে এর সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন, তিনি হলেন কাবালেরো'। [বার্নেট বোলোতেন, দি গ্র্যাণ্ড ক্যামোফ্লেজ: দি কম্যুনিস্ট কন্সপিরেসি ইন দি সিভিল ওয়ার, লন্ডন, ১৯৬১, পৃষ্ঠা: ১০৫]

১৯৩৬ সালের ১৯শে জুলাই ফ্যাসিবাদপন্থী সেনাদের বিদ্রোহ এবং শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লব— এই দুইয়ের ধাক্কায় প্রজাতন্ত্রী সরকারের পুলিশের ক্ষমতা ভেঙে পড়ে। প্রধানত শ্রমিক-কৃষকদের গণসেনাবাহিনীর সপ্রতিভ মরীয়া প্রতিরোধের জন্যই ফ্যাসিবাদীদের পরিকল্পিত ক্ষমতাদখল আটকানো গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই গণসেনাবাহিনীর শ্রমিক-কৃষক যোদ্ধাদের সরিয়ে দেওয়া বা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করে প্রজাতন্ত্রী সরকার। কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী সব পক্ষের সহমতের ভিত্তিতেই এই চেষ্টা চলেছিল। নিষ্ক্রিয় হয়ে সরে যাওয়ার সরকারি নির্দেশ মানতে নারাজ হওয়া বেশ কিছু গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের কাছ থেকে সরকার জোর করে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গ্রেফতার করেছিল। পরের পর অঞ্চলে জনপরিসরে শৃঙ্খলারক্ষার নাম করে পুনর্গঠিত সরকারি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছিল। 'সিভিল গার্ড'-য়ে কাবালেরোর সরকার কয়েক হাজার নতুন লোক নিয়োগ করেছিল। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে কাবালেরো মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার সময় ক্যারাবিনেরোস-য়ের সংখ্যা গোটা স্পেনে ছিল ১৫,৬০০, আর ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রজাতন্ত্রী সরকারের শাসনে অবশিষ্ট অঞ্চলে (যা গোটা স্পেনের অর্ধেক মতো হবে) তা বেড়ে হয়েছিল ৪০,০০০। [বার্নেট বোলোতেন, দি গ্র্যাণ্ড ক্যামোফ্লেজ: দি কম্যুনিস্ট কন্সপিরেসি ইন দি সিভিল ওয়ার, লন্ডন, ১৯৬১, পৃষ্ঠা: ১৭০]

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে একমত হয়ে কাবালেরো সরকার যৌথ সমবায় গঠনের স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা

বিপ্লবী সমিতিগুলোকে ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জারি করল। বলা হল যে তার জায়গায় যুক্তফ্রন্টের পার্টি ও শ্রমিকসংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সরকারি পৌর সমিতি বা অঞ্চল সমিতি গড়ে তোলা হবে। শ্রমিক-কৃষকদের স্বব্যবস্থাপনা ও স্বাধীনতার আধার হিসেবে কাজ করা বিপ্লবী সমিতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য পুনর্বহাল করার জন্য উঠেপড়ে লাগল কাবালেরোর সরকার। কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'মুন্ডো ওবরেরা'-র ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ তারিখের সংখ্যায় এবং সমাজতন্ত্রী পার্টির মুখপত্র 'ক্লারিদাদ'-য়ের ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ তারিখের সংখ্যায় একই সুরে জনগণের গড়া বিপ্লবী সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলা হয়েছিল:

> কোনও সন্দেহ থাকতে পারেনা যে গৃহযুদ্ধের শুরুতে শহরে ও গ্রামে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য সমিতিগুলো এখন সরকারের কাজের পথে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। [বার্নেট বোলোতেন, দি গ্র্যাণ্ড ক্যামোফ্লেজ: দি কম্যুনিস্ট কন্সপিরেসি ইন দি সিভিল ওয়ার, লন্ডন, ১৯৬১, পৃষ্টা: ১৬৭]

মৌলিক শিল্পক্ষেত্র ও কৃষিতে শ্রমিক-কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি যৌথ সমবায়গুলোর ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়সাধন যেহেতু এই বিপ্লবী সমিতিগুলোর মধ্য দিয়ে ঘটছে, তাই বিপ্লবী সমিতিগুলোকে ধ্বংস করা অতি আবশ্যক বলে কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীরা সকলে একমত ছিল। এই ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে তারা দুটো উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিল— প্রথমত, বিপ্লবী বামপক্ষের শক্তির প্রধান উৎসগুলো বুজিয়ে দেওয়া, আর দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ও সমাজজীবনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফাঁসকে আবার কষে বাঁধা। নৈরাষ্ট্রবাদীদের 'সলিদারিদাদ ওবরেরা'-র ৩রা মার্চ, ১৯৩৭ সংখ্যায় এর প্রতিবাদ করে লেখা হয়েছিল:

> অশ্রুতপূর্ব সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান হয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আক্রমণ হানছে যৌথ সমবায়গুলোর উপর, সমবায়ী সব প্রতিষ্ঠান দখল করতে চাইছে, যাতে কৃষিবিপ্লবকে একেবারে থামিয়ে দেওয়া যায়।

১৯৩৬-য়ের ১৯শে জুলাইয়ের আগেই যার সূচনা, সেই প্রতিবিপ্লবী প্রচার আন্দোলন ১৯৩৬-য়ের ডিসেম্বর ও ১৯৩৭-য়ের বসন্তে এসে তুমুল শক্তিসঞ্চয় করে তীব্র হয়ে উঠল। অচিরেই বিধ্বংসী আঘাত হানার প্রস্তুতি হিসেবে 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের বদনাম প্রচার এবং শ্রমিক-কৃষকদের স্বব্যবস্থাপনার মধ্যে অন্তর্ঘাত ঘটানোর প্রচেষ্টা তুঙ্গে উঠল।

গ্রামীণ যৌথ সমবায়ের উপর প্রথম বড় আক্রমণ হানা হল ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে লেভান্ত প্রদেশের আলিকান্তে ও মুরসিয়া-র মাঝামাঝি অঞ্চলে। ক্যারাবিনেরোস, সিভিল গার্ড, অ্যাসল্ট গার্ড এবং সরকারি যন্ত্রে অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে তোলা আরও সব পুলিশ বাহিনী এই আক্রণের বর্শামুখ হিসেবে কাজ করল। অসংখ্য সাঁজোয়া গাড়ি (গানদিয়ায় ১৮টি ও আলফোরায় ১৩টি) এবং বন্দুক এই হানাদার বাহিনীর হাতে সরকার তুলে দিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী সেনার বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পালিয়ে থাকা বা লড়তে গেলেও চরম অক্ষমতার পরিচয় দেওয়া সরকারি বাহিনী এখন তার বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য গ্রামের যৌথ সমবায়ের প্রায় নিরস্ত্র কৃষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কৃষক কমরেডরা বেশ কিছুদিন ধরেই এমন হামলার আশঙ্কা করছিলেন। তাঁরা যথাসম্ভব প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁদের কাছে কোনো সাঁজোয়া গাড়ি বা আগ্নেয়াস্ত্রর ভাণ্ডার ছিলনা। সাবেকি কয়েকটা পিস্তল আর দুটো পুরানো কামান নিয়েই তারা লড়াইয়ে নামল। সরকারি হানাদার বাহিনীর রণকৌশল ছিল তুলেরা ও আলফারা গ্রামদুটোর উপর ঝটিতি আক্রমণ দিয়ে কৃষকদের বেসামাল করে দেওয়া। কিন্তু প্রায় গোটা অঞ্চলেই সতর্কবার্তা ছড়িয়ে যাওয়ায় আশপাশের গ্রামের লোকজনও শিকারের বন্দুক হাতে ছুটে এসেছিল এবং সরকারি হানাদার বাহিনীকে অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের মুখে পড়তে হল। জাতিভা, কারসাজেন্তে, গানদিয়া ও সুয়েকা জেলার যৌথ সমবায়গুলো নিজেদের শক্তিকে একত্রিত করে 'গানদিয়া ফ্রন্ট' গড়ে তুলেছিল। একইভাবে কাতাররোজা, লিরিয়া, মোনকাদা, পাতেরনা ও বুরিয়ানা গ্রাম একত্রিত হয়ে 'ভিলানেসা ফ্রন্ট' গড়ে তুলেছিল। গৃহযুদ্ধের 'আয়রন ফ্রন্ট' থেকে মুক্তিকামী গণসেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটেলিয়ন এবং 'তেরুয়েল-সেগোরবে ফ্রন্ট' থেকে 'সি এন টি'-র যোদ্ধাবাহিনীর দুটি ব্যাটেলিয়ন খবর পেয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছুটে এল, তখন যুদ্ধের পাল্লা যৌথ সমবায়ের কৃষকদের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

লেভান্ত-য়ের কাললেরা জেলায় ৪ দিন ধরে তুমুল লড়াই চলার পরও সরকারি হানাদাররা কৃষক-প্রতিরোধ ভাঙতে পারলনা, তখন তারা দিক বদল করে সেলনা অভিমুখে আক্রমণ হানল। শেষ অবধি 'সি এন টি'-র মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা হল। উভয় পক্ষই তাদের আটক করা যুদ্ধবন্দি অস্ত্রশস্ত্র অপরপক্ষকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হল। তখনও যুদ্ধবিরতির এই বোঝাপড়া লঙ্ঘন করে কৃষক-প্রতিরোধকারীদের মধ্য থেকে যুদ্ধবন্দি হওয়া বহু তরুণকে

সরকারি বাহিনী ছাড়েনি, ছেড়েছিল বহুদিন পরে। কৃষক কমরেডদের মধ্যে অনেকের প্রাণহানি হয়েছিল, গুরুতর আহত হয়েছিলেন বহুজন, তবু যৌথ সমবায়গুলোকে তখনই ধ্বংস করা যায়নি, এই সংঘাতের আগুনে পোড় খেয়ে তারা আরও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

পরবর্তী সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে উন্মোচিত হয়েছে যে যৌথ সমবায়ের উপর এই প্রথম দফার হানাদারির ছক গোপনে তৈরি করায় হাত মিলিয়েছিল আপাতবিরোধী দুই পক্ষ— সমাজতন্ত্রীদের ডানে ঝোঁকা গোষ্ঠী (বিশেষ করে কাবালেরোর মন্ত্রীপরিষদের যুদ্ধমন্ত্রী ইনদেলিসিয়ো প্রিয়েতো) এবং বামপন্থী কম্যুনিস্ট। ডান-বাম ঝোঁকের নানা বিরোধ সত্ত্বেও শ্রমিক-কৃষকদের স্বব্যবস্থাপনাকে টুঁটি চেপে মারার ব্যাপারে এরা সমমনস্ক ছিল।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধের সমান্তরালে যৌথ সমবায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব যত এগোতে লাগল, কাতালোনিয়া ঝড়ের চোখ হয়ে উঠল। কাতালোনিয়ায় তখনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের স্বব্যবস্থাপনার উদ্যোগ ভীষণভাবে জীবন্ত এবং রাষ্ট্রের আধিপত্য পুনর্বহাল করার যে কোনও চেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সজাগ ও প্রয়োজনে সশস্ত্র প্রতিরোধ করতেও প্রস্তুত। এখানেও 'পি এস ইউ সি' নামধারী কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিক-বিপ্লবকে অবিলম্বে ধ্বংস করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। চূড়ান্ত সংঘাতটি ফেটে পড়ল ১৯৩৭ সালের মে মাসে বার্সেলোনা শহরে। কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণ 'সি এন টি' শ্রমিকসঙ্ঘের হাত থেকে সরকারের হাতে নিয়ে আসতে হবে এই অজুহাতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন দখল করার জন্য সরকারি বাহিনী আক্রমণ হানল। সমস্ত সরকারি রাজনৈতিক পার্টি আক্রমণের পক্ষে দাঁড়াল। অবশ্য এই ছুতোয় না হলে অন্য কোনও ছুতোয় শ্রমিকদের উপর এই আক্রমণ শুরু হতই।

মে মাসের দিনগুলোর পর বেছে বেছে নৈরাষ্ট্রবাদী ও শ্রমিকতন্ত্রী কমরেডদের বিপুল হারে নিগ্রহ করা শুরু হল। সবদিক দিয়েই নৈরাষ্ট্রবাদী ও শ্রমিকতন্ত্রীরা পিছু হটতে বাধ্য হল। কাতালোনিয়ার জেনেরালিতাতের প্রেসিডেন্ট সুযোগ বুঝে এখনই ডিগবাজিটা খেলেন। এখন আর তাঁর পদ ধরে রাখতে নৈরাষ্ট্রবাদীদের সম্মতির প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক পার্টিগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে তিনি সরকার-প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে নৈরাষ্ট্রবাদীদের হটিয়ে দিলেন। সরকারের পুলিশ বাহিনী পরিচালনার ভার ন্যস্ত হল স্তালিনপন্থী কম্যুনিস্টদের হাতে।

কম্যুনিস্ট নেতা কামোরেরা কাতালোনিয়ার অর্থমন্ত্রী হলেন। 'সি এন টি' শ্রমিক প্রতিনিধিসভাগুলোর দৃঢ়প্রোথিত প্রভাব একধাক্কায় নস্যাৎ করতে না পেরে কোমোরেরা দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে কাতালোনিয়ার শিল্প উৎপাদনে অন্তর্ঘাত করার জন্য তিনি সরকারি ক্ষমতার সবটা নিয়োগ করলেন। এর ফলে হওয়া ক্ষতির দায় 'সি এন টি'-র ঘাড়ে চাপিয়ে প্রচার করলেন। গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বা কারখানায় শ্রমিকসঙ্ঘগুলোয় গোপনে কম্যুনিস্টদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। বার্সেলোনা পরিবহন ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের হাত থেকে পুঁজিপতিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রী কমরেডদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ও নিগ্রহ দ্রুত বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণের বাঁধন আবার সর্বক্ষেত্রে কষে বাঁধল।

১৯৩৭ সালের মে মাসে বার্সেলোনায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চলার পর কম্যুনিস্ট নেতা ভিনসেন্ট উরিবে-কে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রী করা হল। তিনি পদে বসেই সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে এক নতুন বিধান নিয়ে এলেন। সেই বিধানে বলা হল যে গোটা স্পেনে যেখানে যে পরিস্থিতিতে যেভাবেই সংগঠিত হয়ে থাকুক না কেন, সমস্ত কৃষি সমবায়কে আইনসিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল যে এ ছিল এক ভড়ং, কৃষকবন্ধুর ছদ্মবেশে সরকারের আসল পরিকল্পনাকে ঢেকে রাখার ছল। ক্রমশ উরিবে-র কাজই তাঁর আসল পরিকল্পনাকে উন্মোচিত করে দিল। বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে উরিবে বারবার কৃষকদের কাছে আর্জি (বা নির্দেশ) জানাতে লাগলেন যে তারা যেন কোনও যৌথ সমবায়ের মধ্যে না থাকে। সমস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি সম্পত্তিমালিকদের হাতে যৌথ সমবায় ভেঙে সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি নিশ্চিতি দিলেন। পুরানো প্রতিক্রিয়াপন্থী 'লেভান্ত কৃষক ভূস্বামী সঙ্ঘ' পুনর্গঠিত করে তিনি সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় একটা প্রতিবিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুললেন। ফসলকাটার সময় লোকবলের অভাব দেখা দিলে তিনি তার সমাধানের ছলে তরুণ কম্যুনিস্টদের নিয়ে গড়া 'শক ব্রিগেড' (ধাক্কা দেওয়ার দল) লেভান্ত ও কাতালোনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন, তারা যৌথ সমবায়গুলোর মধ্যে ঢুকে ভিতর থেকে ভাঙার কাজে হাত লাগাল।

যৌথ সমবায় ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বড় সরকারি আক্রমণটি চালানো হয়েছিল আরাগঁ-য়। তখন ফসল কাটার সময়। বিভিন্ন সমবায়ের

উৎপন্ন ফসল বোঝাই করা পরিবহনের ট্রাকগুলো কোনও পূর্ব-হুঁশিয়ারি ছাড়াই ক্যারাবিনেরোস আটক করল এবং সমস্ত ফসল বাজেয়াপ্ত করে নিল। এর কয়েকদিন পরেই সরকারের যুদ্ধমন্ত্রকের অধীন বারবস্ত্রো-র কমাণ্ডারদের নির্দেশে ক্যারাবিনেরোস বাহিনী কৃষি সমবায়গুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল সবকিছু আর সমস্ত মূল্যবান জিনিষ বাজেয়াপ্ত করে নিল।

এর ঠিক আগেই এসব গ্রামের তরুণদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ডাক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, অজুহাত দেওয়া হয়েছিল যে প্রজাতন্ত্রী সেনাবাহিনী নাকি অতি শীঘ্রই ফ্যাসিবাদী বাহিনীর উপর একটা বড়সড় আক্রমণের ছক কষছে। এত তরুণকে সরিয়ে নিলে যে ফসলকাটার লোক কম পড়বে, সে ব্যাপারেও কোনও রেওয়াত করা হয়নি। আর ঠিক যখন এই কৃষক ঘরের তরুণদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনই কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের মুখ না দেখা সেনাছাউনিতে অলসভাবে দিন অতিবাহিত করা ক্যারাবিনেরোসদের সেইসব গ্রামগুলোয় এনে মোতায়েন করা হচ্ছে আর কয়েকদিন পর থেকে কৃষি সমবায়গুলোর উপর সশস্ত্র হানা শুরু করার জন্য। এই পরভোজী অস্ত্রধারীরা বিলাস-ব্যসন-আহার-নিদ্রা ও অবসর কাটানোর জন্য ‘পেলোতে’ (বাস্ক প্রদেশের একটি খেলা) খেলে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল যখন ফসল কাটার লোকের অভাবে মাঠের পর মাঠে গম পড়ে থেকে পচে যাচ্ছিল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে খারাপ ঘটনাগুলো ঘটতে তখনও বাকি ছিল। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে কুখ্যাত কম্যুনিস্ট অফিসার এনরিকে লিস্তার-য়ের পরিচালনায় সরকারি সেনাবাহিনী বিভিন্ন ভ্রাম্যমান দলে ভাগ হয়ে পুরোদস্তর সামরিক অভিযান চালানোর কায়দায় বিভিন্ন গ্রামের যৌথ সমবায়গুলোর উপর নৃশংস আক্রমণ চালাতে থাকে। কয়েকদিন আগে বেলচাইত-য়ের যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী সেনার মুখোমুখি হয়ে এরা ভীরু খরগোশের মতো পালিয়েছিল, আজ যৌথ সমবায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের বীরত্ব-আস্ফালন দেখে কে! এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলোর ৩০ শতাংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। যে পৌর সমিতি সমবায়গুলোর সমন্বয়ের কাজ করত, তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হল। সমবায়ের গড়ে তোলা বৃদ্ধাবাসগুলো থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উচ্ছেদ করে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল। মাস ডি লা মাতাস, মোনজোন, বারবাস্ত্রো ও আরও বহু কৃষিসমবায়ে ব্যাপক ধরপাকড় চালানো হল। সমবায়ের গড়ে তোলা

গুদামঘর, বিপণি, সমবায়ী বাজার এবং বহু ভবন লুটপাট ও ধ্বংস করা হল। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ভালেনসিয়ায় অনুষ্ঠিত কৃষকদের জাতীয় প্লেনামে আরাগঁ-র প্রতিনিধির পেশ করা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল:

> কৃষি সমবায়গুলোর সংগঠকদের মধ্যে ৬০০ জনেরও বেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সমবায়ের জমি, পালিত পশু, কৃষি-যন্ত্রপাতি, বিপণি, খাদ্যমজুত সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে সরকার নিযুক্ত কমিটি তা তুলে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াপন্থী মালিক-ভূস্বামীদের হাতে। এই মালিক ভূস্বামীদের অনেকেই ফ্যাসিবাদীদের সমর্থক, বিপ্লবের সময় সংযম চর্চা করার কারণেই আমরা এদের কোনও শাস্তি দিইনি। মাঠে থাকা সমস্ত ফসল, সব গবাদিপশুও এভাবে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে মালিক-ভূস্বামীদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে। বোরদোঁ ও কালাসিয়েটে-র মতো গ্রামে এমনকি কৃষকদের কাছ থেকে শস্যের বীজও বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে।

এই ধ্বংসকাণ্ড এতই বিরাট ও ব্যাপক ছিল যে স্পেনের গোটা প্রজাতন্ত্রী এলাকাতেই দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনিয়েছিল। সবকিছু দখল করে নেওয়ার পরও প্রতিবিপ্লবীরা উৎপাদন আবার শুরু করার কাজে অসমর্থ প্রমাণিত হল। তখন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু কিছু সমবায় আবার গড়ে তোলার অনুমতি দিতে তারা বাধ্য হল। এভাবে কিছু কৃষি সমবায় আবার সংগঠিত হলেও সমবায়িকরণের প্রাণ স্বব্যবস্থাপনার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই অপূরণীয়ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অসংগঠিত করে দেওয়া, জাতীয়করণ অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং ব্যক্তিমালিকানার একচেটিয়া রাজ ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে মুক্তিকামী সমবায়িকরণকে ধ্বংস করার এই বিপুল ঐতিহাসিক অপরাধের দায় চিরদিন এই প্রতিবিপ্লবী ভণ্ড-ফ্যাসিবাদবিরোধীদের কলঙ্কিত করে রাখবে।

[সাম ডলগফ সম্পাদিত 'দি অ্যানার্কিস্ট কালেকটিভস: ওয়ার্কার্স সেলফ ম্যানেজমেন্ট ...', পৃষ্ঠা: ৪০-৪৮]

১০
বার্সেলোনার মে ঘটনাবলী ও কম্যুনিস্টদের সরকারদখল

আনতনি বিভর

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিক থেকেই বেশ কিছু ঘটনা বার্সেলোনার পরিস্থিতিকে আরও টানটান করে তুলেছিল। ১৬ই এপ্রিল কোমপানিজ তাঁর সরকারে (অর্থাৎ জেনেরালিতাতে) রদবদল ঘটান। কম্যুনিস্ট 'পি এস ইউ সি'-র নেতা জোয়ান কোমোরেরা-কে আইনমন্ত্রী করেন। এই কোমোরেরাই এর আগে 'পি ও ইউ এম' (শ্রমিকদের মার্কসবাদী ঐক্যের পার্টি)-কে 'নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার' সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। ফলে, 'পি ও ইউ এম'-এর মধ্যে তো বটেই, সাধারণভাবেও এই নতুন নিয়োগ গভীরসঞ্চারী অস্বস্তি ও অস্থিরতার জন্ম দেয়। কম্যুনিস্ট 'পি এস ইউ সি'-র আরেকজন নেতা এবং জেনেরালিতাত-য়ের নাগরিক শৃঙ্খলা রক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার ইউসেবি রডরিগুয়েজ সালাস-কে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয় ২৪শে এপ্রিল।

পরের দিন, অর্থাৎ ২৫শে এপ্রিলেই কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হুয়ান নেগ্রিন-য়ের পাঠানো ক্যারাবিনেরোস বাহিনী পিরেনিজ সীমান্তের ঘাঁটিগুলোর দখল নেয়। এতদিন এই সীমান্ত ঘাঁটিগুলো 'সি এন টি'-র গণসেনাবাহিনীর যোদ্ধারাই সামলাচ্ছিল, তাদের পত্রপাঠ হটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ক্যারাবিনেরোস বেলিভের ডি সেরদানিয়া অঞ্চলে নৈরাষ্ট্রবাদীদের আক্রমণ করে বহুজন নৈরাষ্ট্রবাদীকে হত্যা করে, যার মধ্যে একজন হল পুইগসেরদা বিপ্লবী সমিতির প্রেসিডেন্ট আনতোনিও মার্তিন।[১] কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কাররিলো-র সহকারী হোসে কাজোরলা মাদ্রিদে কিছু গুপ্ত বন্দিশালা তৈরি করে চালাচ্ছিলেন, নৈরাষ্ট্রবাদী

মেলকোর রডরিগুয়েজ তাঁর লেখা প্রতিবেদনে ওই গুপ্ত বন্দিশালা ব্যবস্থার নিন্দা করেন। এই নিন্দায় ক্ষিপ্ত কাজোরলা-র সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নৈরাষ্ট্রবাদী সংবাদপত্র 'সলিদারিদাদ ওবরেরা'-র প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ঠিক সেই দিনই বার্সেলোনা 'ইউ জি টি'-র কম্যুনিস্ট নেতা রোলদান কোর্তাদা আততায়ীর হাতে নিহত হন। সরকার ও কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে নৈরাষ্ট্রবাদীরাই তাঁকে খুন করেছে, যদিও এই ঘটনা নিয়ে অন্য বিভিন্ন কথাও তখন থেকেই শোনা যায়।[২] কোর্তাদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে 'পি এস ইউ সি' এক গণকর্মসূচির ডাক দেয়, তাদের পরিকল্পনা ছিল যে একে তারা 'সি এন টি'-বিরোধী গণবিক্ষোভে রূপান্তরিত করবে। ইতিমধ্যেই, নৈরাষ্ট্রবাদীদের শক্তিশালী সমর্থন-এলাকা হসপিতালেত ডি লোবরেগাত-য়ে কোর্তাদার খুনিকে খুঁজে বের করার নামে পুলিশ চিরুনি তল্লাশি ও ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে।

বার্সেলোনার রাস্তায় বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষের সম্ভাবনা এতটাই পেকে ওঠে যে 'ইউ জি টি' ও 'সি এন টি' উভয়পক্ষের সঙ্গে কথা বলে জেনেরালিতাত সেই বছর মে-দিবস উদযাপনের সমস্ত মিছিল বাতিল ঘোষণা করে। বেআইনি ঘোষিত 'সলিদারিদাদ ওবরেরা'-য় ২রা মে শ্রমিকদের প্রতি আবেদন করা হয় যে তাঁরা যেন সরকারের কাছে নিজেদের হাতের অস্ত্র সমর্পণ না করেন কারণ 'বার্সেলোনার উপর ঝড়ের মেঘের ঘনঘটা, আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে।'[৩]

ঠিক তার পরের দিন। ৩রা মে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ 'টেলিফোনিকা'-র দখল শ্রমিকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিজেদের হাতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্য দিয়ে জেনেরালিতাত বুঝিয়ে দেয় যে ১৯৩৬ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পর থেকে বিকেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়া সমস্ত ক্ষমতাকে আবার নিজহাতে কেন্দ্রীভূত করার কাজ সে শুরু করতে চলেছে। এই টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এতদিন পরিচালনা করছিল 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি'-র যুগ্ম কমিটি, যার মধ্যে জেনেরালিতাতের একজন প্রতিনিধিও ছিলেন। ১৯৩৬-য়ের জুলাই থেকে চালু ওই ব্যবস্থায় নৈরাষ্ট্রবাদীদের প্রভাব ছিল বেশি। এর ফলে বার্সেলোনা থেকে যাওয়া বা আসা যে কোনও টেলিফোন বার্তা, এমনকি কোমপানিজ ও আজানা-র কথোপকথনের উপরও তারা কান পাততে পারত।

দুপুর পেরিয়ে তখন বেলা তিনটে। নাগরিক শৃঙ্খলারক্ষার কম্যুনিস্ট কমিশনার রডরিগুয়েজ সালাস ৩ ট্রাক ভর্তি অ্যাসল্ট গার্ড নিয়ে টেলিফোনিকা-য় পৌঁছলেন। (নিশ্চিত না হলেও, আন্দাজ করা হয় যে জেনেরালিতাতের

অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাউন্সিলর আরতেমেই আইগুয়াদের-য়ের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কাজ করছিলেন। টেলিফোনিকার বাইরে পাহারায় থাকা শ্রমিকদের অবাক ও অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে অ্যাসল্ট গার্ড-রা তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। কিন্তু তারপর শ্রমিকরা সজাগ হয়ে গিয়ে ভবনের ওপরতলা থেকে গুলি চালাতে থাকে এবং সালাস-য়ের অ্যাসল্ট গার্ডদের আর এগোনো আটকে দেয়। এলাকার অন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিপদসংকেত ছড়ানোর জন্যেও টেলিফোন শ্রমিকরা ওপরতলার জানালা থেকে আকাশে গুলি ছুঁড়তে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের সবকটা শ্রমিক মহল্লায় এই খবর ছড়িয়ে যায়।

শহরের টহলদার বাহিনীর প্রধান ডায়োনিসিও ইরোলেজ টেলিফোনিকা ভবনে এসে অ্যাসল্ট গার্ড-দের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে চেষ্টা করেন যে তারা যাতে ঘেরাও তুলে নিয়ে ফিরে যায়। কিন্তু অ্যাসল্ট গার্ডরা ঘেরাও চালিয়ে নিয়ে গিয়ে টেলিফোনিকা ভবন দখল করার লক্ষ্যে অটল থাকে। এর পরের কয়েক ঘন্টায় শহরের বিভিন্ন শ্রমিক-বসতি এলাকায় দলে দলে মানুষ সরকারি হামলার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসেন। রাস্তা খুঁড়ে পাথর তুলে তা দিয়ে ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। লাস রামব্লাস, পারালেলো, পুরানো শহর, ভায়া লায়েতানা এবং শহরের উপকন্ঠে সাঁতস ও সাঁ আনদ্রিউ-তে এমন ব্যরিকেড মাথা তোলে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। ট্রাম থেমে যায়। সরাসরি যুদ্ধের দুই শিবির ভাগ হয়ে যায়। একদিকে সরকারি সমস্ত শক্তি, কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাদের যুব সংগঠন এবং এসতাত কাতালার একটা অংশ। অন্যদিকে 'সি এন টি', 'এফ এ আই', লিবারেশন ইয়ুথ, দুরুতির বন্ধু, 'পি ও ইউ এম' এবং তার যুব সংগঠন জুভেনতুদেস কম্যুনিসতাস ইবেরিকাস।

'সি এন টি'-র নেতারা জেনেরালিতাতের প্রাসাদে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোমপানিজ এবং প্রধান কাউন্সিলর জোসেপ তারাদেলাস-য়ের সঙ্গে দেখা করে দাবি করেন যে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আইগুয়াদের ও রডরিগুয়েজ সালাস অবিলম্বে পদত্যাগ করুক। দীর্ঘ আলোচনা গোটা রাত জুড়ে প্রলম্বিত হয়েও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছয় না। ইতিমধ্যে 'সি এন টি'-র অঞ্চল কমিটি পরের দিন সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়।

৪ঠা মে, মঙ্গলবার। বার্সেলোনার রাস্তায় রাস্তায় গড়ে ওঠা ব্যারিকেডের জাল বয়স্কদের মনে ফিরিয়ে আনছিল ১৯০৯ সালের 'সেমানা ট্র্যাজিকা'-র স্মৃতি, আর বেশিরভাগকেই আবার ১৯৩৬ সালের ১৯শে জুলাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে

যাচ্ছিল। শ্রমিকদের দল নিজেদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছিল আর কিছু কিছু বাড়িকে রক্ষণের ঢাল হিসাবে ব্যবহারের যুদ্ধকৌশল সাজিয়ে নিচ্ছিল। তখন বার্সেলোনায় হাজির থাকা কমিন্টার্নের এক জার্মান প্রতিনিধি এক সপ্তাহ পরে মস্কোকে পাঠানো প্রতিবেদনে লিখেছিলেন:

> সি এন টি-র নয় এমন কোনও গাড়িকে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না এবং ২০০ জনেরও বেশি পুলিশ এবং অ্যাসল্ট গার্ডের কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।[৪]

গায়ে বড় লাল ক্রস আঁকা নিশ্চয়যানগুলো প্রথমদিকে আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গুলিগোলা যখন নির্বিচারে ছুটতে শুরু করে, সি এন টি স্থানীয় কারখানায় গত গ্রীষ্মে তৈরি কিছু সাঁজোয়া গাড়ি বের করে আনে। পারেলেলো, পাসিয়ো ডি কোলোঁ, প্লাজা ডি পালাউ, রেলগুমটি এবং জেনেরালিতাত প্রাসাদের চারদিকে তীব্র লড়াই শুরু হয়। কোলো ও ভিকতোরিয়া হোটেলের ভিতর থেকে আধাসামরিক পুলিশ গুলি চালাতে থাকে। সরকারি বাহিনী ও 'পি এস ইউ সি'-র কম্যুনিস্টরা শবরকেন্দ্রের কয়েকটা মাত্র জায়গারই দখল নিতে পেরেছিল। শহরের সিংহভাগ এলাকা সহ মঁজুইখ দুর্গের ভারী বন্দুকগুলোরও দখল ছিল নৈরাষ্ট্রবাদী শ্রমিকতন্ত্রী ও তাদের মিত্রদের হাতে।

যখনই সরকারি অ্যাসল্ট গার্ডরা কোনও ভবনের দখল নিতে এগোচ্ছিল, তখনই গুলিবৃষ্টি তাদের পথ আটকে দাঁড়াচ্ছিল। ছাদের উপর থেকে, উপরের বারান্দা থেকে, বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ঢালের আড়াল থেকে ছোঁড়া গুলির শব্দ রাস্তাগুলোয় প্রতিধ্বনি তুলে ফিরছিল। জর্জ অরওয়েলের লেখায় সেই অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে এভাবে:

> রাইফেল ও মেশিনগান চলার টানা আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দ। দীর্ঘ বিরতি পরপর আমরা বিপুল বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, কেউই বুঝতে পারছিলাম না এর উৎস কী। মনে হচ্ছিল যেনবা তা বোমাবর্ষণের শব্দ, কিন্তু তা অসম্ভব কারণ আকাশে কোনও বোমারু বিমান উড়তে দেখা যাচ্ছিল না। সম্ভবত যা সত্য তা আমি পরে শুনেছিলাম: উসকানি দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ষড়যন্ত্রীরা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক একসঙ্গে জড়ো করে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিল যাতে এই তুমুল শব্দ আতঙ্ক তৈরি করে।[৫]

বিকেলের মাঝামাঝি 'সি এন টি'-র জাতীয় সেক্রেটারি মারিয়ানো ভাজকুয়েজ এবং হুয়ান গারসিয়া অলিভার 'ইউ জি টি'-র দুই নেতার সঙ্গে একসাথে বার্সেলোনায় এসে পৌঁছলেন। তাঁরা ভালেনসিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের দূত।

বার্সেলোনার রাস্তা-যুদ্ধের খবর বিশেষ করে ইউরোপিয় মহলে প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় ভালেনসিয়ার সরকারি মহলে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। তাই এই দূতচতুষ্টয়কে পাঠানো হয়েছে যাতে আরও বিপজ্জনক বাঁক নেওয়া এড়িয়ে পরিস্থিতিকে থিতানোর দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। দূতদের নিয়ে জেনেরালিতাত আবার সভায় বসে। কিন্তু সেখানেও আইগুয়াদের ও রডরিগুয়েজ সালাস-দের পদত্যাগের দাবির বিরোধিতা অটুট থাকে। তখন কোমপানিজ সভাকে বলেন যে পরিস্থিতির এই বাঁকে দাঁড়িয়ে ভালেনসিয়ার সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনও বিকল্প নেই, সেজন্য যদি জেনেরালিতাতের নিজস্ব প্রতিরক্ষা কাউন্সিল উঠে যায়, তাও সই।

নৈরাষ্ট্রবাদী নেতারা বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির আবেদন করেন। আবাদ ডি সাঁতিলাঁ টহলদার বাহিনীর সঙ্গে কথা বলেন।[৬] সেইদিন সন্ধ্যাতেই ভালেনসিয়ায় মন্ত্রীপরিষদের বৈঠক বসে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কাতালোনিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কলোনেল এসকোবারকে নিয়োগ করা হবে। গুরুতর আহত হওয়ার কারণে এসকোবার তখনই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পাশাপাশি, কম্যুনিস্ট জেনেরাল পোজাস-কে আরাগঁ যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত বাহিনীর পরিচালক করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে,নৈরাষ্ট্রবাদী নেতারা যখন পরিস্থিতিকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন, 'পি ও ইউ এম'-য়ের সংবাদপত্র 'লা বাতাল্লা'-য় তখন লেখা হল যে আক্রমণই রক্ষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে সমিতি গঠনের ডাক দেওয়া হল।

৫ই মে, বুধবার। নৈরাষ্ট্রবাদী নেতারা কোমপানিজ-য়ের সঙ্গে আরেকটি বৈঠকে বসেন। আইগুয়াদের-কে বাদ দিয়ে একটি নতুন জেনেরালিতাত গঠনের আপোষপন্থা সেখানে গৃহীত হয়। কিন্তু বার্সেলোনার রাস্তার তুঙ্গ উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তাতে বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয়না। সেইদিন দুপুর ১টায় জেনেরালিতাতের নবনিযুক্ত প্রতিরক্ষা কাউন্সিলর আনতোনিও সেসি জেনেরালিতাত প্রাসাদে শপথ নিতে যাওয়ার পথে নিজের গাড়িতে গুলিবিদ্ধ হন। এর ঠিক পরেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেশকয়েকজন পরিচিত নৈরাষ্ট্রবাদীকে খুন করে খুনীরা লাশ ফেলে রেখে চলে যায়। খুন হওয়া এই নৈরাষ্ট্রবাদীরা হলেন: ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ইতালিয় নৈরাষ্ট্রবাদী কামিলো বেরনেরি, 'সেমানা ট্র্যাজিকা'-র পর মঁজুইখ দুর্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বিখ্যাত শিক্ষাবিদের ভাইপো ফ্রানসিসকো ফেরের, গতবছর আতারাজানাস সেনাছাউনি দখলের লড়াইয়ে নিহত নৈরাষ্ট্রবাদীর ভাই দোমিঙ্গো আসকাসো।[৭]

বার্সেলোনার মধ্যশ্রেণিভুক্ত নাগরিকরা রাস্তাজুড়ে একটানা গুলিবর্ষণ ও সংঘর্ষে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারা চাইছিল যে সরকারি প্রাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে (বা নির্দেশে) ফেদেরিকো মন্তসেনি বার্সেলোনায় এসে বেতার ভাষণের মাধ্যমে তাঁর সতীর্থ নৈরাষ্ট্রবাদীদের অস্ত্র সংবরণ করতে বললেন। মন্তসেনির ভাষণ কোনও প্রভাব ফেলতে পারল না, তখন মন্তসেনি মেনে নিলেন যে বলপ্রয়োগই শৃঙ্খলারক্ষার একমাত্র উপায়। বহুবছর পর তিনি বলেছিলেন: 'সেই দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক ও সবচেয়ে তিক্ত সময়'।[৮]

লারজো কাবালেরো কঠিন সংকটের মুখে পড়লেন। একদিকে তাঁর 'সি এন টি'-র সমর্থন তখনও প্রয়োজন, অন্যদিকে বার্সেলোনার ঘটনাবলীকে ব্যবহার করে কম্যুনিস্টরা ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছে। জারামা-র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অ্যাসল্ট গার্ডদের সরিয়ে এনে বার্সেলোনায় শ্রমিকদের দমন করতে মোতায়েন করার জন্য কম্যুনিস্টদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া কাবালেরোর সামনে আর কোনও পথ রইল না। ইতিমধ্যেই অবশ্য প্রিয়েতো ভালেনসিয়া থেকে দুটো 'ডেস্ট্রয়ার' বিমান ভর্তি করে আধাসামরিক বাহিনী বার্সেলোনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর এই সুযোগে কাতালোনিয়া ও আরাগঁ-র কম্যুনিস্টরা আক্রমণের বহর বাড়িয়ে তারাগোনা, তোলোসা ও আরও বহু ছোট শহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলো শ্রমিক সমিতিগুলোর হাত থেকে কেড়ে নিল। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক সমিতিগুলো বিনা প্রতিরোধে ছেড়ে দেয়নি। ফলে ওইসব শহরেরর রাস্তাতেও খোলাখুলি সংঘর্ষ শুরু হল। কম্যুনিস্টরা সরকারি বাহিনীকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিল। যেমন, তারাগোনার শ্রমিক সমিতির প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য বার্সেলোনা-গামী অ্যাসল্ট গার্ড বাহিনী মাঝপথে তারাগোনায় থেমে কম্যুনিস্টদের পরিচালনায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

সেই একই দিনে শ্রমিক সমিতি ও যৌথ সমবায়গুলোর উপর আক্রমণের খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে গণসেনাবাহিনীর ২৮ নম্বর ডিভিশনের ১২৭ নম্বর ব্রিগেড এবং 'পি ও ইউ এম'-য়ের লেনিন ডিভিশন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে বার্সেলোনা অভিমুখে আসতে শুরু করে। খবর পেয়ে সরকারি সেনার বিমানবহর তাদের বিনেফার-য়েই আটকে দেয়। গণসেনাবাহিনীর ক্রুদ্ধ যোদ্ধারা তাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় বারবাস্ত্রো সহ আরাগঁ-র বিভিন্ন গ্রামে, যদিও শেষ অবধি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে রাজি হয়।[৯]

অন্যদিকে, হিদালগো ডি সিসনেরোস দুই স্কোয়াড্রন যোদ্ধাবিমান ও দুই স্কোয়াড্রন বোমারুবিমান নিয়ে রেউস-য়ের বিমানঘাঁটিতে উড়ে আসেন যাতে 'প্রতিরোধকারী সরকারবিরোধীরা জেতার মতো জায়গায় চলে গেলে তাদের দমন করার জন্য দ্রুত ব্যাপক আক্রমণ চালানো যায়'।[১০] ইতিমধ্যে বার্সেলোনায় উড়ে এসেছে 'লেপানতো' ও 'সাঞ্চেজ বারকাইজতেগুই' নামের দুই 'ডেস্ট্রয়ার' বিমান বোঝাই আরো বাড়তি সরকারি বাহিনী যা অবশেষে সরকারি বাহিনীর শক্তিকে গত জুলাইয়ে শ্রমিকবাহিনীর শক্তির সমপর্যায়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তখনও সরকারি বাহিনী দিয়ে গোটা শহর দখল করা সম্ভব ছিলনা। নিখাদ সংখ্যার দিক থেকে নৈরাষ্ট্রবাদীরা তখনও বেশি শক্তিশালী এবং তাদেরই দখলে রয়েছে বার্সেলোনা ও তার শহরতলীর ৯০ শতাংশ এলাকা, এমনকি মঁজুইখ দুর্গের ভারী বন্দুকগুলোও তাদের দখলে। 'সি এন টি'-'এফ এ আই' তাদের এই সুবিধাকে ব্যবহার করে আক্রমণের পথে যায়নি কারণ তাদের দুশ্চিন্তা ছিল যে সংঘর্ষ আরও বেড়ে যদি গৃহযুদ্ধের মধ্যে আরেকটি পুরোদস্তর গৃহযুদ্ধের চেহারা নেয়, ফ্যাসিবাদী-জাতীয়তাবাদীদের সুবিধা হয়ে যাবে এবং 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-কেই তখন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

'দুরুতির সাথী' সংগঠনের পক্ষ থেকে বিখ্যাত হয়ে ওঠা পুস্তিকাটি সেইদিনই প্রথম বিভিন্ন ব্যরিকেডে বিতরণ করা হয় ও 'লা বাতাল্লা' সংবাদপত্রের পরের দিন সকালের সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এই পুস্তিকাটি আগের দিন, অর্থাৎ ৪ই মে সন্ধ্যায় 'পি ও ইউ এম'-য়ের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা হয়েছিল। শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে লেখা পুস্তিকায় দাবি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল :

- একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক মহাসভা সংগঠিত করা
- দোষীদের শাস্তি দেওয়া
- আধাসেনা বাহিনীর হাত থেকে সমস্ত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা
- অর্থনীতির সামাজিকিকরণ রক্ষা ও বিস্তৃত করা
- শ্রমিকশ্রেণির উপর আক্রমণ হানা পার্টিগুলোকে ভেঙে দেওয়া

আর একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছিল:

- রাস্তার দখল আমরা ছাড়ছি না
- সবার উপরে বিপ্লবের স্বার্থ
- সমাজবিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!
- প্রতিবিপ্লব নিপাত যাক!

সেইদিন বিকেলেই 'সি এন টি' ও 'এফ এ আই' এই পুস্তিকার কোনও দায় নিতে অস্বীকার করে।

৬ই মে, বৃহস্পতিবার। ভোরবেলা 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের নেতারা সরকারের কাছে আবার একটা সমঝোতার প্রস্তাব হাজির করে। তারা প্রস্তাব দেয় যে অ্যাসল্ট গার্ডের সমস্ত বাহিনীকে যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং সরকার যদি কোনও প্রতিশোধপরায়ন পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে 'সি এন টি'-'এফ এ আই' রাস্তার ব্যারিকেড তুলে নিয়ে কাজে ফেরার জন্য শ্রমিকদের নির্দেশ দেবে।

পরেরদিন ভোর ৫টায় জেনেরালিতাত এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কথা জানায়। 'সলিদারিদাদ ওবরেরা'-য় একটি সাধারণ আহ্বান মুদ্রিত হয়:

> সরকারি বাহিনীর কমরেডরা, আপনারা আপনাদের সেনাছাউনিতে ফিরে যান! সি এন টি-র কমরেডরা, আপনারা আপনাদের শ্রমিকসঙ্ঘে ফিরে যান! ইউ জি টি ও পি এস ইউ সি-র কমরেডরা, আপনারাও আপনাদের কেন্দ্রে ফিরে যান! শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

কিন্তু কম্যুনিস্টরা তাদের 'এল নোটিসিয়েরো ইউনিভার্সাল' নামক প্রচারপত্রে আবার উত্তেজনা ও অশান্তি উসকানোর পথ নেয়। 'দুরুতির সাথী'-র পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি তুলে এনে তারা প্রমাণ করতে চায় যে কাতালোনিয়ার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন ধরানোর 'গভীর ষড়যন্ত্র' চলছে এবং সেই ষড়যন্ত্রের মাথা হিসেবে তারা 'দুর্বৃত্তপরায়ন ট্রটস্কিবাদ' (অর্থাৎ পি ও ইউ এম)-কে দোষী সাব্যস্ত করে তীব্র আক্রমণ শুরু করে। কম্যুনিস্টদের অন্যান্য প্রকাশনাও এই ধুয়োয় গলা মিলিয়ে হাওয়া গরম করতে নেমে পড়ে।

৭ই মে, শুক্রবার। ৫,০০০ অ্যাসল্ট গার্ডস ও ক্যারাবিনেরোস নিয়ে ১৫০টি সেনা-ট্রাক বার্সেলোনায় ঢোকে। বেতারে তখন সি এন টি-র অঞ্চল কমিটির আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সকলে সহযোগিতা করার আহ্বান সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও তখনও গোলাগুলি ছুটলেও সাধারণভাবে রাস্তার ব্যারিকেড নামানোর কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কম্যুনিস্ট 'পি এস ইউ সি' এবং তাদের দোসর হয়ে অ্যাসল্ট গার্ডস সমস্ত সমঝোতা লঙ্ঘন করে নৈরাষ্ট্রবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হিংস্র আক্রমণ শুরু করল।

প্রভূত ক্ষতিস্বীকার করেও নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রীরা কোনও আংশিক জয়ও হাসিল করতে পারল না। রডরিগুয়েজ সালাস-য়ের টেলিফোন ভবন দখলের চেষ্টার নিন্দা করেছেন কোমপানিজ এবং সেজন্য আইগুয়াদের-কে জেনেরালিতাত থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কার্যত নৈরাষ্ট্রবাদীরা ও

কোমপানিজ উভয়কেই পরাজিত হতে হয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থেকে লারজো কাবালেরোকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার পরিকল্পনা চরিতার্থ করার জন্য কম্যুনিস্টরা তাদের ঘুঁটি সাজিয়ে নিতে পেরেছে।

কম্যুনিস্ট পার্টির'ট্রটস্কিবাদী বিশ্বাসঘাতকতা উন্মোচনের' লাইন অনুযায়ী কম্যুনিস্ট প্রচারমাধ্যমের চিলচিৎকার তখন সমস্ত সীমা ছাপিয়ে গেছে। মস্কোকে পাঠানো কমিন্টার্নের প্রতিবেদনেও সেই ধুয়ো তুলে দাবি করা হয়েছে গণ্ডগোল বাঁধানোর ষড়যন্ত্র বহুদিন আগে থেকেই গোপনে চলছে। বার্সেলোনার মে ঘটনাবলীকে 'বলপূর্বক ক্ষমতাদখলের চেষ্টা' আখ্যা দিয়ে কমিন্টার্নের এক প্রতিনিধি লিখেছিলেন:

> স্পেনের ট্রটস্কিবাদীদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর যোগসাজস প্রমাণ করার মতো খুব আগ্রহোদ্দীপক কিছু নথি আছে।... ঘটনাবলীর ২ মাস আগে থেকেই বলপূর্বক ক্ষমতাদখলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। এই সব কিছুই প্রমাণিত।[১১]

আরেক প্রতিনিধি লিখেছিলেন:

> গেসতাপোর চর,'ও ভি আর এ'-র চর, ফ্রেইবুর্গ নিবাসী ফ্রাঙ্কোর চর, ট্রটস্কিবাদী এবং কাতালান ফ্যাসিবাদীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসাজস উন্মোচিত করতে আমরা সফল হয়েছি। জানা গেছে যে তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাতালোনিয়ার সীমান্ত পার করে অস্ত্রশস্ত্র ও মেশিনগান নিয়ে এসেছে। স্পেনের ফ্যাসিবাদীরা এইসব অস্ত্রের দাম বাবদ বহু মূল্যবান বস্তু কাতালোনিয়া থেকে বাইরে পাচার করেছে।... কাতালোনিয়ার বিদ্রোহ যে দ্রুতই দমন করা গেছে, ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলো তা নিজেদের একটা বড় ব্যর্থতা বলে মনে করছে।[১২]

কমিন্টার্নের আরেকটি প্রতিবেদনে আবার বলা হয়েছে:

> বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে 'পি ও ইউ এম'-য়ের সদস্যরা ইতালির ও জার্মানির ফ্যাসিবাদ এবং ফ্রাঙ্কো-র অনুচর হিসেবে কাজ করেছে।[১৩]

কখনও কখনও স্তালিনবাদী বিভ্রম প্রায় যথেচ্ছ কল্পবিলাসিতার স্তর ছুঁয়ে ফেলে, যেমন এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

> একাধিক জায়গায় ঘৃণ্য লুটতরাজ শুরু হয়। ট্রটস্কিবাদী ডাকাতের দল সবকিছু লুট করতে থাকে। নাগরিকদের জন্য থাকা অপ্রচুর যোগান, নাগরিকদের সব সম্পত্তি তারা নির্বিচারে লুট করে। নাগরিকরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ এর জবাব দেয়। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ট্রটস্কিবাদী বিশ্বাসঘাতকগুলোকে নিকেশ করে দেওয়া গেছে।[১৪]

ওরলভ-য়ের অধীনে রুশ গুপ্ত পুলিশ 'এন কে ভি ডি'-র আধিকারিকদের বার্সেলোনায় পাঠানো হয় তদন্ত করার জন্য। সেই আধিকারিকরা অচিরেই আরও বেশি জাঁকালো এমন এক ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব খাড়া করল যা আড়ে-বহরে তাদের নিজেদের দেশের 'ইয়েজোভসচিনা'-র সমতুল্য। (রাশিয়ায় স্তালিনিয় সন্ত্রাসের সেই উত্থানপর্বে জটিল জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জাল আবিষ্কার করে তাতে জড়িত হিসেবে বিরোধীদের অভিযুক্ত করার চর্চা 'এন কে ভি ডি'-র তৎকালীন প্রধান ইয়েজোভ-য়ের নামে 'ইয়েজোভসচিনা' বলে পরিচিত হয়েছিল।) সেই তদন্তকারী আধিকারিকরা বলেছিল:

> রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর কাতালোনিয়ার বিদ্রোহ নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত এক বিশাল সংগঠনকে আবিষ্কার করে। ফ্যাসিবাদী 'ফালাঞ্জ এসপানোলা'-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ট্রটস্কিবাদীরা এই সংগঠন চালাচ্ছিল। সেনার প্রধান দপ্তর, সরকারের যুদ্ধমন্ত্রক, সরকারি সেনাবাহিনী সহ সরকারের বিভিন্ন স্তরে এই গুপ্তচর সংগঠন তার জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল। গুপ্ত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রী সেনার পরিকল্পনা, বাহিনীর চলন, বাহিনী কেন্দ্রীভবনের স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে শত্রুপক্ষের কাছে তথ্যপাচার করা হচ্ছিল। এছাড়াও আলোর নিশানা তৈরি করে শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষণে সাহায্য করা হচ্ছিল। এই সংগঠনের এক সদস্যর কাছ থেকে এমন এক পরিকল্পনা-মানচিত্র পাওয়া গেছে যাতে ফ্যাসিবাদীদের পরিকল্পিত বোমাবর্ষণের স্থানগুলো চিহ্নিত করা আছে এবং উল্টোপিঠে অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে: 'জেনেরালিসিমো-র প্রতি নিবেদন। লাল বাহিনীর বর্তমান চলাচল ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের যা জানতে পেরেছি তার পুরোটাই আপনাকে জানিয়েছি। আমাদের বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রগুলো থেকে সম্প্রচারিত সর্বশেষ তথ্যাবলী দেখাচ্ছে যে তথ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে আমরা প্রভূত উন্নতি ঘটাতে পেরেছি।'[১৫]

পরবর্তীকালে মোহমুক্ত হওয়া বহু কম্যুনিস্ট তাঁদের এই সময়কার ভাবনা সম্পর্কে বলেছিলেন: মিথ্যাকে ফাঁপিয়ে তুলে যত বড় করা হবে, ততই তার প্রভাব বাড়বে, কারণ আগে থেকেই যে কম্যুনিস্ট-বিরোধী নয় তার পক্ষে পুরোটাই অবিশ্বাস করা তত কঠিন হয়ে উঠবে। 'এন কে ভি ডি'-র এই কিম্ভূত-কিমাকার স্তালিনিয় সন্দেহবিলাস স্পেনের প্রজাতন্ত্রে সংক্রামিত হয়েছিল। কয়েকজন সাম্প্রতিক রুশ ইতিহাসবিদ পাল্টা প্রভাবের কথা সওয়াল করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে স্পেনের ঘটনাবলী খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই মহাসন্ত্রাসের পর্যায়ে মানুষ কুচানোর যন্ত্রে আরও দ্রুতি যোগ করেছিল। স্পেনের ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট মিথ্যাচারের বন্যা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ আঁটো

করা ও সামরিক শৃঙ্খলা পোক্ত করার ক্ষেত্রে যা লাভ-ই ঘটিয়ে থাকুক না কেন, প্রজাতন্ত্রী ঐক্যের সম্ভাবনাকে তা চিরদিনের মতো ধ্বংস করে দিল।

বার্সেলোনার ঘটনাপ্রবাহ ফ্রাঙ্কোকে অবশ্যই খুশি করেছিল, যদিও তা থেকে জাতীয়তাবাদীদের তাৎক্ষণিক কোনও সামরিক লাভ হয়নি। ফপেল-য়ের কাছে শূন্যগর্ভ বড়াই করে ফ্রাঙ্কো বলেছিলেন যে বার্সেলোনার রাস্তার সংঘর্ষ তাঁর অনুচরেরাই শুরু করেছে। একইসঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে নিকোলাস ফ্রাঙ্কো এও বলেছিলেন যে, 'বার্সেলোনায় আমাদের খান-তিরিশ অনুচর আছে।'[১৬]

'সি এন টি' ও 'পি ও এউ এম'-য়ের প্রভাব আক্ষরিক অর্থেই মুছে ফেলার কাজের মধ্য দিয়ে কাতালোনিয়ার 'ভঙ্গুর' আদালতব্যবস্থাকে 'পুনর্সংগঠিত' করা শুরু হল। কম্যুনিস্ট জোয়ান কোমোরেরা তখন জেনেরালিতাতের আইনমন্ত্রী। 'স্পেশাল পপুলার ট্রাইবুনাল' নাম দিয়ে তিনি এক বিচারপীঠের প্রবর্তন করলেন যা সামরিক ট্রাইবুনাল-য়ের কায়দায় কাজ করবে। পরের মাসেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধিকারের অধীনে আর একটি ট্রাইবুনাল গঠন করে তার নাম দেওয়া হল 'চরবৃত্তি ও উচ্চপর্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল'। বার্সেলোনার মে মাসের সরকার-বিরোধী শ্রমিকবিদ্রোহে অংশ নেওয়ার জন্য যে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, সাধারণ আদালতের বিচারে তাদের ৯৪ শতাংশ নির্দোষ হিসেবে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল। এখন কোমোরেরার বানানো নতুন ট্রাইবুনালে পুনর্বার বিচার করে তাদের ৪৩ শতাংশকেই দোষী সাব্যস্ত করে কড়া সাজা দেওয়া হল।[১৭] বহু রাজনৈতিক বন্দিকে সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে একসাথে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। আরও বহু রাজনৈতিক বন্দিকে কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত 'ডি ই ডি আই ডি ই' নামক চর-দমন কেন্দ্রে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এই আকাঁড়া দমনকেন্দ্র নিজের ইচ্ছা মতো সামরিক ট্রাইবুনাল বসিয়ে দণ্ড দেওয়া ও সেই দণ্ড তখনই প্রয়োগ করার অধিকারী ছিল। এই দমনকেন্দ্র তার বন্দিদের ধরে রাখার জন্য বহু গুপ্ত কারাগার তৈরি করেছিল। পালাসিও ডি লা মিসিওনেস, প্রিভেনতোরিও সি ('সেমিনারিও'), প্রিভেনতোরিও জি (দামাস হুয়ানাস-য়ের কনভেন্ট) এবং কাল্লে ডিড ই মাতা-র সরকারি কারাগার ছিল এমনই কম্যুনিস্ট-পরিচালিত গুপ্ত কারাগারের কিছু স্থান। এছাড়াও ২০ হাজার বন্দিকে বিভিন্ন শ্রমশিবিরে (লেবার ক্যাম্প) ধরে রাখা হয়েছিল।[১৮] 'ট্রটস্কিবাদী-ফ্যাসিবাদী উসকানি'-র উপর সমস্ত গণ্ডগোলের দায় চাপিয়ে কম্যুনিস্টরা যখন সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচার

চালাচ্ছে, 'সি এন টি' ও 'পি ও ইউ এম' তখন অভিযোগ তুলছিল যে কম্যুনিস্ট 'পি এস ইউ সি'-ই টেলিফোনিকা ভবন আক্রমণ করে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছে সমস্ত প্রতিপক্ষের উপর নির্বিচার দমনপীড়ন নামানোর জমি তৈরি করার জন্য।

কম্যুনিস্টরা আক্রমণের সময় বেছে নিয়েছিল নিখুঁতভাবে। একদিকে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের মাথা থেকে কাবালেরো-কে ছেঁটে ফেলার প্রক্রিয়াকে প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে চলে এসেছে, অন্যদিকে কাতালোনিয়ায় নৈরাষ্ট্রবাদীদের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে আন্দাজ করে সেই সময়েই তারা নৈরাষ্ট্রবাদীদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে চাইছিল। কিন্তু এখানেও কিছু সন্দেহ থেকে যায়। কম্যুনিস্টরা যদি এত পরিকল্পিতভাবেই সব করে থাকে, তাহলে তারা কি আগে থেকেই বার্সেলোনায় আরও কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী এনে মজুদ রাখত না (কোমপানিজ-য়ের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ৩-রা মে বার্সেলোনা শহরে সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা ২,০০০-য়ের বেশি ছিলনা) ?

যাই হোক না কেন, 'সি এন টি' ও 'পি ও ইউ এম' চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল। তাদের সংবাদপত্রের উপর কড়া 'সেনশরশিপ' চাপানো হল। বিশেষত 'পি ও ইউ এম'-য়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের বন্যা (যতই হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য হোক না কেন) কম্যুনিস্ট প্রচারমাধ্যমে বয়ে চলেছিল, তার কোনও জবাব দেওয়ার বা বিরোধিতা করার ক্ষমতা আর 'পি ও ইউ এম'-য়ের থাকল না। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে প্রিয়েতো ও কম্যুনিস্ট জেনেরাল ওয়াল্টার-কে (যাকে কম্যুনিস্টরা 'সবচেয়ে জনপ্রিয় সেনানায়কদের একজন' বলে প্রচার করত) হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হল। এত নির্লজ্জ সপ্রতিভতার সঙ্গে এসব মিথ্যা আওড়ানো হচ্ছিল যে সাধারণ মানুষ প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়েছিল। এমন কথা মিথ্যা বলার সাহস কি কারো হতে পারে— এই ভাবনা থেকে অধিকাংশই সত্য বলে ধরে নেওয়ার দিকে অনেকে ঝুঁকেছিল। কম্যুনিস্ট মন্ত্রী জেসাস হারনানদেজ বহু বছর পর, গৃহযুদ্ধের দিনগুলো যখন অতীত, তখন দলত্যাগ করে কম্যুনিস্ট পার্টি-বিরোধী অবস্থান নিয়ে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে অতিশয়োক্তির সঙ্গে বাস্তবও মিশে ছিল:

> যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিতাম যে লারজো কাবালেরো, প্রিয়েতো, আজানা বা দুরুতি-রা আমাদের পরাজয়ের জন্য কাজ করছেন বলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাহলে ৫০ লাখ কর্মী, কয়েক গণ্ডা সংবাদপত্র, লাখ লাখ বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী ও কয়েকশ দক্ষ বাগ্মী এমন পবিত্র সত্যের মতো ওই নাগরিকদের পাপকীর্তি আউড়ে যেত যে ২ সপ্তাহের মধ্যে গোটা স্পেন সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ত।

সোভিয়েত নেতা ও কমিন্টার্নের উপদেষ্টামণ্ডলীর নির্ধারণ করে দেওয়া এই সাফল্যের নিশ্চয়তায় উদ্ধত কৌশল প্রয়োগ করার ব্যাপারে অবশ্য স্পেনের কিছু কম্যুনিস্ট নেতার কিছু অস্বস্তিবোধ ছিল। তা বোঝা যায় লা পাসিওনারিয়া-র একটি কথা থেকে। তিনি বলেছিলেন যে এহেন কৌশল অবলম্বনের জন্য স্পেনের পরিস্থিতি এখনও 'পরিপক্ক নয়', যেহেতু 'প্রচারমাধ্যমের উপর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ এখনও আমরা এখানে প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারিনি'।

৯ই মে। বার্সেলোনার সংঘর্ষ সবে থেমেছে। কম্যুনিস্ট 'পি এস ইউ সি' পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা হোসে দিয়াজ ঘোষণা করলেন যে কম্যুনিস্টদের আশু লক্ষ্য এখন দুটো: লারজো কাবালেরো-কে পদচ্যুত করা ও দৃষ্টান্তমূলক নির্মমতার সঙ্গে 'পি ও ইউ এম'-কে দমন করা। তাঁর ভাষায়:

> আত্মগোপন করে থাকা শত্রুর চরদের মুখোশ আমরা খুলে দিয়েছি। এই শত্রুদের এখন ধ্বংস করতে হবে।... এদের কেউ কেউ নিজেকে 'ট্রটস্কিবাদী' বলে। ট্রটস্কিবাদী মুখোশ পরে বহু ফ্যাসিবাদী আসলে বিপ্লবী বোলচালের আড়ালে সন্দেহ-অবিশ্বাস-বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চায়। তাই আমরা প্রশ্ন করতে চাই: সকলের একথা জানা, সরকারেরও একথা জানা, তাহলে সরকার কেন এই চরদের ফ্যাসিবাদী গণ্য করে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করছে না? স্বয়ং ট্রটস্কি সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন দুষ্কৃতিদলের পাণ্ডা ছিলেন, তারা বহু রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করেছিল, বহু বড় কারখানায় অন্তর্ঘাত চালিয়েছিল এবং হিটলার ও জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের সরবরাহ করার জন্য সামরিক গুপ্ত বিষয়ে চরবৃত্তি করার সম্ভাব্য সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেছিল। খেয়াল রাখতে হবে যে সোভিয়েত বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এসমস্ত উন্মোচিত হয়েছে।...

এই কথার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেল যে 'পি ও ইউ এম'-কে কাঠগড়ায় তুলে এক নজরকাড়া শাস্তিবিধানের পরিকল্পনা কম্যুনিস্টরা করেছে। 'পি ও ইউ এম'-য়ের বিরুদ্ধে ট্রটস্কির চতুর্থ আন্তর্জাতিকও যে আবার নতুন করে সমালোচনা-আক্রমণ শুরু করেছিল, স্তালিনপন্থীরা তা সুবিধাজনকভাবে উপেক্ষা করে গিয়েছিল যাতে 'ট্রটস্কিবাদী' তকমা আঁটায় কোনও অসুবিধা না হয়।[১৯]

কেন্দ্রীয় সরকারের 'কমিসার' দপ্তরে কম্যুনিস্টদের গোপন অনুপ্রবেশে ক্ষুব্ধ কাবালেরো কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সে পদক্ষেপ লাগু হওয়ার ঠিক ২ দিন আগে অন্তঃপুরের বিস্ফোরণে সরকার টলে গেল। কম্যুনিস্ট মন্ত্রী উরিবে মস্কোর নির্দেশ উদ্ধৃত করে দাবি করলেন যে 'পি ও ইউ এম'-য়ের সমস্ত

নেতাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক এবং 'পি ও ইউ এম'-য়ের সমস্ত সংগঠন বেআইনি ঘোষণা করা হোক। লারজো কাবালেরো তা করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন যে যার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই এখনও প্রমাণ হয়নি, তেমন এক শ্রমিকশ্রেণির পার্টিকে তিনি বেআইনি ঘোষণা করবেন না। নৈরাষ্ট্রবাদী মন্ত্রীরাও কাবালেরোকে সমর্থন করলেন এবং বার্সেলোনার সংঘর্ষ বাঁধানোর জন্য কম্যুনিস্টদেরই দায়ী করলেন। এর ফলে প্রথমে উরিবে ও হারনানদেজ মন্ত্রীপরিষদের সভা ছেড়ে বেরিয়ে যান। তারপর একে একে তাদের অনুসরণ করে বেরিয়ে যান ডানঝোঁকের সমাজতন্ত্রী প্রিয়েতো ও নেগ্রিন, বাস্ক জাতীয়তাবাদী ইরুজো, আলভারেজ ডেল ভায়ো ও গিরাল।[১০] ৪ জন নৈরাষ্ট্রবাদী মন্ত্রী ও কাবালেরোর ২ জন পুরানো সমাজতন্ত্রী সহকর্মী শুধু কাবালেরো-র পাশে পড়ে থাকলেন।

এর ঠিক ৮ দিন আগে রাষ্ট্রপতি আজানা গিরালকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মন্ত্রীপরিষদের পরবর্তী সভায় সমাজ-গণতন্ত্রী ও উদারপন্থীরা কম্যুনিস্টদের সমর্থন করবে। প্রধানত ২ টি কারণে তাদের এই সিদ্ধান্ত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আরও আরও বেশি করে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার কম্যুনিস্ট লাইনের পক্ষে তারা। আর দ্বিতীয়ত তাদের আশঙ্কা ছিল যে কম্যুনিস্টদের সমর্থন না করলে রাশিয়া থেকে অস্ত্রের যোগান বন্ধ হয়ে যাবে। প্রিয়েতো এরপর দাবি করলেন যে সরকারে থাকা জোট যেহেতু ভেঙে গেছে, কাবালেরো-কে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি আজানা অবশ্য জটিলতা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেও সেই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সেই মাসেই এস্ত্রেমাদুরা আক্রমণ জারি করার কথা। আজানা তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারি পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কাবালেরোকে সরকারের কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। নৈরাষ্ট্রবাদী প্রচারমাধ্যমও নৈরাষ্ট্রবাদী মন্ত্রীদের সুরে সুর মিলিয়ে লারজো কাবালেরোকে সমর্থন করল, বিশেষ করে তাঁর 'প্রশংসনীয় দৃঢ়তা ও ন্যায়বোধ'-কে কুর্ণিশ জানাল। কিন্তু সোভিয়েত অনুমোদন ছাড়া তো কোনও অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে। আর লারজো কাবালেরো তাঁর ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাকেও ঠিক মেপে উঠতে পারেননি। আলভারেজ ডেল ভায়োর ব্যাপারে তিনি জানতেন, নেগ্রিন সম্পর্কেও হয়ত সন্দিগ্ধ ছিলেন, কিন্তু প্রিয়েতোর সঙ্গে একাধিকবার বিবাদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনওই ভাবতে পারেননি যে প্রিয়েতো কম্যুনিস্টদের পক্ষ নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবেন।

১৪ ই মে আজানা সরকার চালিয়ে যেতে বললেও দীর্ঘদিন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ কাবালেরো জানতেন যে মন্ত্রীসভার তৎকালীন বিন্যাস ধরে রেখে কোনওভাবেই তিনি প্রশাসন চালাতে পারবেন না। ফাঁপরে পড়ে তিনি শ্রমিকতন্ত্রী সরকারের মৌল ধারণায় ফিরতে চেয়েছিলেন। গতবছরের সেপ্টেম্বর মাসে এমন এক 'জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ' নামী সরকারের প্রস্তাব নৈরাষ্ট্রবাদীরা দিয়েছিল। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে সরকারের প্রধান হিসেবে লারজো কাবালেরো থাকবেন আর মন্ত্রীপরিষদের বাকি পদ 'সি এন টি' ও 'ইউ জি টি' শ্রমিকসঙ্ঘের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারের মধ্যে কম্যুনিস্টদের লাগাতার প্রভাব বাড়িয়ে চলায় শঙ্কিত হয়ে কাবালেরো এই প্রস্তাবকে পুনরুত্থাপিত করেছিলেন, কিন্তু আজানা তখন ক্রুদ্ধভাবে তা বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। প্রজাতন্ত্রী সরকারের অস্ত্রযোগানের উপর রাশিয়ার যে একাধিপত্য কায়েম হয়েছিল, তার জন্য এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন সম্ভব ছিলনা। কাবালেরোকে তখন কম্যুনিস্টদের তরফে বলা হয়েছিল যে একটা শর্ত মানলে তবেই তিনি তাঁর পদ ধরে রাখতে পারবেন। সেই শর্ত হল এই যে স্তালিনের দাবি মেনে নিয়ে যুদ্ধমন্ত্রকের ভার কম্যুনিস্টদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কাবালেরো তা করেননি। তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে তাঁর নিজের উপস্থিতির ধার ও ভার দিয়েই তিনি কম্যুনিস্টদের ক্ষমতাদখলের চক্রান্ত রুখে দিতে পারবেন।

কিন্তু সরকারের দীর্ঘ টানা সংকটের চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে ১৭ই মে লারজো কাবালেরো পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কোনও কোনও ইতিহাসবিদ বলেন যে ১৯৩৭ সালের মে মাসে মন্ত্রীপরিষদের এই সংকটের সূচনা হয়ে গিয়েছিল ১৯৩৪ সালের সেই অক্টোবর মাসে শ্রমিকবিদ্রোহের সময় যখন সমাজতন্ত্রী পার্টির পরিমিতিপন্থী অংশের সঙ্গে তাঁর ভাঙন ঘটে, যে ভাঙন কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভাঙনের থেকেও অধিক পরিমাণে তাঁর পতনের কারণ হয়ে উঠেছিল।[২১]

গতবছরের শেষদিকেই কম্যুনিস্টরা নেগ্রিন-য়ের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করে রেখেছিল যে কাবালেরোর পর তিনিই হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।[২২] এন কে ভি ডি (রুশ গুপ্ত পুলিশ)-ত্যাগী জেনেরাল ক্রিভিতস্কি বহু বছর পরে জানিয়েছিলেন যে ১৯৩৬ সালের শরৎকালেই এই প্রস্তাব পাকা করে রেখেছিলেন স্তাসেভস্কি। গুরুত্বপূর্ণ কম্যুনিস্ট মন্ত্রী হারনানদেজ-ও পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করার পর দাবি করেছিলেন যে ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে স্পেনের কম্যুনিস্ট পার্টির এক পলিটব্যুরো সভায় এই সিদ্ধান্ত

চূড়ান্ত করা হয়েছিল এবং সেই সভায় মার্তি, তোগলিয়াত্তি, গেরো, কোদোভিলা-র মতো কমিন্টার্ন-প্রেরিত বিদেশি কম্যুনিস্টদের ভিড়ে স্পেনীয় কম্যুনিস্টরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিলেন। কম্যুনিস্টদের এই বাছাইয়ের সঙ্গে প্রিয়েতো ও উদারপন্থী প্রজাতন্ত্রীরা সায় দিল। রাষ্ট্রপতি আজানা ১৭ই মে নেগ্রিন-কে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

নবগঠিত সরকারে মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হওয়ার পাশাপাশি অর্থমন্ত্রকও নেগ্রিন নিজের হাতে রাখলেন। প্রিয়েতো হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জুলিয়েন জুগাজাগোইতিয়া হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গিরাল হলেন বিদেশমন্ত্রী আর রক্ষণশীল বাস্ক নেতা ইরুজো হলেন বিচারবিভাগের মন্ত্রী। স্তালিনের নির্দেশ ছিল যে সরকারের উপর কম্যুনিস্টদের প্রভাবের কোনও বাহ্যিক লক্ষণ যেন দেখা না যায়। সেই নির্দেশ মোতাবেক কম্যুনিস্টরা কেবল ২টি মন্ত্রীত্বই সরাসরি নিজেদের হাতে নিয়েছিল: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী হয়েছিলেন জেসাস হারনানদেজ এবং কৃষিমন্ত্রী হয়েছিলেন ভিসেন্তে উরিবে।[২৩]

নতুন সরকারের কায়েম করা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নেগ্রিন ও কম্যুনিস্টরা 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' নাম দিয়েছিল। প্রধান শরিক রাজনৈতিক পার্টিগুলো এখানে দরকষাকষি-সমঝোতার মধ্য দিয়ে মন্ত্রীত্বপদগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগবন্টন করে নিত আর উপর থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ বিধিব্যবস্থা জারি হয়েছিল। যুদ্ধপরিস্থিতির দোহাই দিয়ে সাধারণ নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা বিতর্ক-আলোচনা করার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি কায়েম করা হয়েছিল। রাজনৈতিক পার্টিগুলোর ভিতরেও নেতাদের সঙ্গে সাধারণ কর্মীদের সংস্পর্শ বিরল হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আজানা সরকারের আইনসভা 'কোর্তেজ'-য়ে বিতর্ক-আলোচনার অভাব নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন আর সংবাদমাধ্যমের অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন:

> সব সংবাদপত্রের সব লেখা পড়ে মনে হয় যেন সবই একজন ব্যক্তির লেখা। 'আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের' বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং বিজয়লাভের নিশ্চিতি ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই যেন ছাপার মতো নেই।[২৪]

কোর্তেজ-য়ের সভা যত অনিয়মিত হচ্ছিল, ততই যেন তা অন্তঃসারহীন গণতন্ত্রের জাঁকালো অভিনয় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ক্ষমতার শরিক পার্টিগুলোর নেতারা সেখানে আলঙ্কারিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন।

কেউ বলে যে নেগ্রিন মস্কোর সুতোয় বাঁধা পুতুল ছিলেন। আবার কেউ বলে যে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা বুঝে স্পেন প্রজাতন্ত্রের উপকারসাধনের জন্যই

তিনি কম্যুনিস্ট বাঘের পিঠে চড়ে বসেছিলেন। এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোথাও হয়ত সত্যের অবস্থান। ১৮৯২ সালে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের এক ধনী উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে হুয়ান নেগ্রিন লোপেজ-য়ের জন্ম। কৈশোরে তিনি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের স্বশাসন (অটোনমিস্ট) আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং 'পি এস ও ই'-র যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির দিকে ঝোঁকেন। নিজের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। জার্মানিতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের পর ২৯ বছর বয়সে তিনি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শরীরবৃত্তির অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে এই অনায়াস সাফল্য তাঁর উচ্চাশাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। অচিরেই তিনি রজনীতি চর্চায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তাঁর চারপাশের রাজনীতির অন্যান্য অনেক পেশাজীবীর তুলনায় তাঁর মেধা নিশ্চিতভাবেই বেশি ছিল। চুড়োর উপর নিজেকে বসিয়ে নিচে ঝুঁকে বাকিদের দেখতে অভ্যস্ত যে কোনও মানুষের মতো তিনিও একমাত্র ক্ষমতার উচ্চাবচ ধাপবন্দি কাঠামোকেই বাস্তব ও স্বাভাবিক বলে মনে করতেন। অন্যদের জন্য কী ভালো তা কেবল তিনি জানেন এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিলনা। উপকারী একনায়কের মানসিকতা ছিল তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই, একবার ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর, ক্ষমতার প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তি গড়ে ওঠে। সুখাদ্য, যৌনতা ও ক্ষমতা— ভোগের এই তিন ধারা কোনওটা কোনওটার পরিপূরক না হয়ে সমান্তরাল ধারায় তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

লন্ডন ও ওয়াশিংটনের সরকারি মহলে সুযোগ্য নেগ্রিন-য়ের 'বজ্রমুষ্ঠি'-র প্রশংসা শোনা যেত। চার্চিল নেগ্রিন সরকারকে 'আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে সঠিক মনোভাবের জন্য' দরাজ প্রশংসা করতেন। সেই নেগ্রিন সরকার রুশ 'এন কে ভি ডি' নিয়ন্ত্রিত স্পেনের কম্যুনিস্ট গুপ্ত পুলিশবাহিনীকে লাগাম খুলে ছেড়ে দিয়েছিলেন স্তালিনিয় যূপকাষ্ঠে বলি সরবরাহ করার জন্য। সে বলি 'পি ও ইউ এম'-য়ের কর্মী হতে পারে বা 'মস্কো লাইন'-য়ের বিরোধী যে কেউ হতে পারে। আর এই সবই মস্কোকে খুশি রেখে যুদ্ধাস্ত্রের আমদানি চালু রাখার জন্য।

নেগ্রিন সরকারের উপর দ্রুত ফলপ্রদর্শনের জন্য কমিন্টার্ন ও সোভিয়েত উপদেষ্টাদের চাপ ছিল। দায়িত্বগ্রহণের পর প্রথম দিনই নেগ্রিন প্রশাসন 'পি ও ইউ এম'-য়ের সংবাদপত্র 'লা বাতাললা'-কে বন্ধ করে দিল। জুগাজাগোইতিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন কম্যুনিস্ট ডিরেক্টর-জেনেরাল আনতোনিও ওরতেগা তাঁর কথায় চলত না, সে সরাসরি 'এন কে ভি ডি' কর্তা ওরলভ-য়ের কাছ থেকে নির্দেশ নিত। ১৬ই জুন 'পি ও ইউ এম'-কে নিষিদ্ধ

ঘোষণা করা হল। ঘোষণার পরই কম্যুনিস্টরা 'পি ও ইউ এম'-য়ের বার্সেলোনা দপ্তর দখল করে নিয়ে তাকে 'ট্রটস্কিবাদী'-দের গ্রেফতার করে রাখার বিশেষ কারাগারে পরিণত করে। ২৯ নম্বর ডিভিশনের কমাণ্ডার কলোনেল রোভিরাকে সেনার কেন্দ্রীয় দপ্তরে ডেকে পাঠিয়ে সেখানে গ্রেফতার করা হয়। আনদ্রিউ নিন সহ 'পি ও ইউ এম'-য়ের যে যে নেতাদের খুঁজে পাওয়া যায়, তাদেরই গ্রেফতার করা হয়। যে নেতাদের পাওয়া যায়নি, তাদের বদলি হিসেবে তাদের বউদের গ্রেফতার করা হয়। সমস্ত গ্রেফতারি, বন্দি করে রাখা ও বন্দি অবস্থায় নিগ্রহের উপর আইনি মোড়ক পরাতে এক সপ্তাহ পর প্রতীপ-সক্রিয় বিধানের মাধ্যমে 'চরবৃত্তি ও উচ্চপর্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা বিচারের নয়া বিচারপীঠ' গঠন করা হয়।

'পি ও ইউ এম'-য়ের নেতাদের সরাসরি রুশ 'এন কে ভি ডি' কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 'এন কে ভি ডি' কর্মীরা ওই নেতাদের মাদ্রিদের একটি গুপ্ত কারাগারে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। মাদ্রিদের কাললে আতোচার একটা গির্জা ছিল সেই গুপ্ত কারাগার। আনদ্রিউ নিন-কে তাঁর অন্যান্য কমরেডদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলকালা ডি হেনারেস-য়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ১৮ই জুন থেকে ২১শে জুন অবধি টানা তাঁকে জেরা করা হয়েছিল। ওরলভ ও তাঁর কর্মীরা জেরার সময় যথাসম্ভব পীড়ন-অত্যাচার করার পরও তাদের তৈরি করা 'স্বীকারোক্তি'-কে সই করে 'স্বীকার' করে নিতে নিনকে বাধ্য করতে পারেনি। সেই বানানো 'স্বীকারোক্তি'-তে বলা হয়েছিল যে নিন গোলন্দাজ বাহিনীর যুদ্ধনিশানা সংক্রান্ত গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পাচার করার কাজ চালিয়েছেন। 'স্বীকারোক্তি'-তে সই করাতে না পেরে 'এন কে ভি ডি' কর্মীরা নিনকে মাদ্রিদ শহরের উপকন্ঠে একটা গ্রীষ্মযাপন ভবনে সরিয়ে নিয়ে যায়। হিদালগো ডি সিসনেরোস-য়ের বউ কনস্তানসিয়া ডি লা মোরা-র গ্রীষ্মযাপন ভবন ছিল সেটি। সেখানে আবার নতুন উদ্যমে 'স্বীকারোক্তি'-তে সই করানোর জন্য অত্যাচার শুরু হল। শেষ অবধি সেই অত্যাচারের ফলেই আনদ্রিউ নিন প্রাণ হারালেন। তারপর শুরু হল এই হত্যাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য স্তালিনিয় নাট্যশাস্ত্রের এক কিম্ভূত প্রয়োগ। আন্তর্জাতিক বাহিনী (ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড)-র এক দল জার্মান স্বেচ্ছাসেবক পরিচয়চিহ্নহীন উর্দি পরে 'গেসতাপো' সেজে সেই গ্রীষ্মযাপন ভবন আক্রমণ করে দরজা ভেঙে ঢোকে যেন তারা আনদ্রিউ নিন-কে 'উদ্ধার' করে নিয়ে যেতে এসেছে। নকল নাটককে আসল তকমা দেওয়ার জন্য 'প্রমাণ' হিসেবে তারা কিছু জার্মান নথি, ফালাঞ্জ বাহিনীর তকমা,

জাতীয়তাবাদীদের ব্যবহৃত ব্যাঙ্কনোট ফেলে-ছড়িয়ে রেখে যায়। ওরলভের কর্মীদের হাতে নিহত নিনের দেহ এরপর গোপনে কাছাকাছি কোথাও কবর দিয়ে দেওয়া হয়। 'নিন কোথায় ?' দেওয়াললিখন শহরের দেওয়ালে দেখা দেওয়ার পর কম্যুনিস্টরা তার নিচে লিখে দিত: 'হয়ত সালামানকায় আর নয়ত বার্লিনে।' 'মুন্ডো ওবরেরো' পত্রিকায় প্রকাশিত কম্যুনিস্ট পার্টির 'অফিসিয়াল পার্টি লাইন'-য়ে দাবি করা হল যে ফালাঞ্জ বাহিনী নিন-কে মুক্ত করে নিয়ে গেছে এবং নিন এখন বুর্গোস-য়ে আছেন।[২৫]

প্রজাতন্ত্রী স্পেন জুড়ে এই নিয়ে প্রতিবাদ উঠল। বিদেশ থেকে নিন-কে প্রকাশ্যে আনার জন্য বহু আবেদন এল। কিন্তু কম্যুনিস্টরা বলে যেতে লাগল যে নিন সম্পর্কে তারা কিছুই জানেনা। কম্যুনিস্টদের এই কথা যার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব, সেই নেগ্রিনও মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন। এই ঘটনার কলঙ্ক নতুন সরকারের মধ্যে অবিশ্বাস-অনাস্থার ফাটল গভীর করল। রাষ্ট্রপতি আজানা নেগ্রিনকে নিন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। নেগ্রিন জবাবে ফালাঞ্জ কর্তৃক অপহরণের কম্যুনিস্ট ভাষ্যই মুখস্থ বললেন। আজানা বিশ্বাস করেননি, ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন: 'এ কি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আষাঢ়ে গল্প হয়ে গেল না ?'[২৬]

মস্কোর কুখ্যাত প্রদর্শনার্থে বিচার(শো ট্রায়ালস)-য়ের দিনগুলোর পর অনেকদিন কেটে গেছে। ১৯৩৭-য়ে স্পেনের দিনগুলোর মেজাজ থেকেও আমরা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। আজ তাই সত্যিই বোঝা কষ্টকর কীভাবে 'পি ও ইউ এম'-এর ফ্যাসিবাদী হওয়ার অভিযোগ কীভাবে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, নিন ও তাঁর অনুগামীদের 'অদৃশ্য করে দেওয়া'-র যে নোংরা যুদ্ধ স্তালিনপন্থীরা কায়েম করেছিল তা 'শৃঙ্খলাপরায়ন' সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় চলতে পারে। শৃঙ্খলাপরায়ন যন্ত্রের শাসন তখন কায়েম হয়েছিল, সে যন্ত্রকে চালাতে জনসমর্থনের তেমন প্রয়োজন ছিলনা। বেশিরভাগ মানুষই ভাবছিলেন যে সব আদর্শের মৃত্যু হয়েছে, এমন কোনও আদর্শ অবশিষ্ট নেই যার জন্য লড়া যায়। নৈরাষ্ট্রবাদী তাত্ত্বিক আবাদ ডি সাঁতিলাঁ মন্তব্য করেছিলেন:

> নেগ্রিন তাঁর কম্যুনিস্টদের নিয়ে জিতুন, বা ফ্রাঙ্কো তাঁর ইতালি-জার্মানির ফ্যাসিবাদীদের নিয়ে জিতুন, আমাদের অবস্থা সেই এক-ই হবে।[২৭]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১। দ্রষ্টব্য: জে পোউস জে এস সোলে, অ্যানার্কিয়া ই রিপাবলিকা আ লা কাতালুনিয়া (১৯৩৬-১৯৩৯), বার্সেলোনা, ১৯৮৮।

২। অনেকে সন্দেহ করেন যে এই খুন কম্যুনিস্টরা নিজেরাই ঘটিয়েছিল কারণ রোলদান কোরতাদা 'সি এন টি' ও 'পি ও ইউ এম'-য়ের উপর 'পি এস ইউ সি'-পরিচালিত আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। তারপর কম্যুনিস্টরাই আবার এই খুনকে সংঘর্ষ বাঁধানোর প্ররোচনা হিসেবে ব্যবহার করে। দ্রষ্টব্য: থমাস, দি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার, ২০০৩, পৃষ্ঠা: ৬৩৫; হোসে পেইরাতস, লস অ্যানার্কিসতাস এন লা ক্রাইসিস পলিটিকা এসপানোলা, বুয়েনোস আয়েরস, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা: ২৪১-২৪৩; ফেলিক্স মরো, পৃষ্ঠা: ৮৭।

৩। বার্নেট বোলোতেন, দি স্প্যানিশ রেভলুশন: দি লেফট অ্যান্ড দি স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, লন্ডন, ১৯৭৯ ও বার্সেলোনা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা: ৫৫৭।

৪। ১২ই মে ১৯৩৭, রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি ৪৯৫/১২০/২৫৯, পৃষ্ঠা: ৪।

৫। জর্জ অরওয়েল, হোমেজ টু কাতালোনিয়া।

৬। গারসিয়া অলিভার-য়ের ভাষণ ছিল অবাক করা ভাবালুতায় ভরা। ভাষণের মধ্যে তিনি ২বার মৃতদেহের উপর ঝুঁকে 'চুমো খাওয়া'-র কথা বলেন। মুক্তিকামী আন্দোলনের কর্মীরা ব্যঙ্গ করে এই ভাষণকে 'চুমোর গল্প' বলে অভিহিত করত।

৭। গাবরিয়েল রানজাতোর মতে, বেরনেরি ও বারবিয়েরিকে খুন করেছিল কম্যুনিস্টরাই। অবশ্য গারসিয়া অলিভার-য়ের তত্ত্ব ছিল যে তারা মুসোলিনির গুপ্ত পুলিশ (ও ভি আর এ)-য়ের হাতে খুন হয়েছিল। যেভাবে একই সময়ে একাধিক বিশিষ্ট কাতালান নৈরাষ্ট্রবাদীকে খুন করা হয়েছিল, তাতে তা কম্যুনিস্টদের কাজ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

৮। জন ব্রাদেমাস-য়ের নেওয়া সাক্ষাৎকার, অ্যানার্কোসিন্ডিকালিসমো ই রেভলুসিয়ঁ..., পৃষ্ঠা: ২৪৬।

৯। কাসানোভা, ডি লা কললে আল ফ্রেনতে, পৃষ্ঠা: ২২২।

১০। হিদালগো ডি সিসনেরোস-য়ের ব্যক্তিগত বক্তব্য যা বোলোতেন-য়ের 'দি স্প্যানিশ রেভলুশন...' গ্রন্থের ৫৭০ পৃষ্ঠায় নথিবদ্ধ আছে।

১১। রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি ৪৯৫/৭৪/২০৪, পৃষ্ঠা: ১২৯।

১২। রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি ৪৯৫/১২০/২৫৯, পৃষ্ঠা: ১১৭।

১৩। রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি ৪৯৫/১২০/২৫৯, পৃষ্ঠা: ১১৮।

১৪। রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি ৪৯৫/১২০/২৬১, পৃষ্ঠা: ৪।

১৫। রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি ৪৯৫/১২০/২৬১, পৃষ্ঠা: ৬।

১৬। উইলহেল্মস্ত্রাসে-র প্রতি ফপেল, ১১ই মে ১৯৩৭, ডকুমেন্টস অন জার্মান ফরেন পলিসি, সিরিজ-ডি, ভল্যুম-iii, লন্ডন, ১৯৫১, পৃষ্ঠা: ২৮৬।

১৭। বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা দমন করে প্রজাতন্ত্রী ন্যায় বিধান প্রতিষ্ঠার বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: ফ্রাঁসোয়া গোদিচিউ, লা গুয়েরে ডি'এসপ্যানে— রিপাবলিকু এট রিভলুসিয়ঁ এন কাতালোনে (১৯৩৬-১৯৩৯), পারি, ২০০৪। ১৯৩৯-য়ের জানুয়ারিতেও 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বন্দি' হিসেবে যে ৩,৭০০ জন কারাবন্দি ছিল, তার ৯০ শতাংশই 'সি এন টি'-'এফ এ আই'-য়ের কর্মী বা সদস্য।

১৮। পুয়েবলো এসপানোল (মঁজুইখ), ভ্যানডেলোজ, ল হপিতালেত ডি লইঁফাঁত, ওমেলে ডি না গাইয়া, কোনকাবেলা, অ্যাংলেসরোলা এবং ফলসেত ছিল এমনই কিছু শ্রমশিবির (লেবার ক্যাম্প)। দ্রষ্টব্য: হিসতোরিয়া সোশাল, ৪৪ নম্বর, ২০০২, পৃষ্ঠা: ৩৯ ও ৫৫; লা গুয়েরা সিভিল আ কাতালুনিয়া (১৯৩৬-১৯৩৯), খণ্ড-ii, পৃষ্ঠা: ২১২ ff।

১৯। হোসে দিয়াজ, ত্রেস আনোস ডি লুচা, পৃষ্ঠা: ৪৩৩।

২০। হেলেন গ্রাহাম সপ্রমাণ দেখিয়েছেন যে স্পেনের কম্যুনিস্ট পার্টি ও প্রজাতন্ত্রীরা লারজো কাবালেরো-কে বিরোধিতা করার সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে নিবিড় যোগসাজস বজায় রেখে একযোগে কাজ করছিল। (সোশালিজম অ্যান্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা: ৯১)

২১। হেলেন গ্রাহাম, সোশালিজম অ্যান্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা: ১০০-১০২।

২২। রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভ ফর সোশাল-পলিটিকাল হিস্ট্রি ১৭/১২০/২৬৩, পৃষ্ঠা: ৩২।

২৩। অন্যান্য প্রধান পদগুলো ছিল: রাষ্ট্রমন্ত্রী— হোসে গিরাল, জনপরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী— বারনার্ডো গিনের ডি লো রিয়োস, কাজ ও গণসহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী— আইমে আইগুয়াদের।

২৪। ডায়ারিয়োস কমপ্লিটোস, পৃষ্ঠা: ১৫৯-১৬০।

২৫। 'পি ও ইউ এম' ও আনদ্রিউ নিন সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: ফ্রানসেস্ক বোনামুসা, আনদ্রিউ নিন ই এল মোভিমিয়েন্তো কম্যুনিস্তা এন এসপানা (১৯৩০-১৯৩৭), বার্সেলোনা, ১৯৭৭; ইলোরজা ও বিজকারোনদো, কুয়েরিদোস কামারাদাস।

২৬। ডায়ারিয়োস কমপ্লিটোস, পৃষ্ঠা: ১০৫৪।

২৭। দিয়েগো আবাদ ডি সাঁতিলাঁ, পোর কুয়ে পেরদিমোস লা গুয়েররা, বুয়েনোস আয়েরস, ১৯৪০। আরো দ্রষ্টব্য: জে পোউস এবং জে এম সোলে, অ্যানার্কিয়া ই রিপাবলিকা আ লা সেরদানিয়া (১৯৩৬-১৯৩৯), বার্সেলোনা, ১৯৮৮।

[আনতনি বিভর, দি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার, পৃষ্ঠা: ২৯৪-৩০৬]

উপসংহার

১৯৩৬-১৯৩৭ সালের স্পেন বিপ্লবের আখ্যান আমরা পাঠ করলাম। এক বিয়োগান্তক মহাকাব্যের মতো তা একইসঙ্গে নিয়তির প্রতি বিষাদপূর্ণ সম্ভ্রম ও নিয়তিকে প্রশ্ন করে বাঁধনছেঁড়ার আকাঙ্খা জাগিয়ে দিয়ে যায়। মুক্তির বাস্তব যাপনকে অপূর্ব উদ্ভাসে মূর্ত করে তোলার পর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আকালবোধনই কি বিপ্লবের মুহূর্তের নিয়তি ? নাকি সে নিয়তিকে পরাজিত করে মানুষ রাষ্ট্রহীন সমাজঅস্তিত্ব স্থায়ীভাবে নির্মাণ করতে পারে ? অস্তিত্বশীল অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে এগোনো উত্তর খোঁজার একটা পথ নিশ্চয়। তাই আমরা শুরু করতে পারি স্পেন বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে এই প্রশ্ন করে যে মুক্তিকামী সমাজঅস্তিত্ব নির্মাণ স্থায়ী হতে পারল না কেন, কোন দুর্বলতা তাকে রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মুখে ভঙ্গুর করে দিল, সে দুর্বলতা কি এড়ানো যায় ? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আসুন আমরা আমাদের পাঠ করা আখ্যানের দিকে ফিরে তাকাই।

আমাদের পাঠ করা আখ্যানে রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে বাকি কুশীলবদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগের শক্তির উৎস হল যৌথ স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, তারা গ্রামীণ যৌথ সমবায়গুলো তৈরি করেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে যৌথজীবনের এক নতুন পরিসর নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছিল। শহরেও তারা উৎপাদনের সামাজিকিকরণ, শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও শিল্প সমবায় গঠন করেছিল ও চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গ্রাম-শহরের কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, সাধারণ পেশাজীবী মানুষ এই প্রথম ভাগে পড়ে। দ্বিতীয় ভাগটি হল যাদের শক্তি জনগণের একটি অংশকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন শ্রমিকসঙ্ঘ, নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রী সংগঠন ও রাজনৈতিক পার্টিগুলোর কর্মী-

সংগঠক ও নেতারা এই দ্বিতীয় ভাগে পড়ে। আলোচনার সুবিধার্থে সংক্ষেপে উল্লেখ করার জন্য আমরা প্রথম ভাগকে 'কাজের লোক' ও দ্বিতীয় ভাগকে 'দলের লোক' বলব। এই বিমূর্তায়নকে ধরে নিয়ে আমরা তাহলে সমাজে তিনটে ভাগকে চিহ্নিত করতে পারি— রাষ্ট্র, দলের লোক ও কাজের লোক। (অন্য আরও বিভিন্ন ভাগ হতে পারে, কিন্তু আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে এই তিনটি ভাগই গুরুত্বপূর্ণ।) একটা গোটা জিনিষকে ছিঁড়ে তিন টুকরো করার মতো ভাগ এটা নয়। অর্থাৎ, ভাগ তিনটেকে একে অপরের থেকে নিখুঁতভাবে আলাদা করা যাবে না। ভাগ তিনটে একে অন্যকে ছুঁয়ে আছে তো বটেই, এমনকি একটা বড় অংশে একে অপরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সাধারণ অঞ্চল তৈরি করেছে যেখানে তাদের মধ্যের সীমারেখা ঝাপসা হয়ে গেছে। যেমন ধরুন শ্রমিকসঙ্ঘ, সমবায় সমিতি ও বিপ্লবী সমিতিগুলোর সংগঠক, প্রচারক, কর্মীদের কথা। মূলত কাজের লোক হলেও সাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা দলের লোকের বৃত্তেও ঢুকে আছেন। এবার ধরা যাক শ্রমিকসঙ্ঘের নেতা, রাজনৈতিক পার্টির নেতা, নৈরাষ্ট্রবাদী নেতাদের কথা। তাঁরা যেমন দলের লোক, তেমনই তাঁদের বড় অংশই সরকারি মন্ত্রী, আধিকারিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-নির্বাহক হিসেবে রাষ্ট্রের বৃত্তের অন্তর্গত হয়ে আছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা তার দুই মাথা (একদিকে দমন করার মাথা ও অন্যদিকে বাছাই করে অনুগ্রহ বিলানোর মাথা) নিয়ে তাঁদের ক্ষমতার একটি উৎস হিসেবে হাজির আছে। জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা ও এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কখনও বা একে অপরের সম্পূরক হিসেবে, কখনও বা একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করছে। শেষত ধরা যাক কৃষক বা শ্রমিক ঘরের সেই যুবকের কথা যে সরকারি সেনা বা আধাসেনা বাহিনীতে নিযুক্ত হয়েছে। মূলগতভাবে সে কাজের লোক, কিন্তু রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও সামরিক আমলাতন্ত্রে বাঁধা নির্দেশ-নির্বাহক হিসেবে রাষ্ট্রীয় বৃত্তেই সে ঢুকে আছে।

এখন দেখা যাক কাজের লোকরা বিপ্লবের মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবনের কী নতুন পরিসর গড়ে তুলেছিল। উৎপাদন ও বন্টনের উপর উৎপাদকদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ তারা কায়েম করেছিল। 'প্রত্যক্ষ' কথাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ ছিল কারণ তা তাদের প্রতিনিধিত্বকারী কোনও বিশেষজ্ঞদল বা পার্টি-আমলাদের হাতে ছিল না, তা ছিল সরাসরি উৎপাদকদের সমবায়ের সাধারণ সভার হাতে। এ কাজ নির্বাহের জন্য কোনও কমিটি নির্বাচিত হলেও সেই নির্বাচন ছিল সাধারণ সভার হাতে এবং কমিটি নিয়মিতভাবে

সাধারণ সভায় জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ ছিল। আমলাতন্ত্রের জীবাণু নির্মূল করার এই প্রতিষেধক ব্যবস্থা দলের লোকের বৃত্ত ও রাষ্ট্রের বৃত্তকে দূরে সরিয়ে শ্রমিক-কৃষকের স্বব্যবস্থাপনাকে রূপ দিয়েছিল। এই স্বব্যবস্থাপনায় কাজের লোকরা সমাজজীবনে একটি খণ্ডিত ভূমিকা পালনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যৌথ সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে গোটা সমাজজীবনকে ভাবনায় ও যাপনে উপলব্ধি করার পূর্ণতাকে ছুঁতে পেরেছিল। সমাজের প্রয়োজন নির্ধারণ করা, তদনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা ও নির্বাহ করা, সাম্যের নৈতিকতা অনুযায়ী বন্টন ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবা সংগঠিত করা, চারুকলার চর্চা সমস্ত কিছু নিয়েই তারা ভেবেছিল, আলোচনা করেছিল, পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল গণসেনাবাহিনী বজায় রাখা। রাষ্ট্রীয় সামরিক আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই বাহিনী কাজের লোকদের বৃত্ত থেকে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সংগঠিত। যৌথ সমবায়গুলোই এদের খাদ্য ও অস্ত্রের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। ফ্যাসিবাদী সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ তারাই গড়ে তুলেছিল, ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে শেষাবধি তারা লড়ে গেছে এবং যৌথ সমবায়ের উপর সরকারি সেনার হামলার সময়েও তারা যৌথ সমবায়ের রক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ভাবে এমন এক গণসেনাবাহিনী লালন করতে পারা রাষ্ট্রের দুই মাথাওলা ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করার সাহস জুগিয়েছিল।

দলের লোকদের অবস্থান এই মুক্তির পরিসরের ভিতরে ছিলনা। তাদের অবস্থান ছিল রাষ্ট্র, বিশেষ করে সরকারি ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়। কাজের লোকদের সৃষ্টি করা মুক্তির পরিসর সম্পর্কে তাদের অবস্থান নানা রকম হতে পারে। নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রী নেতা-মন্ত্রীরা মতাদর্শগতভাবে এর পক্ষে, বাকিরা অবস্থাগতিকে একে মেনে নিলেও বিভিন্ন মাত্রায় এর বিরুদ্ধে। যে দলের লোক যত বেশি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের পক্ষে, সে তত বেশি কাজের লোকদের সৃষ্ট মুক্ত পরিসরের বিরুদ্ধে। তাই কম্যুনিস্টরা ও ডান ঝোঁকের সমাজতন্ত্রীরা এই মুক্ত পরিসরের সবচেয়ে তীব্র বিরোধী ও জোর ফলিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার সবচেয়ে মুখর দাবিদার ছিল। এই ফারাক সত্ত্বেও দলের লোকদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মিলের জায়গা ছিল। সেই মিল হল এই যে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র তাদের কর্মক্ষেত্র, মুক্ত পরিসরের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র তাদের কর্মক্ষেত্র নয়। প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে রাজনৈতিক পার্টির প্রার্থীদের মধ্য থেকে

তার প্রতিনিধি বেছে দেয়, জনগণের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সেখানেই শেষ। বাকি পুরোটা সময় সেই প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে তদ্বির-তদারকি করে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে 'দেশ চালাবে', অর্থাৎ, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্ত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের কাজ জনগণের নাগালের বাইরে কুক্ষিগত করে রাখবে। এই কুক্ষিগত করে রাখতে পারার মধ্যেই তাদের শক্তি বা বলের জন্ম। এর মধ্য দিয়েই তারা জনগণের কাছে নিজেদের অপরিহার্যতা প্রতিপাদন করে। উল্টোদিকে, কাজের লোকদের সৃষ্ট মুক্তির পরিসর অংশগ্রহণমূলক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ক্ষেত্র। সেখানে সমস্ত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সর্বদা সমস্ত পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও কার্যনির্বাহ হয়। সেখানে দলের লোকদের জন্য বিশেষ কোনও শক্তি বা বলের উৎস নেই, ফলে দলের লোকদের অংশ নিতে হলেও সমস্ত বিশেষত্বের ভূষণ ছেড়ে সবার সঙ্গে সমান হয়ে কাজের লোক হিসেবেই অংশ নিতে হবে। কম্যুনিস্ট পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, কিন্তু তারা বাস্তবত এমন এক শাসনতন্ত্রের পক্ষে যেখানে সমস্ত জনগণের প্রতিনিধি (বা অগ্রবাহিনী) হিসেবে কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টির হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকবে। সুতরাং, নিজেদের বিশেষ পদমর্যাদা ও তজ্জনিত ক্ষমতা হারানোর সচেতন বা অবচেতন আশঙ্কা থেকে রাজনৈতিক দলগুলো স্বভাবগতভাবেই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের মুক্ত পরিসর নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগে। সেই অস্বস্তি মৃদুভাষে প্রকাশিত হতে পারে এই অভিযোগের মধ্য দিয়ে যে ক্ষুদ্র আঞ্চলিক পরিসরে এ ব্যবস্থা কার্যকরী হলেও গোটা দেশজুড়ে সমন্বয়ের অভাবে তা কাজ করতে পারবেনা বা ভীষণ অপটু-অদক্ষভাবে কাজ করবে, তাই প্রতিনিধিত্বমূলক কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার বিকল্প নেই। (আরাগঁ, কাতালোনিয়া, লেভান্ত, কান্তিলের সমবায়ী শ্রমিক-কৃষকরা সমন্বয়ের যে ব্যবস্থা গড়ে তুলে গ্রাম ও শহর, সম্পদশালী ও অভাবী বিভিন্ন অঞ্চলের একসাথে সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে চলার নতুন উপায় জন্ম দিচ্ছিলেন, কাজের লোকদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আরও অভাবনীয় নতুন উপায় যে জন্ম নিতে পারে, তা এই অভিযোগকারীরা দেখেও দেখেন না।) অথবা, সেই অস্বস্তি প্রকাশিত হতে পারে কড়া জঙ্গি মেজাজে এসবকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে জোর খাটিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকির মাধ্যমে। সংকটের সময় যখন আশু সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে হাজির করে, তখন মেজাজের এই ফারাকের মধ্যে মৃদু মেজাজীকে দ্বিধাগ্রিত দুর্বল বলে মনে হয় আর কড়া মেজাজীকে নির্দ্বিধ সবল বলে মনে হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত কড়া মেজাজীদের

দিকেই ঝোঁকে এবং সবাই তাদের পশ্চাদগমন করতে বাধ্য হয়। দলের লোকদের বৃত্তে এভাবেই কম্যুনিস্টদের মত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

কাজের লোকদের মুক্তির পরিসর স্বাধীনভাবে বিস্তৃত হয়ে যখন দলের লোকদের সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতাকে শুকিয়ে দেয়, দলের লোকদের কাছে অবশিষ্ট থাকে একমাত্র রাষ্ট্রীয় দুই-মাথা ক্ষমতা। রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমর্থনের বিচ্ছিন্নতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দমনের হাতিয়ারটিই একমাত্র পড়ে থাকে। কড়া মেজাজীদের প্রস্তাবিত জোর খাটানোর পথ নেওয়া ছাড়া দলের লোকেদের তখন আর গত্যন্তর থাকেনা।

মুক্তির পরিসরকে ধ্বংসকারী প্রতিবিপ্লব এই পথে সংগঠিত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতি, অস্ত্রের জন্য স্তালিনের উপর নির্ভরতা, মালিক ও ভূস্বামীদের শ্রেণিস্বার্থ সেই প্রতিবিপ্লবকে শক্তি জুগিয়েছিল।

আর একটি দিক থেকে দেখা যাক। কাজের লোকদের ক্রিয়ার উপযোগী সংগঠন হল সাধারণ সভা আর দলের লোকদের ক্রিয়ার উপযোগী সংগঠন হল রাজনৈতিক পার্টি। সাধারণ সভার কাঠামো অনুভূমিক, অর্থাৎ, সবার অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত, অংশগ্রহণের সময় সবাই সমান। অন্যদিকে, রাজনৈতিক পার্টির কাঠামো উল্লম্ব, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদের মানুষ ছাড়া বাকিদের জন্য উন্মুক্ত নয়, দায়িত্ব ও অধিকারের ধাপবন্দি বিন্যাসে শীর্ষনেতা থেকে সাধারণ সদস্যের ভূমি অবধি নির্দেশক-নির্দেশিত সম্পর্কে বাঁধা। সাধারণ সভা সহজেই বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি, বিবিধ স্বার্থ ও বহুত্বকে সর্বোচ্চ সীমা অবধি ধারণ করেও যৌথ ক্রিয়ার জন্য সাহায্য-সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে। যেমন, বহু গ্রামীণ যৌথ সমবায়ের সাধারণ সভায় এমনকি সমবায়ের সদস্য না হওয়া ব্যক্তিমালিকানাপন্থীরাও অংশ নিত। অন্যদিকে, রাজনৈতিক পার্টি তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশেষ মতবাদের 'শুদ্ধতা' রক্ষার জন্য বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে সরাতে চায় বা নিশ্চিহ্ন করতে চায়, 'পার্টি লাইন'-য়ের নিয়ন্ত্রণ ও পার্টি আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে সমসত্বতার শৃঙ্খলা আরোপ করে। সাধারণ সভা যেখানে বিরোধী মতকেও সহযোগিতার সম্পর্কে যৌথতার মধ্যে নিয়ে চলতে পারে, রাজনৈতিক পার্টি তখন হয় প্রতিযোগিতার পথে আর নয়তো শত্রুতার পথে বিরোধীকে দমন বা ধ্বংস করতে চায়। সুতরাং রাজনৈতিক পার্টি সাধারণ সভার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে কাজ করতে অভ্যস্ত এবং তার স্বাভাবিক 'আপন ছাড়া সব ভুল' বিচারপদ্ধতিতে তার অভ্যস্ত পথকেই একমাত্র কার্যকরী পথ বলে প্রতিষ্ঠিত করতেও অভ্যস্ত।

এখন আমাদের আলোচিত পরিসরে সাধারণ সভা ও রাজনৈতিক পার্টি দুই-ই অস্তিত্বমান ছিল। সাধারণ সভা ছিল বিপ্লবের ফল। আর রাজনৈতিক পার্টি ছিল পূর্ব ধারাবাহিকতায় বিরাজমান। সাধারণ সভা ছিল বিপ্লব-সৃষ্ট মুক্তির সঙ্গে যুক্ত আর রাজনৈতিক পার্টি ছিল রাষ্ট্রীয় শাসনের ধারার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কাজের লোক ও দলের লোক বৃত্ত দুটোর মধ্যের সাধারণ অংশের মানুষ যাঁরা, অর্থাৎ, রাজনৈতিক সক্রিয়তার ধারাবাহিকতায় যাঁরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক পার্টির কর্মী, আবার কোনও নতুন যৌথ সমবায়েরও স্রষ্টা-সদস্য, তাঁদের মধ্যে কাজের পথ ও কাজের দর্শন সম্বন্ধে এই বিপরীত টানাপোড়েনের ফল কী হল ? সমবায়ের বহুত্বকে ধারণ করার ঝোঁক অনুযায়ী সে সহজভাবেই বিপরীতকে স্থান করে দেবে। কিন্তু বিপরীত, অর্থাৎ, পার্টি-মানসিকতা প্রতিযোগিতা বা শত্রুতার মধ্য দিয়ে বহুত্বকে ধ্বংস করে তার অভ্যস্ত চলার পথে ফিরতে চাইবে। এভাবে অন্তর্ঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লব-সৃষ্ট মুক্তির পরিসরকে ধ্বংস করবে। স্পেনে রাজনৈতিক পার্টিগুলো একে কাজে লাগিয়েছিল। সমবায় পরিচালনা ও সমন্বয়সাধনের জন্য সমবায়ীদের নিজেদের তৈরি বিপ্লবী সমিতিগুলোকে তুলে দিয়ে তার জায়গায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্বের উপর দাঁড়িয়ে পৌর কমিটি বা অঞ্চল কমিটি গড়ে তোলা তার নিদর্শন। এভাবে সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বব্যবস্থাপনার চর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আমলাতন্ত্রিক অভ্যাস যত ডালপালা ছড়াতে থাকে, বিপ্লব-সৃষ্ট পরিসরটি তত তার সজীবতা ও অভিনবত্ব হারিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তখন রাষ্ট্রের পক্ষে দমন ও অনুদানের জোড়া-ফলা আক্রমণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে মুক্তির পরিসরকে নিশ্চিহ্ন করা সহজ হয়ে যায় এবং দলের লোকরাই সেই প্রক্রিয়ার পৌরোহিত্য করে।

স্পেনের পরিপ্রেক্ষিতে নৈরাষ্ট্রবাদী-শ্রমিকতন্ত্রীদের কথা আলাদাভাবে আলোচনা করা উচিত। মতাদর্শে বাঁধা সংগঠনের উপস্থিতির দিক থেকে তাদের রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে মিল আছে। আবার প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় রাজনীতিকে বর্জন এবং রাষ্ট্রহীন পরিসরে অংশগ্রহণমূলক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ওকালতি করা তাদের নির্ধারক ভাবেই রাজনৈতিক পার্টিদের থেকে আলাদা চরিত্র দিয়েছিল। স্পেন বিপ্লবে কাজের লোকদের স্বব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মুক্তির পরিসর নির্মাণে তারাই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শরিক ছিল। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রের চত্বরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া-সমঝোতা করে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার খেলায় অংশ নিতে নিতে তাদের মন্ত্রী-নেতারা ক্রমশ রাষ্ট্রীয় নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের অংশ হয়ে গেলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্য

রক্ষার বাধ্যবাধকতা এই প্রবণতার দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির জমি তৈরি করে দিয়েছিল মাত্র।

এত অবধি করা আলোচনা সারসংক্ষেপিত করে বলা যায় যে বিপ্লবের মূল শক্তি ছিল কাজের লোকদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, স্বব্যবস্থাপনার মাধ্যম যৌথ সমবায় এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র চর্চার হাতিয়ার সাধারণ সভা। অন্যদিকে, প্রতিবিপ্লবের মূল শক্তি ছিল দলের লোকেদের পার্টি-মানসিকতা, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের ধাপবন্দি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও কার্যরীতি এবং আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা। বিপ্লবের মুহূর্তটির মৃত্যু ঘটে বিপ্লবের মূল শক্তির সজীবতা খুইয়ে প্রতিবিপ্লবের মূল শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। এই নিয়তি এড়ানো যেত কীভাবে ? যদি কাজের লোকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের পরিসর নিজেকে ক্রমাগত পুনরাবিষ্কার ও পুনরুজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পার্টি বাহিত রাষ্ট্রমুখী ঝোঁককে অভ্যাসের থেকে মুছে ফেলতে পারত, তাহলে এই নিয়তি এড়ানো যেত। রাজনৈতিক পার্টি ও দলের লোক যেহেতু পূর্ব ধারাবাহিকতার সূত্রেই বর্তমান, তাই তাদের অস্তিত্ব বিপ্লবের নতুন সৃষ্টির পাশাপাশি থাকা হয়তো অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ সভায় সমবায়ী কাজের সাফল্যের উদাহরণের জোরে যেভাবে ব্যক্তিমালিকানাপন্থীদের পরিবর্তন করার উপর ভরসা রাখা হয়েছিল, তেমনই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের চর্চাকে আরও ফলপ্রসূ করার মধ্য দিয়ে দলের লোকদের পার্টি-অভ্যাস পরিবর্তন করার উপর নিশ্চয় ভরসা রাখা যায়। ১৯৩৬-১৯৩৭ সালের স্পেনে তা হতে পারেনি, বরং উল্টো পরিবর্তনের ধাক্কায় ভেসে গেছে। বিপ্লবী মুহূর্তের ভবিষ্যৎ কোনও উদ্ভাসে হয়ত নতুন পথে এই পরিবর্তনকে আরো অনেক দূর অবধি, হয়তো বা শেষ অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। মানুষের পরিবর্তনশীলতার উপর ভরসা রেখে জীবনানন্দ দাশের পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়:

...অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি ? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
স্বর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়— অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।
['পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে' কবিতার অংশ]

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

বন্ধু চিত্রকর পীযূষ মুখোপাধ্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার তাগাদা না দিয়ে গেলে এই বই তার বস্তুরূপ পেত না। শেষ অবধি বইটি তাঁর প্রত্যাশা মেটাতে পেরেছে কিনা এখনও জানি না, তবে বইটি পুরো পড়ার আগেই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে প্রচ্ছদসৃজনের মধ্য দিয়ে বইটির সৃজনকাজের অংশীদার হয়েছেন। প্রকাশনার খরচও আংশিক বহন করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এগিয়ে এসেছেন।

মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার আগে 'বিপ্লবের মুহূর্ত: স্পেন, ১৯৩৬-১৯৩৭' নামে বইটির একটা বৈদ্যুতিন সংস্করণ বিভিন্ন সম্ভাব্য উৎসাহী পাঠকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের কেউ কেউ তাঁদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া দিয়ে বইটিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন আলাপ-আলোচনা ও চর্চার নিত্যসঙ্গী শুভাশিস শীল, শুভ্রাংশু বিশ্বাস ও পার্থ দে। আর আছেন চিন্তায়-ভাবনায়-কাজে বনস্পতির ছায়া দেওয়া অগ্রজ সজল রায়চৌধুরী, বইটির বিন্যাস ও পরিমার্জন নিয়ে তিনি বিশদভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। বৈদ্যুতিন সংস্করণ থেকে মুদ্রিত সংস্করণে নামের বদল ও বিন্যাসের বদল তাঁর পরামর্শ মেনে হয়েছে।

বইটির বস্তুরূপ গ্রহণের শেষ চৌকাঠ পেরোনোর পারানি হিসেবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন ডার্ক হর্স মুদ্রণশালার কর্ণধার বন্ধুবর সৌরভ বসু। তাঁর কাছেও ঋণ থেকে গেল।

বিপ্লব নায়ক

জুলাই. ২০২০

রাজনৈতিক তত্ত্ব ও চর্চা বিষয়ে

অন্যতর পাঠ ও চর্চার

পূর্বপ্রকাশিত কিছু বই

হিংসা প্রসঙ্গে

হানা আর্নট

অনুবাদ: বিপ্লব নায়ক ও সজল রায়চৌধুরী

৮০ টাকা

গান্ধিজির দৃষ্টিতে অধুনিকতা ও ক্ষমতাতন্ত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ)

রাম বসু

৮০ টাকা

রাজনৈতিক পরিসরের বিশ্লেষণ: মুক্তক্রিয়া, বহুত্ব ও হানা আর্নট

বিপ্লব নায়ক

৬০ টাকা

অসম্ভবের উত্থান: ফ্রান্স, মে ১৯৬৮

(ইস্তাহার, বিবরণ ও দলিল সংগ্রহ)

সম্পাদনা ও অনুবাদ: বিপ্লব নায়ক

৫০ টাকা

সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ: ৯৮৩৬৩৬৪০৩৫